CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-51 ■ 25 November, 2025 ■ আগরতলা ২৫ নভেম্বর, ২০২৫ ইং ■ ৮ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

শোক

প্রয়াত শোলের বীরু

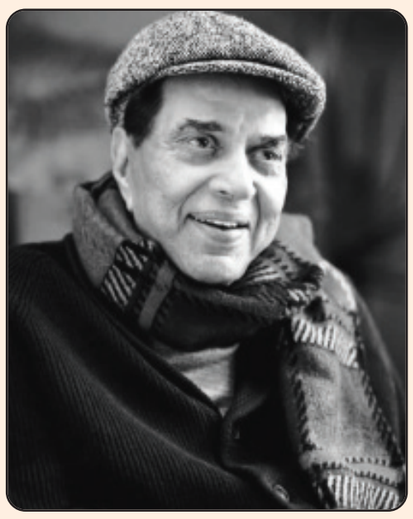

মুম্বাই, ২৪ নভেম্বর।। *ভারতীয় চলচ্চিত্রের এক অমর চরিত্র, বলিউডের প্রিয় অভিনেতা এবং 'হি-ম্যান' খ্যাত ধর্মেন্দ্র আজ, ২০ নভেম্বর, ৮৯ বছর বয়সে পরলোক গমন করেছেন। দীর্ঘদিন ধরে শারীরিক অসুস্থতার সাথে লড়াই করা এই বর্ষীয়ান অভিনেতা আজ সকাল বেলা মুম্বাইয়ের নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।*

ধর্মেন্দ্র, যিনি ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় নাম, তার অসংখ্য ভক্ত এবং চলচ্চিত্রপ্রেমীদের হৃদয়ে চিরকাল বেঁচে থাকবেন। 'শোলে'-এর ভীরু চরিত্র দিয়ে তিনি দর্শকদের হৃদয়ে স্থায়ী অবস্থান তৈরি করেছিলেন, সেই সঙ্গে তার অসংখ্য জনপ্রিয় চলচ্চিত্র ও চরিত্রসমূহ তাকে এক কিংবদন্তির মর্যাদা দিয়েছে।

ধর্মেন্দ্র গত কয়েক মাস ধরে শারীরিকভাবে অসুস্থ ছিলেন। নভেম্বর মাসের শুরুতে, তিনি মুম্বাইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ভর্তি হন, কিন্তু দু''দিন পর তাকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনা হয় এবং সেখানে পরিবারের সদস্যদের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা চলছিল। তার শারীরিক অবস্থা কিছুটা উন্নতি হলেও, শেষ পর্যন্ত তিনি এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যান।

ধর্মেন্দ্রর মৃত্যু খবর প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং চলচ্চিত্র মহলে শোকের ছায়া নেমে আসে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তার শোকবার্তায় বলেছেন, 'ধর্মেন্দ্রজি ভারতীয় সিনেমার এক আইকনিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি যা কিছু করেছিলেন তা ছিল এক অনন্য চমক, এবং তার অভিনয় ছিল হৃদয়ে ছোঁয়া। তার মৃত্যু আমাদের জন্য এক অপ্রত্যাশিত ক্ষতি।'

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু তার শোকবার্তায় বলেন, 'ধর্মেন্দ্রজি ভারতীয় সিনেমার এক বিশাল অবদান রেখেছেন। তার অসংখ্য কাল্পনিক চরিত্র আমাদের মনে চিরকাল অম্লান হয়ে থাকবে। তার মৃত্যু আমাদের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি।'

এছাড়াও, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, এবং তথ্যমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব শোক প্রকাশ করেছেন। ভারতে সিনেমার এই কিংবদন্তির মৃত্যু একটি যুগের সমাপ্তি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

ধর্মেন্দ্র ১৯৬০ সালে চলচ্চিত্রে তার যাত্রা শুরু করেছিলেন। তার প্রথম সিনেমা ছিল 'দিল ভি তেরা হাম ভি তেরে' (১৯৬০), তবে তাকে সেরা খ্যাতি এনে দেয় 'ফুল অর পাথর' (১৯৬৬)। তারপর থেকেই তিনি একের পর এক সুপারহিট সিনেমায় অভিনয় করতে শুরু করেন এবং তার জনপ্রিয়তা তুঙ্গে ওঠে।

তার জীবনের অন্যতম স্মরণীয় চরিত্র ছিল 'শোলে' (১৯৭৫)-এর ভীরু, যা আজও ভারতীয় সিনেমার সর্বকালের অন্যতম সেরা চরিত্র হিসেবে গণ্য হয়। 'সীতা অর গীতা' (১৯৭২), 'চুপকে চুপকে' (১৯৭৫), 'দ্য বার্নিং ট্রেন' (১৯৮০), 'ড্রিম গার্ল' (১৯৭৭), 'সত্যকাম' (১৯৬৯), 'দেবদাস' (২০০২) সহ বহু সিনেমায় তার অভিনয় তাকে অমূল্য স্থান দিয়েছে।

ধর্মেন্দ্র শুধুমাত্র একজন অভিনেতা ছিলেন না, তিনি একজন সফল প্রযোজকও ছিলেন। তার প্রযোজিত সিনেমাগুলির মধ্যে 'ব্যাঙ্গালোর ডে' (২০১৪) ও 'ঘায়েল' (১৯৯০) উল্লেখযোগ্য। 'ঘায়েল' সিনেমার জন্য তিনি ন্যাশনাল ফিল্ম অ্যাওয়ার্ডও লাভ করেন।

তিনিই বলিউডের সেই অভিনেতা, যিনি শারীরিক গঠন ও শক্তিশালী উপস্থিতির পাশাপাশি মিষ্টি হাসি, নরম হৃদয় এবং সাদাসিধে ব্যক্তিত্বের জন্যও পরিচিত ছিলেন। তার ফ্যান ফলোয়িং ছিল অসীম, এবং তার সৌন্দর্য্য ও অভিনয় দক্ষতা যুগ যুগ ধরে অনেক অভিনেতাকেই প্রেরণা যুগিয়েছে। ধর্মেন্দ্র শুধুমাত্র একজন অভিনেতা ছিলেন না, তিনি রাজনীতিতেও সক্রিয় ছিলেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে

শনিছড়ায় দুষ্কৃতির হামলায় শিশুর মৃত্যু

গুরুতর জখম, জনতার পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৪ নভেম্বর ।। শনিছড়ায় নৃশংস হামলায় শিশুর মৃত্যু, আশঙ্কাজনক অবস্থায় মা উত্তাল জনতা, জাতীয় সড়ক অবরোধ। ত্রিপুরার উত্তর জেলার শনিছড়া এলাকায় সোমবার দুপুরে ঘটে যায় এক হৃদয়বিদারক ঘটনা।

স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে দুষ্কৃতীর ধারালো অস্ত্রের হামলায় প্রাণ হারায় মাত্র ৮ বছরের ছাত্র অমৃত সিনহা। গুরুতর জখম হন তাঁর মা বিজয়া সিনহা, যিনি আশঙ্কাজনক অবস্থায় শিলচর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বাগবাসা কভিনেন্ট ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ছুটি হওয়ার পর মা—ছেলে স্কুটিতে করে বাড়ি ফিরছিলেন।

নদীয়াপুরের অর্জুন টিলা সংলগ্ন এলাকায় হঠাৎই একটি উইঙ্গার গাড়ি এসে তাঁদের পথ রোধ করে। তারপরই একদল দুষ্কৃতী ধারালো অস্ত্র দিয়ে অতর্কিতে হামলা চালায়। রক্তাক্ত অবস্থায় মা—ছেলেকে রাস্তায় ফেলে রেখে পালিয়ে যায় অভিযুক্তরা।

শনিছড়ায় গভীর রাতেও অবরোধরত জনতা।

স্থানীয় কয়েকজন পথচারী দু'জনকে শনিছড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যান। কর্তব্যরত চিকিৎসক অরিজিৎ দাস অমৃতকে মৃত ঘোষণা করেন। বিজয়া সিনহাকে গুরুতর চোটের কারণে দ্রুত শিলচর হাসপাতালে রেফার করা হয়। চিকিৎসকদের মতে, তাঁর অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক।স্থানীয়দের দাবি, এটি কোনো দুর্ঘটনা নয়এটি সুপরিকল্পিত নৃশংস হামলা। তারা অভিযোগ করেন, দুপুরে ঘটনা ঘটলেও পুলিশ দীর্ঘ সময় কোনো সক্রিয় ব্যবস্থা নেয়নি। এর প্রতিবাদে সন্ধ্যায় উত্তেজিত জনতা শনিছড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায়। তাঁদের একটাই দাবিঅবিলম্বে প্রকৃত দোষীদের গ্রেফতার করতে হবে।

সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টার দিকে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। চুরাইবাড়ি থানার পুলিশের প্রতি আস্থা হারিয়ে স্থানীয়রা লম্বা গাছ এলাকায় ৮ নম্বর আসাম---আগরতলা জাতীয় সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে অবরোধ শুরু করেন। এতে দীর্ঘ সময় যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়।পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে এবং তদন্ত শুরু করেছে।

তবে এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতারের খবর মেলেনি। অবরোধও অব্যাহত রয়েছে।এই নৃশংস ঘটনাকে ঘিরে শনিছড়া এলাকায় নেমে এসেছে শোক এবং আতঙ্কের ছায়া। ঘটনাটির পেছনে কারা আছে, সে রহস্য উদঘাটনে পুলিশি তদন্তের দিকেই তাকিয়ে সাধারণ মানুষ।

সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি হলেন সূর্যকান্ত

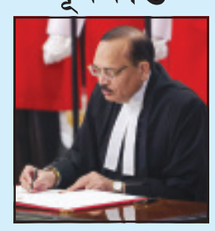

নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বর ।। নতুন নজির সৃষ্টি করে ২৪ নভেম্বর, ২০২৫, সোমবার ভারতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি বিএর গাভাই তাঁর সরকারি মের্সিডিজ-বেঞ্জ গাড়ি টি নিজের উত্তরসূরি বিচারপতি সূর্য কান্তের জন্য রাষ্ট্রপতি ভবনে রেখে যান। এই দিনই বিচারপতি সূর্য কান্ত ভারতের ৫৩তম প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বিচারপতি কান্তকে শপথ গ্রহণ করান, একদিন পরেই, যখন তিনি, ১৬তম রাষ্ট্রপতি রেফারেন্স বেঞ্চের সদস্য হিসেবে, রাষ্ট্রপতি মুর্মু এবং রাজ্যপালদের রাজ্য আইন বিষয়ে কেন্দ্রীয় আদালতের নির্ধারিত সময়সীমা সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি জানিয়েছিলেন যে, রাজ্য আইন বিষয়ে রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালরা সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিত সময়সীমার দ্বারা বাধ্য নন।

শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, আইনমন্ত্রী অরুণ রাম মেঘওয়াল, লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা, উপ-রাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণন, প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি বিএর গাভাই, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা হরদীপ সিং পুরি, এইচডি কুমারস্বামী, পীযূষ গয়াল, জেপি নাড্ডা, প্রাক্তন উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধঙ্কর সহ আরও অনেকে। জন্ম ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৬২, হরিয়ানার হিসার

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তিন দিনের পুলিশ রিমান্ডে প্রতিমার খুড়তুতো ভাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ নভেম্বর।। প্রতিমা ভৌমিকের খুড়তুতো ভাই বিধান ভৌমিককে তিনদিনের পুলিশ রিমান্ডে পাঠাল আদালত। রবিবার গভীররাতে রাতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ তাকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছিল। ভুয়ো আধার, ধর্মান্তরকরণ, স্ত্রী নির্য্যাতন নারী প্রচার সহ বিভিন্ন অভিযোগে তাকে গ্রেপ্তার করে হয়েছিল।

এও অভিযোগ উঠেছে যে, বিধান কুমার ভৌমিক অর্থাৎ প্রতিমা ভৌমিকের খুড়তুতো ভাই বেআইনিভাবে বাংলাদেশ গিয়ে বিয়ে করেছিলেন। নিজের নাম পাল্টে ২০০১ সালে তিনি মিজানুর রহমান নামে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। বাংলাদেশের আঁখি বেগমকে বিয়ে করে, সেখানে প্রায়

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিয়োগপত্র প্রদান অনুষ্ঠান

যোগ্য মানব সম্পদের অভাব পূরণে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ নভেম্বর: রাজ্যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নে কোনও ধরনের আপোষ করা হচ্ছে না। এসবক্ষেত্রে যাতে যোগ্য মানবসম্পদের অভাব না হয় তারজন্য সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ডাই-ইন-হারনেস সহ রাজ্যে আজ পর্যন্ত ২০ হাজার ১৮১ জনকে বিভিন্ন দপ্তরে চাকরি দেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে শিক্ষা দপ্তরেই ৬ হাজার ১৯৮ জনকে পি.জি.টি., জি.টি. এবং ইউ.জি.টি. হিসেবে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছে। কারণ বর্তমান সরকারের লক্ষ্য ছাত্রছাত্রীরা যাতে গুণগতমান সম্পন্ন শিক্ষা পায়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ছাত্রছাত্রী বান্ধব শিক্ষার পরিবেশ গড়ে উঠে। আজ মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে ফিজিক্যাল এডুকেশন টিচার এবং স্পেশাল এডুকেটরদের মধ্যে নিয়োগপত্র প্রদান অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। উল্লেখ্য, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অধীনে ১০২ জনকে ফিজিক্যাল এডুকেশন টিচার এবং ৫৫ জন স্পেশাল এডুকেটরদের নিয়োগপত্র প্রদান করা হয়। প্রতীকী হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী কয়েকজনের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেন।

অনুষ্ঠানে আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বলেন, বর্তমান সরকার প্রথম থেকেই স্বচ্ছতার মাধ্যমে সরকারি চাকরিতে নিয়োগ প্রক্রিয়া জারি রেখেছে। এখন কেউ বলতে পারবে না রাজনৈতিক পরিচিতি ছাড়া চাকরি হয় না। যোগ্যতা থাকলে অবশ্যই চাকরি পাওয়া সম্ভব। আজ যারা নিয়োগপত্র পেয়েছে তাদের শারীরিক হাবভাবই বলে দেয় যে তারা এই চাকরির যোগ্য প্রার্থী। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, আজকের এই দিনটি চাকরি প্রাপক নিজের এবং তার পরিবারের সকলের জন্য একটি আনন্দের দিন। যা সারা জীবন মনে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাবালিকা অপহরণ কাণ্ডে বাবা, ছেলে গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ নভেম্বর।। সোনামুড়া থানা এলাকায় নাবালিকা অপহরণ কাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে বাবা---ছেলেকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ওই ঘটনা জানাজানি হতেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। আজ তাদের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে সোপর্দ করা হবে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত ১৭ নভেম্বর সোনামুড়া থানা এলাকার এক নাবালিকাকে অপহরণের অভিযোগ দায়ের হয়। তদন্তে নামেই অভিযুক্তদের খোঁজ মিললে, খেদাবাড়ি এলাকার বাসিন্দা রানা দাস এবং তার বাবা সুমন্ত দাসকে রবিবার রাতে অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করে পুলিশ।

অভিযোগ অনুযায়ী, পরিকল্পিতভাবে নাবালিকাকে বাড়ি থেকে প্রলুব্ধ করে নিয়ে যাওয়া হয়। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে সোনামুড়া থানা পুলিশ তাদের গ্রেফতার করেছে।

পুলিশ জানায়, ধৃতদের বিরুদ্ধে অপহরণসহ প্রযোজ্য ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। এ ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। অভিযুক্তদের দ্রুত শাস্তির দাবি উঠছে বিভিন্ন মহল থেকে।

হেরোইন সহ আটক মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ নভেম্বর।।গোপন সূত্রে প্রাপ্ত খবরের ভিত্তিতে কৃষ্ণনগর এলাকায় অভিযান চালিয়ে নেশা কারবারে যুক্ত এক মহিলাকে আটক করল পশ্চিম থানার পুলিশ। ধৃত মহিলার নাম মাধুরী দেববর্মা। তার কাছ থেকে মোট ৯ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরেই রামনগর সংলগ্ন এলাকায় মাধুরী দেববর্মা নেশা ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত বলে অভিযোগ ছিল। গোপন নজরদারির পর সোমবার রাতে বিশেষ অভিযানে তাকে আটক করা হয়। আজ ধৃত মহিলাকে আদালতে পেশ করা হবে। তদন্তের স্বার্থে তার পুলিশ রিমান্ডের আবেদন জানানো হবে বলে জানিয়েছে পশ্চিম থানার ওসি।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, নেশা কারবারের সঙ্গে যুক্ত আরও কারা রয়েছে, তা জানতেই জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হবে এবং বৃহত্তর চক্রকে ধরার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

ব্রজেন্দ্রনগর সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে আহত পাচারকারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ নভেম্বর।। সোমবার সকাল প্রায় ১০টা ২৫ মিনিটে উত্তর ত্রিপুরার ব্রজেন্দ্রনগর এলাকায় ভারত—বাংলাদেশ সীমান্তে পাচার রোধে অভিযান চালানোর সময় বিএসএফের গুলিতে আহত হন এক ভারতীয় যুবক। ঘটনাটি ঘটে ৯৭ ব্যাটালিয়নের সি—কোম্পানির অন্তর্গত ব্রজেন্দ্রনগর বিওপি এলাকার বিএফএল নং ১৩৮—১৩৯ এবং গেট নং—১০-এর কাছে।

আহত যুবকের নাম আকাশ দাস (২৭)। সে অগ্নিপাসা গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা এবং মৃত গোপাল দাসের পুত্র। অভিযোগ, সীমান্তের কাঁটাতার কেটে বাংলাদেশে মালপত্র পাচারের চেষ্টা করার সময় কর্তব্যরত বিএসএফ জওয়ানরা তাকে দেখতে পেয়ে বাধা দেন। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে নিয়ন্ত্রণে আনতে জওয়ানরা এক রাউন্ড গুলি ছোড়েন, যা আকাশ দাসের পেটে লাগে বলে জানা গেছে।

আহত অবস্থায় তাকে দ্রুত ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

২৭২ জন স্বনামধন্য নাগরিকের বিবৃত প্রসঙ্গে

বিজেপি সরকারকে তীব্র আক্রমণ আশীষের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ নভেম্বর।। দেশের রাজনৈতিক আলোচনায় ব্যাপক চর্চার সৃষ্টি করেছে ১৯ নভেম্বর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সরকারি পদে দায়িত্ব পালন করা ২৭২ জন নাগরিকের স্বাক্ষরিত বিবৃতি। এই বিবৃতিকে কেন্দ্র করে দেশবাসীর মধ্যে প্রশ্ন উঠেছে বিবৃতির উদ্দেশ্য, সময় এবং অন্তর্নিহিত রাজনৈতিক বার্তা নিয়ে।

এদিন এক প্রেস বিবৃতিতে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা অভিযোগ করেন, এই বিবৃতিটি দেশের বর্তমান শাসকদলের দীর্ঘ ১১ বছরের প্রচার কৌশলেরই অনুকরণ। তিনি দাবি করেন, সরকারি প্রচার মাধ্যম, কর্পোরেট মালিকানাধীন কিছু সংবাদমাধ্যম এবং আইটি সেলের সহযোগিতায় যে বিভ্রান্তিকর বার্তা ছড়ানো হয়২৭২ জনের বিবৃতি তার পুনরাবৃত্তি ছাড়া কিছু নয়।

আশীষ সাহা অভিযোগ করেন, ২০১৪ সালের পর দেশজুড়ে অনুষ্ঠিত বহু নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগ সামনে এসেছে। তিনি জানান নির্ভুল ভোটার তালিকার অভাব, নির্বাচনী প্রচারে নিয়মভঙ্গ, শাসকদলের নেতাদের ঘৃণা-প্রচার, নির্বাচনে জাল ভোট, ভোটার অতিরিক্ততা, বহিরাগত ও বিদেশিদের ভোটদানের অভিযোগ, নির্বাচনী দিনের ভিডিও প্রকাশে অনীহা।

এসব অভিযোগ দেশবাসীর সামনে বহুবার এসেছে, কিন্তু নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গভীর রাতে বন্দুক সহ আটক ৪

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৪ নভেম্বর।। গভীর রাতে বন্দুক সহ চার সন্দেহজনক যুবককে আটক করে গ্রামবাসীরা। ঘটনা কৈলাসহরের তিলকপুর গ্রামে। এই ঘটনায় গোটা কৈলাসহরে তীব্র আতঙ্ক বিরাজ করছে।

উল্লেখ্য, কৈলাসহরের গোলধারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে থাকা তিলকপুর গ্রামে ইদানীং কালে প্রায় প্রতিদিন রাতে চুরি হচ্ছে। এই চুরির ফলে গোটা তিলকপুর গ্রামের মানুষের মধ্যে তীব্র আতংক বিরাজ করছিলো। গ্রামবাসী সহ গোলধারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে কয়েকবার কৈলাসহর থানায় লিখিত ভাবে এবং মৌখিক ভাবে অভিযোগ জানানোর পরও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

Page 1.pmd 1 25-11-2025, 01:08

জাগরণ
আগরতলা,২৫ নভেম্বর,২০২৫ ইং
৮ অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

নারীদের সামাজিক সুরক্ষা জরুরী

সমাজে নারী নির্য্যাতন ও ধর্ষণের ঘটনা দিনের পর দিন বাড়িতেছে। নারীদের সুরক্ষিত রাখিবার জন্য কঠোর আইনী ব্যবস্থা থাকিলেও সেগুলির সঠিক বাস্তবায়ন নিয়া প্রশ্ন উঠিয়াছে। বিচারব্যবস্থায় এসব ক্ষেত্রে অহেতুক বিলম্ব হওয়ার বিষয়টি খুবই উদ্বেগজনক। নারী নির্য্যাতন ও নারীঘটিত মামলা গুলির দ্রুত নিষ্পত্তি হইলে দোষীরা শাস্তির আওতায় আসিতে বাধ্য। অথচ লক্ষণীয় বিষয় হইল নারী গঠিত মামলা গুলির নিষ্পত্তি হইতে সময় অপেক্ষাকৃত অনেক বেশি লাগিতেছে। স্বাভাবিক কারণেই সাজার হার তুলনা মূলকভাবে অনেক কম। এর একটি বিহিত হওয়া খুবই জরুরী।কান পাতিলে শুধুই চারিদিকে ধর্ষণ, শ্লীলতাহানি, নারী নির্য্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শোনা যাইতেছে। অথচ ভারতে নারীকে দেবীরূপে পুজো করা হয়। বর্তমানে কলকাতার আরজি কর হাসপাতালে পড়ুয়া তরুণীর ধর্ষণ-খুন মামলায় বিচার চেয়ে গোটা গোটা দেশ পথে নামিয়াছে। মামলাটি সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন। আগামী ৯ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্টে এই মামলার শুনানি হইবে।গোটা দেশেই এখন যেন এসব নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। গত মাসেই বাংলা, দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ সহ বিভিন্ন রাজ্যে লাগাতার নারী নির্য্যাতন, ধর্ষণের মতো ঘটনা ঘটিয়াছে। প্রতিটিতেই অভিযোগ আইনি গাফিলতি নিয়া। সেই একই কথা বলিয়াছে এনসিআরবি-র পরিসংখ্যানও।পরিসংখ্যান বলিতেছে, ধর্ষণের অভিযোগগুলি আইনের আওতায় গেলেও তাহার নিষ্পত্তিতে লাগিয়া যায় অনেক সময়। এমনকী অপরাধের জন্য কড়া শাস্তির বিধান থাকিলেও ৭০ শতাংশ অভিযুক্তই প্রমাণের অভাবে ছাড় পাইয়া যায় শাস্তির হাত থেকে। পরিসংখ্যান অনুসারে, ২০২২ সালে গোটা দেশে ১,৯৮,২৮৫ টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটিলেও তাহার মধ্যে মাত্র ১৮, ৫১৭ টির বিচার প্রক্রিয়া শেষ হইয়াছে বেশ কয়েক বছর পর। সাজাপ্রাপ্তের শতকরা হার ২৭.৪ ।নারী নির্য্যাতনের ঘটনায় সব রাজ্যকেই হার মানায় দিল্লির সংখ্যা, মেয়েদের বিরুদ্ধে হওয়া অপরাধে এখনও দেশের শীর্ষে অবস্থান রাজধানীর। এর পরেই রহিয়ায়েছে হরিয়ানা, রাজস্থান, ওড়িশা, তেলেঙ্গানা। যদিও এ ধরনের ঘটনার নিরিখে মেয়েরা অনেক বেশি সুরক্ষিত বা কম অত্যাচারিত নাগাল্যান্ড, মিজোরামের মতো উত্তর-পূর্ব ভারতের ছোট রাজ্যগুলিতে।এ বিষয়ে এনসিআরবি-র তথ্য বলছে, এদেশে ধর্ষণ বা নারীদের বিরুদ্ধে অপরাধের সংখ্যাটা রীতিমত ভয় ধরানোর মতো। তার থেকেও বেশি উদ্বেগজনক এই ধরনের মামলাগুলিতে নিস্পত্তির হার। বেশিভাগ ক্ষেত্রেই খালি হাতেই ফিরিতে হয় অভিযোগকারিণীকে। শুনলে অবাক হতে হয়, তথ্যগুলি ২০২২ সালের এক পরিসংখ্যান অনুসারে গোটা ভারতে প্রতি দেড় হাজার মহিলার মধ্যে অন্তত একজন কোনও-না-কোনও অপরাধের শিকার। এক লক্ষ মহিলার মধ্যে প্রায় ৬৭ জনকে কোনও-না-কোনও অপরাধের শিকার হইতে হইয়াছে। নারী নির্য্যাতন ও ধর্ষণ মামলায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দ্রুত কঠোর আইনে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে না পারিলে এই অপরাধ প্রবণতা দিনের পর দিন আরও বৃদ্ধি পাইবে তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। নারী সমাজকে অপরাধ প্রবণতার হাত হইতে রক্ষা করিতে হইলে একদিকে যেমন আইনে কঠোর পদক্ষেপ কার্যকর করিতে হইবে অন্যদিকে সমাজের সচেতন মহলকে নারীদের রক্ষার জন্য আরও অগ্রণী ভূমিকা পালন করিতে হইবে। কেননা শুধুমাত্র আইন প্রয়োগ করিয়া নারীদের অধিকার সুরক্ষা করা কোনদিনই সম্ভব হইবে না। এজন্য সামাজিক সুরক্ষা সবচাইতে বড় উপায় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করিতে পারিলেই সমাজে নারীদের অধিকার সুরক্ষিত হইবে এবং নারীরা ধর্ষণ নির্য্যাতন সহ নানা অপরাধের হাত হইতে রক্ষা পাইবে।

উপন্যাস মানেই 'সিনেমাটোগ্রাফি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গল্প

প্রদীপ মারিক

শরৎচন্দ্রের ছিল মাছ ধরার নেশা। বর্মার পেগুতে থাকাকালীন তিনি প্রায়ই যেতেন মাছ ধরতে। একদিন পুকুরঘাটে গিয়ে দেখলেন, এক সাহেব বেশ তরিবত করে মাছ ধরতে বসেছেন। এদিকে অল্প সময়ের মধ্যেই শরৎচন্দ্র ধরে ফেললেন একখানা বড় মাছ। তা দেখে ওই সাহেব স্পষ্ট বাংলায় শরৎচন্দ্রের মাছ ধরার তারিফ করে নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ করতে লাগলেন। সুদূর পেগুতে সাহেবের মুখে বাংলা শুনে শরৎচন্দ্র তো অবাক। পরে জেনেছিলেন, সাহেব অনেকদিন কলকাতায় ছিলেন, সেখানেই বাংলা শেখেন। কথায় কথায় সাহেব জানালেন, আজ মাছ নিয়ে বাড়ি না ঢুকলে মেমসাহেব তাকে আস্ত রাখবেন না। কারণ, প্রচুর টাকা খরচ করে তিনি রেঙ্গুন থেকে পেন্ড এসেছেন স্রেফ মাছ ধরার নেশায়। এখন যদি একটাও মাছ নিয়ে যেতে না পারেন, তা হলে লজ্জার কথা। সব শুনে শরৎচন্দ্র হেসে বললেন, "আপনি কিছু মনে করবেন না, আমার মাছটি নিয়ে যান।" পেন্ডর বিখ্যাত শিকারি মিস্টার ম্যাখামের সঙ্গে শরৎচন্দ্র মাঝে মাঝেই শিকারে বের হতেন। পরিবার, বন্ধু, কাউকে কিছু না জানিয়ে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বর্মা বর্তমান মায়ানমার পাড়ি। দিয়েছিলেন। কিন্তু জাহাজ বর্মার রাজধানী রেঙ্গুনে ঢোকার আগেই তাঁকে যেতে হল "কোয়ারান্টিন"-এ। সেই সময় কোনও বন্দরে সংক্রামক ব্যাধি দেখা দিলে সেখান থেকে জাহাজ অন্য বন্দরে প্রবেশের আগে জাহাজকে বন্দর থেকে কিছুটা দূরে অন্য এক জায়গায় কয়েকদিন রাখা হত। একেই বলা হয় কোয়ারান্টিন। রেঙ্গুন তখন প্লেগে ভয়ংকর বিপর্যস্ত। বর্মার সাহেবসুবোরা ধরেই নিয়েছিল, প্লেগ ছড়িয়েছে তৎকালীন বম্বের বন্দরে জাহাজে যে কুলিরা কাজ করে তাদের থেকে। রেঙ্গুন ঢোকার আগেই কুলি আর ডেকের অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে শরৎচন্দ্রও গেলেন আটকে। এক জঙ্গলঘেরা জায়গায় কাটালেন সাতদিন। অবশেষে ঢোকা গেল রেঙ্গুন শহরে। হাত একেবারে খালি। সে সময় রেঙ্গুন শহরে একটিমাত্র বাঙালি হোটেল- "দাদাঠাকুরের হোটেল"। সেখানে থেকেই শরৎচন্দ্র তাঁর মেসোমশাই অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ঠিকানা জেনে শেষমেশ পৌঁছলেন তাঁর কাছে। অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন রেঙ্গুনের নামকরা উকিল। শরৎচন্দ্র সাতদিন আটকে ছিলেন শুনে মেসোমশাই বললেন, "তুই আমার নাম করতে পারলি না? আমার নাম করে কত লোক পার হয়ে যায়, আর তুই পড়ে ছিলিস কোয়ারান্টিনে!" বর্মি ভাষা শিখে শরৎচন্দ্র যদি বর্মায় ওকালতি করে, তা হলে তাঁকে আর ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে হবে না, এ কথা শরতের পিতা মতিলাল চট্টোপাধ্যায়কে অঘোরবাবু আগেই জানিয়েছিলেন। কিন্তু শরতের আর বড় উকিল হওয়া হল না। কারণ, তিনি বর্মি ভাষার পরীক্ষাতেই পাশ করতে পারলেন না। শোনা যায়, প্রণয়ঘটিত ব্যর্থতার যন্ত্রণা ভুলতে প্রথম জীবনে হাতে পয়সা পেলেই শরৎচন্দ্র বেজায় মদপান করতেন। মাঝে মদ খেয়ে বেহুঁশও দেবদাস হয়ে পড়তেন। তার বিখ্যাত উপন্যাস সৃষ্টির প্রেরণা পেলেন এই বার্মা থেকে। তিনি পতিতালয়ে গিয়েও অসুস্থ মেয়েদের চিকিৎসা করতেন।

একবার একটা মেয়ের কাছে গিয়ে দেখলেন তার বসন্ত রোগ হয়েছে। তা দেখে বন্ধুরা সকলে পালিয়ে গেলেও শরৎচন্দ্র কিন্তু পালালেন না। পয়সা খরচ করে ডাক্তার ডাকলেন, মেয়েটির চিকিৎসা করালেন। এতকিছু করা সত্ত্বেও মেয়েটি বাঁচল না। শরৎচন্দ্র তাঁর সৎকারও করেছিলেন। "দেবদাস" উপন্যাসের তৎকালীন ব্রাহ্মণ জমিদার বংশের সন্তান, পার্বতী বা পারু এক সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। বাংলার তালসোনাপুর গ্রামে এই দুই পরিবারের পাশাপাশি বাস। ছোটবেলা থেকেই দেবদাস ও পার্বতীর বন্ধুত্ব, যা পরবর্তীতে প্রেমের রূপ নেয়। দেবদাস বয়সে পার্বতীর চেয়ে কিছু বড়। দেবদাস ও পার্বতী একে অপরকে "পারু" ও "দেবদা" বলে ডাকে। বিদ্যালয়ে পড়াশোনা থেকে পুকুরে মাছ ধরা পর্যন্ত প্রত্যেকটি কাজই তারা একসঙ্গে করত। পার্বতী কিছু ভুল করলে দেবদাস তাকে মারতো, তবুও এদের সম্পর্ক বন্ধুর মতোই ছিল। পারুর বিয়ে হয়ে গেলে দেবদাস মর্মাহত হয়। শীঘ্র আসন্ন মৃত্যুর কথা অনুভব করতে পেরে দেবদাস, পারুকে দেওয়া তার পূর্বের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করতে হাতিপোতা গ্রামে পার্বতীর কাছে রওনা হয়। পার্বতীর বাড়ির সামনে পৌঁছে, এক অন্ধকার শীতের রাতে শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে দেবদাসের মৃত্যু হয়। দেবদাসের মৃত্যুর খবর শুনে পার্বতী সেখানে ছুটে যায়, কিন্তু সেখানে পৌঁছনোর আগেই, বাড়ির লোকজন তাকে বাড়ির চৌকাঠ অতিক্রম করতে দেয় না। শরৎচন্দ্র তাঁর অন্যান্য অনেক উপন্যাসগুলির মতো এটিতেও তৎকালীন বঙ্গসমাজের নিষ্ঠুরতার চিত্র কঠোরভাবে তুলে ধরেছেন, যে সমাজব্যবস্থা এক সত্যিকারের প্রেমের শুভ পরিণতির এক বৃহৎ বাধা হয়ে দাঁড়ায়। রেঙ্গুনে থাকার সময় দাড়ি রেখেছিলেন। ঘন ঘন সিগারেট খেতেন। খেলতেন দাবা। জীবনচর্চায় ছিল ফরাসি বোহেমিয়ানিজমের প্রভাব। তখন তাঁর গুরু ফরাসি সাহিত্যিক এমিল জোলা। আপাত সামাজিক শরৎচন্দ্রের মধ্যে বাস করতেন নির্লিপ্ত, বাসনাশূন্য, সংসার বিবাগী আরেক শরৎচন্দ্র। তাঁর উপন্যাসগুলো গভীরভাবে পাঠ করলেই সেই মানুষটির ছায়া চোখে পড়বে। প্রথম জীবনেও তাঁর মতিগতি ছিল কিছুটা ছন্নছাড়া। এই সময়কালেই তিনি খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন দরিদ্র, লাঞ্ছিত, ধর্ম আর জাতপাতের বেড়ায় খণ্ডিত ভারতবর্ষের আসল চেহারা। পরবর্তীতে তাঁর দু'জনা আত্মজীবনীমূলক রচনা "শ্রীকান্ত" সহ একাধিক মহৎ, উপন্যাসে যার ছায়াপাত দেখা যাবে। ১৯২৭ সালে শরৎচন্দ্রের

> শরৎচন্দ্রের উপন্যাস বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। সব থেকে নিপুণ হাতে লেখার মধ্যে। শিল্পের সবচেয়ে বড় মাধ্যম হল চলচিত্র। আর চলচ্চিত্রের মূল হাতিয়ার হল গল্প। আর সাহিত্য নির্ভর চলচ্চিত্র মানেই শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর লেখার মধ্যেই পাঠকরা খুঁজে পেতে এক ছবি অর্থাৎ সিনেমাটোগ্রাফি।

বিখ্যাত উপন্যাস 'পথের দাবি'কে ব্রিটিশবিরোধী বিপ্লব ও বিপ্লবীদের উস্কে দেওয়ার অভিযোগে সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। শরৎচন্দ্র তখন রবীন্দ্রনাথকে তাঁর পাশে চেয়েছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তা করেননি। তিনি শরৎচন্দ্রকে জানান, বইখানি উত্তেজক এবং পাঠকমনকে অগ্রসর করে তোলে। শরৎচন্দ্র ভেবেছিলেন তাঁর উপন্যাস নিষিদ্ধ করার বিরুদ্ধে নোবেলবিজয়ী কবিকে তাঁর পাশে পাবেন। কিন্তু পাননি। এতে শরৎচন্দ্র বিস্মিত হন, খুব আঘাত পান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'জন মহৎ গুণী, জনপ্রিয় লেখককে আরও মহৎ, আরও বড় করে দেখাতেই ডি লিট ডিগ্রি প্রদান করেছে। রবীন্দ্রনাথ কবি হিসেবে বিশ্বকবি ও নোবেল খ্যাত আর শরৎচন্দ্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী কথাসাহিত্যিক হিসেবে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৩১ ভাগ্র, ১২৮৩ (১৮৭৬ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর) হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে এখ দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৯২ সালে দারিদ্রের কারণে স্কুলের ফি দিতে না পারার কারণে তাঁকে এই বিদ্যালয়ও ত্যাগ করতে হয়। এই সময় তিনি "কাশীনাথ" ও "ব্রহ্মদৈত্য" নামে দুটি গল্প লেখেন। ১৮৯৩ সালে মতিলাল পুনরায় রে ভাগলপুর ফিরে গেলে প্রতিবেশী সাহিত্যিক ভাস তথা তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজিয়েট স্কুলের কে শিক্ষক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় শিক্ষালাভের চন্দ্র প্রতি শরৎচন্দ্রের আগ্রহ লক্ষ করে তাঁকে তাঁর লয় বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেন। এই বিদ্যালয় থেকে ১৮৯৪ সালে দ্বিতীয় বিভাগে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করে তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজে ভর্তিহন। বাংলা কথাসাহিত্যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮) অপরাজেয় কথাসাহিত্যিক হিসেবে পরিচিত। যে কোনও সময়ের বিবেচনায় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বর্তমানে সবচেয়ে জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক। তিনি ছোটগল্প ও উপন্যাস রচনায় যে দক্ষতা দেখিয়েছেন, তা আর কোনও ঔপন্যাসিক দেখাতে পারেননি। তার বেশির ভাগ গল্প ও উপন্যাস পারিবারিক ও সামাজিক বিষয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। শরৎ এ যুগের সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখক। তিনি উপন্যাস ও গল্প লিখে পাঠকের কাছে অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গল্প-উপন্যাসগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে "বড়দিদি", "বিরাজবৌ", "বিন্দুর ছেলে", "পরিণীতা", "পণ্ডিতমশাই", "মেজদিদি, "পল্লীসমাজ", "চন্দ্রনাথ", "বৈকুন্ঠের উইল", "অরক্ষণীয়া", "শ্রীকান্ত", "দেবদাস", "নিষ্কৃতী", "কাশীনাথ", "চরিত্রহীন", "স্বামী", "দত্তা", "ছবি", "গৃহদাহ", "দেনাপাওনা", "পথের দাবি", "শেষ প্রশ্ন", "বিপ্রদাস" ইত্যাদি। এ সমস্ত গল্প-উপন্যাসের কাহিনি প্রায়ই পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশে গড়ে উঠেছে। শরতের আগে আমরা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অনেক উপন্যাস পেয়েছি। যেগুলো হয় ঐতিহাসিক, না হয় রোমান্সধর্মী ছিল। শরৎ বঙ্কিমের পথে সাহিত্য রচনা করেননি। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, ইতিহাস আর রোমান্সের সঙ্গে পারিবারিক এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজনীয়তাকে। তিনি বাস্তব পরিবেশে চিন্তা-ভাবনা করে মানুষের জীবনের সাথে জড়িয়ে আছে এমন বিষয়গুলোকে কথাসাহিত্যে তুলে এনেছেন। শরৎ সত্য ও জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষ? যেমন নির্বাচন ও নির্মাণের ক্ষেত্রে তিনি সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। সমাজের অবহেলিত, নিম্নবিত্তের নারী চরিত্রকে সাহিত্যে স্থান দিয়েছেন। এইসব চরিত্রের মনের সত্য কথাকে তিনি অসাধারণ শিল্পকুশলতায় সাহিত্যে স্থান দিয়েছেন। "সবার উপরে মানুষ উপরে নাই" চণ্ডীদাসের এই তাঁর সাহিত্যকর্মে ফুটিয়ে মানুষই সত্য, মানুষের প্রেম সত্য, এই সত্যগুলোকে তিনি সাহিত্যে শিল্পরূপ দান করেছেন। প্রেমের বিচিত্র তিনি অসাধারণ শিল্পকুশলতার বাঙালি সমাজ এক সময় সং প্রেমের স্বাভাবিক প্রকাশ সমাজেরও সত্য তাহার ভগ্নি উক্তিটি শরৎচন্দ্র কবি তুলেছেন। দ্বী জীবন সত্য- ১৩ রহস্য বিশ্লেষণে নার পরিচয় দিয়েছে। রে কীর্ণ ছিল। প্রেমের স্বাভাবিক প্রকাশ সমাজে সহজ ছিল না বিশেষ করে নারী চরিত্রের প্রেমবিকাশের সুযোগ সমাজে খুব কমই ছিল। "গৃহদাহ" উপন্যাসে দেখা যায় যে, অচলা স্বামী মহিমকে ভালোবাসে। আবার স্বামীর বন্ধু সুরেশকেও ভালোবাসে। ফলে কোনদিকে যাবে অচলা নামের নারী চরিত্রটি। বেশিদিন প্রেমের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে রাখতে পারেনি। একদিন অচলা স্বামীকে ছেড়ে সুরেশের সঙ্গে অজানার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ে। ঔপন্যাসিক এই উপন্যাসে দেখিয়েছেন যে, নারীর ভালোবাসা দিকদর্শন যন্ত্রের মতো সব সময় যে, স্বামীর দিকে নিবেদিত থাকবে, তা নয়। যার প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হবে, নারী তার দিকেই ধাবিত হবেন। এটাই শরৎ সাহিত্যের আসল কথা। তাই শরৎ সাহিত্য আমাদের নিকট এত জনপ্রিয়। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের সংখ্যা কম নয়। তবে যে গ্রন্থগুলো প্রতিনিধিত্ব করে তা হল "চরিত্রহীন", "শ্রীকান্ত" ও "গৃহদাহ"। "চরিত্রহীন" উপন্যাসে দেখানো হয়েছে সতীশ-সাবিত্রী, উপেন্দ্র-দিবাকর-কিরণময়ী চরিত্রগুলো কীভাবে সমাজের প্রচলিত বিধানের বাইরে নিজেদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তুলেছে এবং এ সব নর-নারীর প্রেমের বিকাশ ও বিশ্লেষণ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর "চরিত্রহীন" উপন্যাসে দেখিয়েছেন। ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় "চরিত্রহীন" উপন্যাস সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, "চরিত্রহীন বঙ্গ-উপন্যাস সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।" মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসাকে প্রধান উপাদান হিসেবে রূপায়িত করে শরৎচন্দ্র সাহিত্যে নর-নারীর চরিত্র নির্মাণ করেছেন। তাই তাঁর সাহিত্য অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর লেখনীতে দেখালেন উচ্চশ্রেণি সমাজপতিরা শোষক ও অত্যাচারী তো বটেই, নিম্নশ্রেণির সাধারণ মানুষও নানা দোষে দোষী। রমেশ এই সমাজের পরিবর্তন করতে চায়। উপযুক্ত বিষয়ের আলোচনা- পর্যালোচনার মাধ্যমে দেখা যায় যে, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর সাহিত্যকর্মে মানুষের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ প্রেমকে রূপায়িত করেছেন। বিবাহিত বা অবিবাহিত হোক, বিধবা কিংবা সধবা হোক, যে কোনও সময় ও যে কোনও বয়সেই মানুষের জীবনে প্রেম আসতে পারে। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় সমাজনিষিদ্ধ প্রেমে কীভাবে মানুষ জড়িয়ে পড়ে এবং প্রেমকে সফল পরিণতির দিকে নিয়ে যায়, এই বিষয়গুলো শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর গল্প ও উপন্যাসে উপস্থাপন করেছেন। তাই সার্বিক বিচার-বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, শরৎচন্দ্রের উপন্যাস বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। সব থেকে নিপুণ হাতে লেখার মধ্যে। শিল্পের সবচেয়ে বড় মাধ্যম হল চলচ্চিত্র। আর চলচ্চিত্রের মূল হাতিয়ার হল গল্প। আর সাহিত্য নির্ভর চলচ্চিত্র মানেই শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর লেখার মঞ্চেই পাঠকরা খুঁজে পেত এক ছবি অর্থাৎ সিনেমাটোগ্রাফি। চলচ্চিত্র নির্মাতারা শরৎ সাহিত্য নিলেই সামাজিক এবং অবশ্যই বাণিজ্যিক ভাবে সফলতার মুখ দেখত।

(সৌজন্যে- দৈনিক স্টেটসম্যান)

সাহিত্যকে চলচ্চিত্রে আনার কান্ডারি

শিশিরকুমার ভাদুড়ি একাধারে নট, নাট্যাচার্য, প্রয়োগকর্তা। এঁর এই পরিচয়ই আমরা জানি। এখনও তিনি প্রাসঙ্গিক নাটক-সংক্রান্ত যে কোনও আলোচনায়। কিন্তু তিনি যে এক জন চলচ্চিত্র পরিচালক ও অভিনেতাও ছিলেন, সে বিষয়ে আমাদের জানাশোনা নেহাতই সীমিত। ১৯২১ সালের শেষে ম্যাডান কোম্পানিতে "আলমগীর" অভিনয় দিয়ে শিশিরকুমারের সাধারণ রঙ্গালয়ে প্রবেশ। "আলমগীর"-এর সাফল্যে ম্যাডান কোম্পানির মালিক জামশেদজি ম্যাডান শিশিরকুমারকে চলচ্চিত্র পরিচালনার জন্য আমন্ত্রণ জানান। এই ম্যাডান কোম্পানিই প্রথম নির্বাক কাহিনিচিত্র "বিল্বমঙ্গল" (১৯১৯) আর প্রথম বাংলা সবাক ছবি "জামাইষষ্ঠী"র (১৯৩১) নির্মাতা। টালিগঞ্জ অঞ্চলে যেখানে ইন্দ্রপুরী স্টুডিয়ো, সেখানেই ম্যাডানদের স্টুডিয়োতে শিশিরকুমার দুটো নির্বাক ছবি পরিচালনা করেন, "মোহিনী" আর "একাদশী"। প্রধান অভিনেতাও ছিলেন তিনি। ১৯২২ সালের ২ সেপ্টেম্বর কর্ণওয়ালিস থিয়েটারে সেই ছবি মুক্তি পায়। পরে ম্যাডানদের হয়ে "কমলে কামিনী" বলে আরও একটা নির্বাক ছবি পরিচালনা করেন যা ১৯২৪-এ মুক্তি পায়। শিশিরকুমার যখন ছবি পরিচালনা করছেন সে সময়ে বিদ্যুত সহজলভ্য ছিল না। সেট তৈরি করে ইন্ডোর শুটিং হত। দিনের আলো থাকতে থাকতে শেষ করতে হত শুটিং। যে কারণে অল্প কিছু সময়ের মধ্যে ম্যাডানদের থিয়েটার থেকে বেরিয়ে এসে নিজের নাটকের দল করেছিলেন, ম্যাডানদের চলচ্চিত্র কোম্পানির সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক একই কারণে বেশি দিন স্থায়ী হয়নি।

ক্যামেরাম্যান ননী স্যান্যাল, নটশেখর নরেশচন্দ্র মিত্রকে নিয়ে শিশিরকুমার তৈরি করলেন তাজমহল ফিল্ম কোম্পানি। এর স্টুডিয়োতে তৈরি হল দমদম রোড আর নাগেরবাজার রোডের সংযোগস্থলে। প্রধান পৃষ্ঠপোষক হলেন ব্যারিস্টার বি কে ঘোষ। তৈরি হল সিনেমায় পুরোপুরি বাঙালি প্রতিষ্ঠান। বাঙালি প্রতিষ্ঠানের আবেগে অনেকেই ম্যাডানদের চাকরি ছেড়ে তাজমহল ফিল্ম কোম্পানিতে যোগ দিলেন। ম্যাডানদের সিনেমায় টাইটেল লিখতেন দুর্গাদাস। তিনিও যোগ দিলেন তাজমহল কোম্পানিতে। এই দুর্গাদাসই পরবর্তী কালের বিখ্যাত অভিনেতা দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। তাজমহল ফিল্ম কোম্পানির প্রথম ছবি শরতচন্দ্রের "আঁধারে আলো"। শিশিরকুমারের উপর পরিচালনার দায়িত্ব। অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন নরেশচন্দ্র মিত্র, যোগেশ চৌধুরী, দুর্গারাণী। এই ছবিতে একটা ছোট ভূমিকা ছিল দুর্গাদাসেরও। শিশিরকুমারের উপর পরিচালনার দায়িত্ব থাকলেও পর্দায় পরিচালক হিসেবে নাম ছিল শিশিরকুমার আর নরেশ মিত্রের। আসলে একটা দুর্ঘটনার কারণে ছবির প্রথমার্ধের পর শিশিরকুমার আর পরিচালনা করতে পারেননি, ফলে শেষটুকু নরেশ মিত্র পরিচালনা করেন। তাজমহল ফিল্ম কোম্পানি শুরুতে একটা বাসে করে আর্টিস্ট আর টেকনিশিয়ানদের স্টুডিয়োতে নিয়ে আসত, আবার দিনশেষে পৌঁছে দিত সেই বাসে করে। "আঁধারে আলো"-র শুটিং যখন মধ্যপথে, তখন বাসটি দুর্ঘটনায় পড়ে। শিশিরকুমার যথেষ্ট আঘাত পেয়ে কিছু দিন শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে ছিলেন। "আঁধারে আলো" ছিল প্রথম কোনও শরত-কাহিনির চিত্ররূপ। অন্যান্য চিত্রনির্মাতা যখন পৌরাণিক কাহিনি, সামাজিক প্রহসন নিয়ে ব্যস্ত, শিশিরকুমার অনুভব করেছিলেন শরতচন্দ্রের কাহিনির জনপ্রিয়তা আর সাহিত্যগুণকে চলচ্চিত্রে নিয়ে আসা প্রয়োজন। মূল ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন শিশিরকুমার নিজে, নরেশ মিত্র, দুর্গারাণী। ছবিটি ১৯২২ সালে রসা থিয়েটারে মুক্তি পায়।

শিশিরকুমার ১৯২৯ সাল নাগাদ রবীন্দ্রনাথের "বিচারক" গল্পের চিত্ররূপ দিয়েছিলেন। ইস্টার্ন ফিল্ম সিন্ডিকেট এটি প্রযোজনা করে। অভিনয় করেছিলেন শিশিরকুমার, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, যোগেশ চৌধুরী, কঙ্কাবতী, শেফালিকা ও আরও অনেকে। অভিনেতাদের সকলেই ছিলেন শিশিরকুমারের নাট্যদলের সদস্য। ছবিখানি প্রথমে সেন্সর বোর্ড অশ্লীলতার কারণ দেখিয়ে আটকে দিয়েছিল। পরে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে ১৯৩২ সালে লিবার্টি সিনেমায় মুক্তি পায়।

১৯৩১ সালে নির্বাক ছবি প্রথম সবাক হল। নির্বাক যুগের চলচ্চিত্রের আধিপত্য মূলত ছিল ম্যাডানদের হাতে। সবাক যুগে সেই আধিপত্য এল নিউ থিয়েটার্স-এর হাতে, যত দিন না সত্যজিত রায় এলেন। ১৯২৭ সাল নাগাদ পৃথিবীর নানা দেশে নির্বাক চলচ্চিত্র ক্রমশ মুখর হতে শুরু করলে, নিউ থিয়েটার্স-এর ধীরেন্দ্রনাথ সরকার ১৯৩০ সাল নাগাদ সবাক ছবি তৈরির উপযোগী স্টুডিয়ো নির্মাণ শুরু করেন। প্রথমেই তিনি ছবি তৈরির জন্য প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, দেবকী বসুর সঙ্গে শিশিরকুমারকেও আহ্বান করেন। এই সবাক পর্বে শিশিরকুমার বেশ কিছু ছবি পরিচালনা করেন। তাঁর পরিচালিত ও অভিনীত ছবিগুলোর মধ্যে "পল্লীসমাজ", "সীতা", "টকী অব টকীজ", "চাণক্য", "পোষ্যপুত্র" উল্লেখযোগ্য।

১৯৩২ সালের ১ জুলাই নিউ থিয়েটার্স-এর সবাক ছবি শরতচন্দ্রের "পল্লীসমাজ" মুক্তি পায়। এর চিত্রনাট্য, পরিচালনা দুই-ই শিশিরকুমারের। অভিনয় করেছিলেন মূলত তাঁরই সম্প্রদায়ের অভিনেতা- অভিনেত্রী। ১৯৩৩ সালে শিশিরকুমার তাঁর বহুপ্রশংসিত মঞ্চনাটক "সীতা" চলচ্চিত্রায়িত করেন। সঙ্গীত পরিচালনায় বিষাণচাঁদ বড়াল, সম্পাদনায় সুবোধ মিত্র। ২৮ অক্টোবর চিত্রা আর নিউ সিনেমায় এটি মুক্তি পায়।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দক্ষিণ আফ্রিকা সফর শেষে দিল্লিতে ফিরলেন

নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বর : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সোমবার সকালে দক্ষিণ আফ্রিকা সফর শেষ করে দিল্লি ফিরে এসেছেন। ২২-২৩ নভেম্বর পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী জোহানেসবার্গে অনুষ্ঠিত জি২০ শিখর সম্মেলনে অংশ নেন এবং বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন।

যুক্তরাষ্ট্রের বয়কটের পরেও, জি২০ নেতারা একটি যৌথ ঘোষণা পাস করেছেন, যা বৈশ্বিক উন্নয়ন, জলবায়ু লক্ষ্য এবং একটি বহুপোলার বিশ্বের মধ্যে সংস্কারের প্রতি নতুন সুরাহা নির্দেশ করেছে। অংশগ্রহণকারী দেশগুলি ১২২-পাতার একটি নথি অনুমোদন করেছে, যা বৈশ্বিক সমতা, বহুপাক্ষিক পুনর্গঠন এবং টেকসই উন্নয়নের উপর গুরুত্বারোপ করেছে।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর উল্লেখযোগ্য দ্বিপাক্ষিক বৈঠক ছিল ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনির সঙ্গে। সেখানে উভয় নেতা ''ইন্ডিয়া-ইতালি যৌথ সন্ত্রাসী অর্থায়ন প্রতিরোধ উদ্যোগ'' গ্রহণ করেছেন, যা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে তাদের যৌথ প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্তি করেছে।

বৈঠকের বিস্তারিত জানাতে পররাষ্ট্র মন্ত্রকের মুখপাত্র রন্ধীর জয়স্বাল এক্স-এ (পূর্বের টুইটার) পোস্ট করেন, যেখানে উল্লেখ করা হয় যে উভয় নেতা বাণিজ্য, বিনিয়োগ, প্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), প্রতিরক্ষা এবং নিরাপত্তা, মহাকাশ, গবেষণা, উদ্ভাবন এবং সংস্কৃতিতে সহযোগিতা বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এছাড়া, ২০২৫-২৯ সালের জন্য যৌথ কৌশলগত কর্ম পরিকল্পনা নিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করা হয়েছে এবং প্রধানমন্ত্রী মেলোনি ২০২৬ সালে ভারতে অনুষ্ঠিত এআই সামিটে শক্তিশালী সমর্থন জানিয়েছেন।

জি২০ সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশনেও বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী মোদী, যেখানে তিনি 'সবার জন্য ন্যায়সঙ্গত এবং সুবিচারপূর্ণ ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার' বিষয়ে আলোচনা করেন।

এক্স-এ পোস্টে তিনি জানান, আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলো ছিল কৃত্রিম খনিজ পদার্থ এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, ভারত এমন প্রযুক্তি প্রচার করতে চায় যা 'মানুষকেন্দ্রিক, বৈশ্বিক এবং ওপেন সোর্স', যা শুধুমাত্র অর্থনির্ভর বা একচেটিয়া না হয়ে।

তিনি ভারতের এআই দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন, যা সমানভাবে প্রবেশযোগ্য, জনসংখ্যাভিত্তিক দক্ষতা অর্জন এবং দায়িত্বশীলভাবে প্রয়োগের উপর ভিত্তি করে। প্রধানমন্ত্রী মোদী জানান, ভারতের এআই মিশন লক্ষ্য করছে যেন এআই-এর সুবিধা প্রতিটি জেলার এবং ভাষায় পৌঁছায়।

এছাড়া, তিনি বিশ্বব্যাপী এআই-এর অপব্যবহার রোধে একটি বৈশ্বিক চুক্তি তৈরির আহ্বান জানান, যার মধ্যে ডিজিটাল ফেক, অপরাধ এবং সন্ত্রাসবাদও অন্তর্ভুক্ত।

ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য করে, প্রধানমন্ত্রী মোদী জানান, ভারত ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে 'এআই ইমপ্যাক্ট সামিট' আয়োজন করতে প্রস্তুত, যার থিম হবে 'সর্বজনীন মঙ্গল, সর্বজনীন সুখ' — সকলের জন্য মঙ্গল এবং সুখ।

তিনি আরো বলেন, বিশ্বের যুবসমাজের জন্য উদ্ভাবন বৃদ্ধি এবং উন্নয়ন সাধনে গ্লোবাল ট্যালেন্ট মবিলিটির জন্য একটি আন্তর্জাতিক কাঠামো গড়ে তোলার জন্য জি২০-র মাধ্যমে উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।

ভারত-নেপাল ১৯তম বার্ষিক দ্বিপাক্ষিক সামরিক মহড়া শুরু হচ্ছে পিথোরাগড়ে

নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বর : ভারত এবং নেপাল আগামী ২৫ নভেম্বর থেকে ৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত পিথোরাগড়, উত্তরাখণ্ডে তাদের ১৯তম বার্ষিক দ্বিপাক্ষিক সামরিক মহড়া ''সূর্যকিরণ'' পরিচালনা করতে যাচ্ছে।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নেপাল সেনাবাহিনীর সঙ্গে এই মহড়ার লক্ষ্য হল, পাহাড়ি অঞ্চলে জঙ্গল যুদ্ধ এবং সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান পরিচালনায় অপারেশনাল সিঙ্ক্রোনাইজেশন শক্তিশালী করা।

এছাড়া, এই মহড়া ন্যাচ প্রযুক্তির সংমিশ্রণ এবং আন্তঃযোগাযোগ সক্ষমতা বৃদ্ধির উপরও গুরুত্ব দেবে, যা ভারতের এবং নেপালের মধ্যে বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি যৌথ প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করে। এই মহড়া উভয় দেশের সেনাবাহিনীর মধ্যে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা, সখ্যতা এবং পারস্পরিক আস্থা আরও গভীর করবে।

এটি একটি বার্ষিক প্রশিক্ষণ ইভেন্ট, যা প্রতি বছর দুটি দেশের মধ্যে পালাক্রমে অনুষ্ঠিত হয়।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর ৩৩৪ জন সদস্য ১৮তম ''সূর্যকিরণ'' মহড়ায় অংশগ্রহণ করেছিল, যা ২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর থেকে ২০২৫ সালের ১৩ জানুয়ারি পর্যন্ত নেপালের সালঝান্ডিতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই মহড়ায় মূলত অপারেশনাল প্রস্তুতি, বিমানচালনা, চিকিৎসা প্রশিক্ষণ এবং পরিবেশ সংরক্ষণে মনোযোগ দেওয়া হয়েছিল।

এছাড়া, এই মহড়ায় ভারত ও নেপালের সেনারা একে অপরের সঙ্গে ধারণা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করার সুযোগ পেয়েছিল, পাশাপাশি একে অপরের অপারেশনাল প্রক্রিয়া সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার সুযোগও তৈরি হয়েছিল।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মতে, ভারত এবং নেপালের মধ্যে দীর্ঘকালীন এবং ব্যাপক পারস্পরিক উপকারী প্রতিরক্ষা এবং নিরাপত্তা সহযোগিতা রয়েছে। উভয় সেনাবাহিনীর মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার ভিত্তিতে এক চমৎকার সম্পর্ক বিদ্যমান।

ভারত নেপাল সেনাবাহিনীর আধুনিকীকরণ এবং সক্ষমতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, বিভিন্ন ধরনের প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম সরবরাহ এবং নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করে।

এছাড়া, ভারতীয় সেনাবাহিনী নেপালে মানবিক সহায়তা এবং দুর্যোগ ত্রাণ অপারেশনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে, বিশেষ করে ২০১৫ সালের ভূমিকম্প এবং কোভিড-১৯ মহামারির সময়।

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA : TRIPURA
Notice Inviting e-Tender

PNIe-T No: 13/EE/DIV-I/AMC/2025-26 Dated : 19/11/2025

The Executive Engineer, Division No-I, AMC on behalf of Hon'ble Mayor, AMC Invites online percentage rate bids, on open bidding format for the following Works :

Sl No.	DNIET No.	Estimate Cost	Earnest Money	Time of Completion
1	D.N.I.E.T No.33/EE/ DIV-I /AMC/2025-26	9,51,123	19,022	60(Sixty) Days
2	D.N.I.E.T No.34/EE/ DIV-I /AMC/2025-26	12,38,916.	24,778	60(Sixty) Days

1. Last date time for document downloading/Bidding:28/11/2025 at 14.00 Hrs/15.00 Hrs
2. Time and date of opening of Bid : 28/11/2025 at 16.00 Hrs (If Possible)
3. Bid forms and other details can be obtained from website https://tripuratenders.gov.in

(Er. Sujay Chaudhury)
Executive Engineer,
PW Division-I,
Agartala Muncipal Corporation.

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA : TRIPURA
Notice Inviting e-Tender

PNIe-T No: 25/EE/DIV-III/AMC/2025-26 Dated : 19/11/2025

The Executive Engineer, PW DIV-III, AMC on behalf of Hon'ble Mayor, AMC Invites online percentage rate bids, on open bidding format for the following Works :

Sl No.	Name of the Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last time and date of Submission
1	DNIe-T No. 63/EE/Div-III/AMC/2025-26	19,0270,646.00	39,413.00	90 Days	29/11/2025 at 15.00 Hrs
2	DNIe-T No. 64/EE/Div-III/AMC/2025-26	11,98,296.00	23,966.00	90 Days	
3	DNIe-T No. 65/EE/Div-III/AMC/2025-26	11,65,424.00	23,308.00	90 Days	
4	DNIe-T No. 66/EE/Div-III/AMC/2025-26	15,79,254.00	31,585.00	90 Days	
5	DNIe-T No. 67/EE/Div-III/AMC/2025-26	18,27,300	36,546.00	90 Days	
6	DNIe-T No. 68/EE/Div-III/AMC/2025-26	7,85,287	15,706.00	90 Days	

Time and date of opening of Bid, If Possible : 01/12/2025
Bid forms and other details can be obtained from website https://tripuratender.gov.in

(Er. J. Chakraborty)
Executive Engineer,
PW Division-III,
Agartala Municipal Corporation,

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২৫ নভেম্বর অযোধ্যায় রাম জন্মভূমি মন্দিরে পতাকা উত্তোলন করবেন, প্রস্তুতি তুঙ্গে

নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বর : অযোধ্যার মন্দির নগরী আবারও বড় উদযাপনের প্রস্তুতি নিচ্ছে, কারণ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২৫ নভেম্বর রাম জন্মভূমি মন্দিরে বিশেষ পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসছেন। শহরের প্রতিটি প্রান্তে প্রস্তুতি চলছে পূর্ণ গতিতে। রাস্তা পরিষ্কার করা হচ্ছে, নতুন স্টপ সাইন স্থাপন করা হচ্ছে, এবং স্যানিটেশন টিমগুলি ব্যাপক রক্ষণাবেক্ষণ কাজ পরিচালনা করছে।

শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে প্রধানমন্ত্রীর পোস্টারও সাঁটানো হয়েছে, যা এই উৎসবের উল্লাসকে আরও বাড়িয়ে তুলছে। রাম মন্দিরের প্রবেশদ্বারে লেখা হয়েছে, "জাতি-পতি পুছে না কেউ, হরি কা ভজে সে হরি কা হোই," যা অনুষ্ঠানের প্রতি গভীর আধ্যাত্মিকতার প্রতিফলন ঘটাচ্ছে।

শহরটি উৎসবের আলোকসজ্জা, সজ্জিত ইনস্টলেশন এবং উন্নত নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনায় ঝলমল করছে। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অযোধ্যা আরও একটি বড় মাইলফলক স্পর্শ করতে যাচ্ছে, যেহেতু রাম মন্দিরের নির্মাণ শুরু হওয়ার পর শহরটি উল্লেখযোগ্যভাবে রূপান্তরিত হয়েছে। শহরের বাসিন্দারা, দোকানদাররা এবং পর্যটকরা একটি প্রাণবন্ত পরিবেশের বর্ণনা দিচ্ছেন, এবং অনেকেই প্রধানমন্ত্রী মোদীর আগমন নিয়ে উচ্ছ্বসিত।

নিরাপত্তা ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে জোরদার করা হয়েছে। পুরো অঞ্চলের সিসিটিভি ক্যামেরাগুলি সক্রিয় করা হয়েছে, এবং সংবেদনশীল এলাকায় অতিরিক্ত নিরাপত্তা ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে। স্থানীয় গোয়েন্দা সংস্থা (এলআইইউ) নিয়মিত নজরদারি রাখছে, এবং পুলিশ কর্মকর্তারা নিয়মিত পেট্রোলিং করছেন।

এসপি (সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ) জানিয়েছেন, স্লাম এলাকা এবং সীমান্তবর্তী অস্থায়ী বসবাসকারী এলাকায় যাচাই কার্যক্রম চলছে, যেখানে বাসিন্দাদের পরিচয় পত্র কঠোরভাবে যাচাই করা হচ্ছে।

মন্দির কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছেন যে, এই বছর উদযাপনগুলি বিশেষভাবে মহাকাব্যিক হবে। প্রধান মন্দিরের পাশাপাশি মহাদেব, গণেশ, হনুমান, সূর্যদেব, মা ভগবতী, মা অন্নপূর্ণা এবং শেষ অবতারের জন্য নির্মিত সহায়ক মন্দিরগুলিরও দানীয় রূপে সজ্জিত করা হবে।

অনুষ্ঠানে আচার্যদের ১০৮ জন দল থাকবে, যারা অযোধ্যা, কাশি এবং দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে আসবেন। তাদের তত্ত্বাবধানে, বিশিষ্ট কাশি পন্ডিত গনেশ্বর শাস্ত্রী এই আচার্যদের পরিচালনা করবেন। একটি সোনালী পতাকা, যা সূর্যের প্রতীক — চিরস্থায়ী শক্তি, আলোক, গুণ এবং জ্ঞান প্রতীক হিসেবে পরিচিত — উত্তোলিত হবে।

প্রধানমন্ত্রী মোদী, যিনি ২২ জানুয়ারি ২০২৪-এ রাম লাল্লা প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছিলেন, আবারও এই অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব দেবেন, যেখানে ধর্মগুরু, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এবং ট্রাস্টের সদস্যরা উপস্থিত থাকবেন। ট্রাস্টের আশা, এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানে প্রায় ৬,০০০ অতিথি উপস্থিত থাকবেন।

PRESS NOTICE INVITING TENDER No: 25/EE/AGRI/N/2025-26

On behalf of the Government of Tripura the Executive Engineer(Agri), Dharmanagar, North Tripura invites percentage rate etender on Single bid system from the eligible bidders for the following works:-

Sl. No	Name of Work	e-DNIT No.	Estimated cost	Earnest Money (in Rs)
1	2	3	4	5
1	Installation of Small Bore Mini Deep Tube Well at New Agri. Engg. Division Ambassa under Dhalai District.	32/EE/AGRI/NORTH/2025-26	Rs. 1,77,225.00	Rs3,545 .00
2	Grading roof for water proofing treatment, brick work around condenser water tank, jungle clearing, earth work etc. of Multipurpose cold storage at Bagbassa , North Tripura District	33/EE/AGRI/NORTH/2025-26	Rs. 11,95,057.00	Rs. 23,901.00

Last date and time for documents downloading and bidding upto 15:00 Hrs on 26/11/2025 and time and date of opening of bid at 15:30 Hrs on 26/11/2025 (if possible). Any, subsequent corrigendum will be available in the website only.
For more information please kindly visit: tripuratenders.gov.in

For & on behalf of Governor of Tripura

ICA/C/3091/25

[Er. Sudhir Chandra Das]
Executive Engineer(North)
Department of Agriculture &
F.W Dharmanagar, North Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 13/EE/KLSD/2025-26 dated 18/11/2025

The Executive Engineer, Kailashahar Division, PWD(R&B), Kailashahar, Unakoti District, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking/enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/ TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M.on 27-11-2025 for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	DNIT No. 32/EE/KLSD/ 2025-26	Rs.21,64,432.00	Rs.43,289.00	90 Days	Up to 15.00 Hrs on 27-11-2025	At 16.00 Hrs 27-11-2025	https://tripuratenders.gov.in.	Appropriate Class
2	DNIT No. 33/EE/KLSD/ 2025-26	Rs.24,04,453.00	Rs.48,089.00	90 Days				
3	DNIT No. 34/EE/KLSD/ 2025-26	Rs.22,28,350.00	Rs.44,567.00	90 Days				
4	DNIT No. 35/SEE/KLSD/ 2025-26	Rs.24,21,545.00	Rs. 48,431.00	90 Days				
5	DNIT No. 36/EE/KLSD/ 2025-26	Rs.22,58,965.00	Rs.45,179.00	90 Days				
6	DNIT No. 37/EE/KLSD/ 2025-26	Rs.23,54,023.00	Rs.47,080.00	90 Days				

For details visit website https://tripuratenders.gov.in and for any enquiry, please contact by e-mail to eeklspwd@yahoo.in
ICA/C/3088/20

(Joydip Nath) Executive Engineer
Kailashahar Division, PWD(R&B), Kailashahar, Unakoti District, Tripura

PRESS NOTICE INVITING TENDER No. e-PT-XXVI/EE/ RD/STB/2025-26, Dated- 21/11/2025

On behalf of the 'Governor of Tripura 'the Executive Engineer, R.D Santirbazar Division, Santirbazar, South Tripura' invites percentage rate Two Bid System e-tender in PWD Form No-7 up to 2:00 P.M. on 02/12/2025 for 01 (One) No Maintenance work. For details please visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at M-9436593289. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
ICA/C-3096/25

Executive Engineer
RD Santirbazar DiVIllsion
Santirbazar, South Tripura

নীলাম বিজ্ঞপ্তি

সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, আগামি ২৮-১১-২০২৫ ইং তারিখ সকাল ১২ টা হইতে দুপর ২ টা পর্যন্ত —ধলাই জেলার আমবাসা থানায় একটি Ashok Leyland 1212 AL (Container truck) মালবাহি গাড়ি যাহার নম্বর NL 02 -A-0078 নীলাম হইবে। ইচ্ছুক ব্যক্তিগনকে উক্ত নীলামে উপস্তিত থাকার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।
ICA/C-3085/25

স্বাক্ষরঃ-
মিছির লালদান
পুলিশসুপার ধলাই জেলা,আমবাসা

PNIeT-06/E.E/Div-I/AMC/25-26 Date: 20/11/2025

Online Single bid percentage rate e-tender are invited for the following Works:

Sl No.	Name of the Work ID	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date and time for document downloading and bidding	Time and date of Opening of I Bid	Document downloading and biding at Application	Class of Bidder
1	DNIe-T No: 25/DIv-IV/AMC/25-26 Tender ID -2025_SAMC_ 67392_1	58,05,533	1,16,111	180(One Hundred Eighty) Days	04/12/2025 15.00 Hrs	04/12/2025 16.00 Hrs (If Possible)	https:/ tripuratenders .gov.in	Appropriate Class

Other necessary details information can be seen in the Division Office of the Executive Engineer, PW Div-IV, AMC, at City Centre 4th floor in the office hour
NII: This detaßed press notice & bid documents for the work can be seen on website https:/ /tmpuratenders.gov.i of cost. But the bid can only he submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e procurement website, by the eligible bidders

Executive Engineer
P. W. Division No-IV
Agartala Municipal Corporation

NOTICE INVITING TENDER

Sealed tender on plain paper are hereby invited from the intending bonafide and resourceful supplier [Indian Nationality] on behalf of Udaipur Forest Sub-Division, Government of Tripura for supply of Chain Link Mesh & Barbed Wire for fencing work, which will be received in the office of the SDFO, Udaipur within the office hour of 01/12/2025 up to 2.30 PM and will be opened on the same day at 3.30 PM. If possible, otherwise on the next working day at 10.00 AM while the bidders may remain present. For all the details including the terms and conditions, etc. the above said Tender Notice may please be referred to No.F.4-15(28)/Dev/Tender/Chain Link Mesh/ USD-2025-26/4671- 709 dated 13/11/2025. A copy of the said Notice is kept in the Notice Board of O/o the Sub- Divisional Forest Officer, Udaipur and also uploaded in the website of the Forest Department: www.tripuraforest.gov.in.

Sl. No.	Item of Material	SPECIFICATION
1.	Chain Link Mesh	Mesh Size 8 SWG GI wire with 4 inc x 4 inc (10cm x 10cm), 1.5m height.
2.	Barbed Wire	G.I barbed wire : Hotdip wire 2.0 mm (14 swg)

ICA/C/3078/25

Sd/-
(K. Debbarma, TFS) Sub-Divisional Forest Officer
Udaipur, Gomati Tripura

রাজধানীতে মাদক উদ্ধার, ৩২৯ কেজি মেথামফেটামিন সহ দুই ব্যক্তি গ্রেপ্তার

নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বর : দিল্লির ছত্রপুর এলাকায় এক বিশাল মাদক অভিযান চালিয়ে ৩২৯ কেজি মেথামফেটামিন উদ্ধার করেছে নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো (এনসিবি) ও দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেল। এর মূল্য প্রায় ২৬২ কোটি রুপি। মাদক পাচারের সাথে যুক্ত দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

অপারেশন ''ক্রিস্টাল ফোর্টসে'' নামে পরিচিত এই অভিযান ছিল একটি গোয়েন্দা ভিত্তিক উদ্যোগ, যার উদ্দেশ্য ছিল একটি আন্তর্জাতিক মাদক সিন্ডিকেটকে চিহ্নিত করে ধ্বংস করা। সন্দেহ করা হচ্ছে যে, এই সিন্ডিকেটটি একটি বিদেশী নেতা দ্বারা পরিচালিত, যিনি গত বছর দিল্লিতে ৮৩ কেজি কোকেন উদ্ধার হওয়ার ঘটনায় যুক্ত ছিলেন।

মুখ্যমন্ত্রী অমিত শাহ এই অভিযানের প্রশংসা করেছেন এবং বলেছেন, 'কেন্দ্র সরকার মাদক চক্রগুলোকে অপ্রতুল গতিতে ধ্বংস করছে। এটি প্রধানমন্ত্রী মোদি''র মাদক মুক্ত ভারতের দৃষ্টিভঙ্গির সাফল্য।'

প্রাথমিক তদন্ত অনুযায়ী, অভিযানের সাফল্য এসেছে দীর্ঘ মাসের গোয়েন্দা নজরদারি, প্রযুক্তিগত পর্যবেক্ষণ এবং তথ্য বিনিময়ের মাধ্যমে। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, দিল্লি এখন মাদক সরবরাহের জন্য একটি বড় কেন্দ্র হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, যেখানে স্থানীয়ভাবে মাদক বিতরণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে মাদক পরিবহন ঘটে। গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে একজন শেন ওয়ারিস (২৫), যিনি উত্তরপ্রদেশের আমরোহা জেলার বাসিন্দা। তাকে ২০ নভেম্বর নয়ডার সেক্টর ৫ থেকে আটক করা হয়। তিনি একজন সেলস ম্যানেজার হিসেবে কাজ করতেন এবং সন্দেহ করা হচ্ছে, তিনি একাধিক মিথ্যা সিম কার্ড ও এনক্রিপ্টেড যোগাযোগ অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করে মাদক সিন্ডিকেটের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। ওয়ারিসের কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়ে, এনসিবি কর্তৃপক্ষ ছত্রপুরের একটি বাসায় অভিযান চালায় এবং সেখানে মেথামফেটামিনের বিশাল চালান উদ্ধার করে। এছাড়া, নাগাল্যান্ড পুলিশের সহযোগিতায় ওই বাসার বাসিন্দা এসথার কিনিমি (নাগাল্যান্ড)কেও গ্রেপ্তার করা হয়।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, ওয়ারিস এবং কিনিমি বিদেশী অপারেটরদের নির্দেশে কাজ করছিলেন। এনসিবি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, আন্তর্জাতিক পুলিশ সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় করে এই সিন্ডিকেটের মূল চিফকে শনাক্ত এবং গ্রেপ্তার করার চেষ্টা চলছে।

এই মাদক উদ্ধারটি দিল্লির সবচেয়ে বড় মেথামফেটামিন উদ্ধারগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে এবং কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য হল সিন্ডিকেটটি পুরোপুরি ধ্বংস করা এবং আন্তর্জাতিক বাজারে তাদের সম্প্রসারণ ঠেকানো।

রেখা গুপ্তার ঘোষণা: রাজধানীতে ৩৫০তম শহিদ দিবস উদযাপন, ২৫ নভেম্বর সাধারণ ছুটি

নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বর : এটি রাজধানীর 'ভাগ্য' যে এখানে ৩৫০তম গুরু তেগ বাহাদুর শহিদ দিবসের স্মরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হচ্ছে, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা রবিবার বলেন এবং তিনি সবার প্রতি আহ্বান জানান যাতে তারা তিন দিনের এই মহাসমাগমে অংশগ্রহণ করে।

দিল্লি সরকার ২৫ নভেম্বর সরকারি ছুটি ঘোষণা করেছে, যাতে নাগরিকরা এই উদযাপনে অংশ নিতে পারেন।

সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এটি দিল্লির ভাগ্য যে আমরা এখানে, দিল্লিতে, গুরু তেগ বাহাদুরের ৩৫০তম শহিদ দিবস উদযাপন করতে পারছি... গতকাল এবং পরশু, আমরা লালকেল্লায় গুরু তেগ বাহাদুরের শহিদ দিবস উপলক্ষে তিন দিনের এক বৃহত্তর সমাগমের আয়োজন করেছি। আমি চাই প্রতিটি পরিবার এখানে আসুক... দিল্লি সরকার ২৫ তারিখে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছে যাতে সবাই একসাথে এই উৎসব উদযাপন করতে পারে।'

প্রথম দিন, মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা লঙ্গারের সেবা করেন, যা সমাগমের অংশ হিসেবে আয়োজন করা হয়েছিল, এবং এতে হাজার হাজার ভক্ত অংশ নেন।

একটি পোস্টে, রেখা গুপ্তা তার সেবার অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন, 'আজ আমার হৃদয় পূর্ণ হয়েছে লঙ্গারের সেবায়... আজ, লালকেল্লায় গুরু তেগ বাহাদুরের শহিদ দিবসের সমাগমে অংশ নিয়ে এবং সেবা করে আমি গর্বিত বোধ করছি।'

তিনি সকল ভক্তদের উপস্থিতির জন্য ধন্যবাদ জানান এবং বাকী দুই দিনের সমাগমে আরও বেশি সংখ্যক মানুষের অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। 'আমি সকল ভক্তকে ধন্যবাদ জানাই, যারা উপস্থিত থেকে এই অনুষ্ঠানকে সফল করেছেন। আমি আবেদন জানাই, আগামী দুই দিনেও সবাই এই সমাগমে অংশগ্রহণ করুন এবং গুরু সাহেবের আশীর্বাদ লাভ করুন। গুরু ঘরের রাউন্ড রুটি সমতার বার্তা দেয়। সেবার সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ হল মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি প্রদান। গুরু তেগ বাহাদুর সাহেবের অমর ত্যাগ, দয়া এবং স্বাধীনতার বার্তা দিল্লির আত্মায় বিরাজমান,' পোস্টে লেখা ছিল।

এদিকে, মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা, মন্ত্রী মঞ্জিন্দর সিং সিরসা, কপিল মিশ্র এবং বিভিন্ন শিখ গুরদ্বারা কমিটির প্রতিনিধিরা লালকেল্লায় গ্র্যান্ড উদযাপনের উদ্বোধনী দিনে উপস্থিত ছিলেন।

৩ দিনব্যাপী 'গুরমত সমাগম', যা ২৩ নভেম্বর শুরু হয়, ২৫ নভেম্বর শেষ হবে। মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা জানান, গুরু তেগ বাহাদুরের ৩৫০তম শহিদ দিবস সারা দেশে গভীর ভক্তি, শ্রদ্ধা এবং উদ্দীপনার সঙ্গে উদযাপন হচ্ছে। এই উপলক্ষে দিল্লি সরকার একটি বিশেষ লাইট এবং লেজার শোও আয়োজন করেছে, যা ঐতিহাসিক এই উপলক্ষ্যে একটি উজ্জ্বল ভিজ্যুয়াল শ্রদ্ধাঞ্জলি হিসেবে পরিবেশন করা হবে।

গুরু তেগ বাহাদুর, যাঁকে 'হিন্দ দি চাদর' নামে স্মরণ করা হয়, ১৬৭৫ সালে বিশ্বাসের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। তার শহিদি ভারতীয় সমাজ-ধর্মীয় ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে, যা বৈচিত্র্য এবং নাগরিক স্বাধীনতার প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত হয়। রাজ্য সরকার জানিয়েছে, এই স্মরণ অনুষ্ঠানটি তার দয়া, সমতা এবং প্রতিরোধের শিক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবে।

গুরু তেগ বাহাদুরের শহিদ দিবস স্মরণ অনুষ্ঠান শিখদের জন্য বিশেষ প্রার্থনার মাধ্যমে গুরদ্বারাগুলিতে সারা দেশে উদযাপিত হয়।

ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু সোমবার ৩৫০তম শহিদ দিবসে গুরু তেগ বাহাদুরকে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেছেন, তার সাহস, ধৈর্য এবং দৃঢ় সংকল্পের প্রশংসা করে এবং জনগণকে তার শিক্ষা আত্মস্থ করার আহ্বান জানিয়েছেন।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

নিউমোনিয়ার জেরে তীব্র জ্বর এবং শুকনো কাশিতে আক্রান্ত শিশুরা

ফুসফুসে সংক্রমণ তথা নিউমোনিয়ার জেরে তীব্র জ্বর ও শুকনো কাশিতে আক্রান্ত হচ্ছে শিশুরা। যার জেরে ক্রমশ হাসপাতালের শয্যা ভর্তি হচ্ছে শিশু রোগীতে। সম্প্রতি চিনে তৈরি হওয়া এমন উদ্বেগজনক পরিস্থিতি ভাবাচ্ছে বঙ্গের চিকিতকদেরও। গোটা পরিস্থিতির উপরে গুরুত্ব সহকারে নজরদারির কথা জানিয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রকও।

মন্ত্রক সূত্রের খবর, গত অক্টোবরে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের উপপ্রজাতি বা সাব-টাইপ "এইচ ৯ এন ২"-র প্রকোপের কথা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে জানিয়েছিল চিন। এর পরে শেষ কয়েক সপ্তাহ ধরে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছে একের পর এক শিশু। এই দু'টি বিষয়ই পর্যবেক্ষণ করে বৈঠকে বসেছিল ভারতের স্বাস্থ্য মন্ত্রক। কর্তাদের দাবি, এ দেশে এইচ ৯ এন ২ এবং শ্বাসযন্ত্রে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা খুবই কম। তা-ও সব রকমের পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য দেশ প্রস্তুত রয়েছে। যদিও কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যকর্তাদের আশ্বাসে পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারছেন না চিকিতকদের বড় অংশ। কারণ, আন্তর্জাতিক উড়ান চলাচলে এখনও কোনও নিষেধাজ্ঞা নেই। তাই যে রোগের প্রকোপ চিনে শিশুদের মধ্যে এখন দেখা যাচ্ছে, কোভিডের সংক্রমণের মতোই সেই সংক্রমণ কারও মাধ্যমে এ দেশে চলে আসার ঝুঁকি থেকেই যাচ্ছে। চিনে এখন যেমন সংক্রমণ হচ্ছে বলে খবর মিলছে, তাতে মহামারি সংক্রান্ত গবেষণা অত্যন্ত জরুরি বলেই মত জনস্বাস্থ্য বিষয়ক চিকিৎসক অনির্বাণ দলুইয়ের। তাঁর কথায়, "কোন জীবাণুর কারণে সংক্রমণ হচ্ছে, তার মারণ ক্ষমতা কতটা, কত দ্রুত তা ছড়াতে পারে, শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে তা কতটা এড়াতে পারছে এই সমস্ত তথ্যের খুবই প্রয়োজন। কারণ, তার উপরে ভিত্তি করেই আন্তর্জাতিক বা জাতীয় নীতি বা নির্দেশিকা তৈরি হবে।" তাঁর আরও দাবি, সমস্ত তথ্য ঠিক মতো পাওয়া গেলে তবেই রোগের প্রকোপকে অতিমারিতে পরিণত হওয়া থেকে আটকানো সম্ভব। চিকিৎসকেরা জানাচ্ছেন, চিনের শিশুরা যে সমস্ত উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে, তা সাধারণত ইনফ্লুয়েঞ্জা, আরএসভি-ভাইরাসে আক্রান্ত হলে পাওয়া যায়। তবে তাতে সকলকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়, তেমনটা নয়। কিন্তু উত্তর-পূর্ব চিনে সংক্রমণের তীব্রতা এতটাই যে, কিছু স্কুল আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে। তবে মৃত্যুর খবর নেই। সংক্রামক রোগের চিকিতক যোগীরাজ রায় বলেন, "অক্টোবরে দক্ষিণ কোরিয়ায় একই রকমের উপসর্গ দেখা গিয়েছিল। যার নেপথ্যে ছিল মাইকোপ্লাজমা ব্যাক্টিরিয়া। কিন্তু উত্তর-পূর্ব চিনে কী কারণে সংক্রমণ হচ্ছে, তা এখনও জানা যায়নি। তাই উদ্বেগ তো একটা রয়েছেই।" চিনে শিশুদের মধ্যে নিউমোনিয়ার প্রাদুর্ভাব কেন বাড়ছে, তা জানতে চেয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও। রাজ্যের প্রাণী ও মত্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ে ব. মাইক্রোবায়োলজিস্ট এবং ভাইরাস বিষয়ক গবেষক সিদ্ধার্থ জোয়ারদারের কথায়, "এই নিউমোনিয়ার সংক্রমণের আসল কারণ সামনে আসেনি। তবে, লক্ষণ দেখে আরএসভি ভাইরাস, মেটানিউমো ভাইরাস অথবা মাইকোপ্লাজমা নিউমোনিয়ার মতো ব্যাক্টিরিয়া এর কারণ হতে পারে বলে মনে হচ্ছে।" তিনি জানাচ্ছেন, পরীক্ষাগারে পিসিআরের মতো মলিকিউলার প্রযুক্তি ব্যবহার করে এটির কারণ সহজেই নির্ণয় করা সম্ভব। তবে ওই সমস্ত ভাইরাস ও জীবাণুর মৃত্যু-হার বেশি নয়।

সূত্রের খবর, পরিচিত ভাইরাসের প্রকোপ বলে মনে করা ছাড়া এখনও পর্যন্ত অজানা জীবাণুর কথা চিনের তরফে বলা হচ্ছে না। এ দিকে, স্বাস্থ্য মন্ত্রকের দাবি, করোনার সময় থেকেই জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত জরুরি অবস্থা মোকাবিলার জন্য নির্দিষ্ট রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে। তবে শিশুরোগ চিকিৎসক প্রভাসপ্রসূন গিরি বললেন, "কোন ভাইরাসের কারণে চিনে শিশুদের মধ্যে শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ বাড়ছে, তা অজানা। তাই কোভিড-১৯-এর অভিজ্ঞতা থেকেই আগাম সতর্ক থাকা প্রয়োজন। চিন থেকে আসা লোকজনদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা প্রয়োজন।"

ক্রমশ বাড়ছে মাখনার জনপ্রিয়তা, জেনে নিন চাষের পদ্ধতি

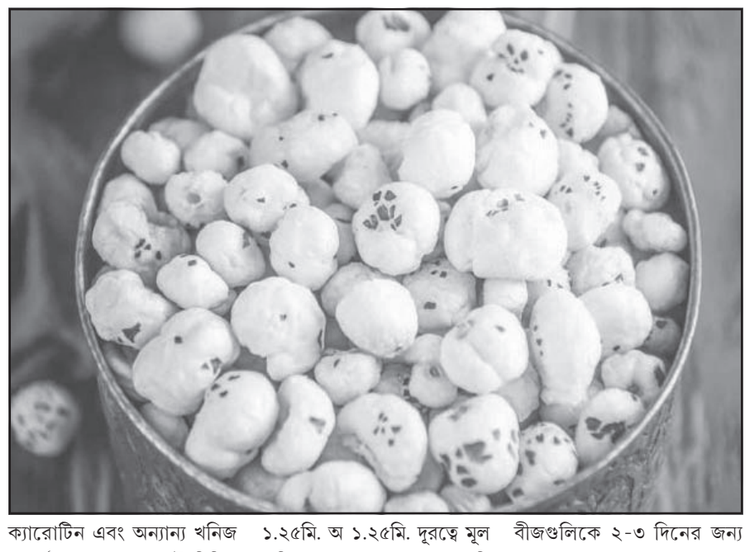

মাখনা পদ্মের মতো জলজ উদ্ভিদ। গোলাপি বর্ণের ফুল এবং কাঁটাযুক্ত বলের মতো সবুজ ফল হয়। প্রতিটা ফলে ১০০ থেকে ২০০ টা বীজ থাকে। বীজের শাঁস খাদ্য হিসেবে গৃহীত হয়। মাখনা এক উন্নত মানের 'ড্রাই ফ্রুট' হিসেবে বিশেষভাবে পরিচিত। বলা হয়ে থাকে শিশু থেকে বৃদ্ধ সকলে অনায়াসে মাখনা খেতে পারেন। বিকল্প ফসল হিসেবে মাখনাকে বেছে নিয়েছেন অনেক চাষি। বর্তমান সময়ে এই মাখনা চাষের জনপ্রিয়তা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। লিখেছেন বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শস্য বিজ্ঞান বিভাগের গবেষক তাসিকুল ইসলাম। মালদহের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে ধান চাষের প্রাধান্য দেখা গেলেও বিগত কয়েকবছর ধরে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে চাষিদের বিপুল ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। ব্যাকটেরিয়াজনিত ধসা টুংরো রোগ, বন্যার প্রকোপ প্রভৃতি ঘটনা এখন প্রায়শই এই জেলার বিভিন্ন অংশে দেখা যায়। বিশেষ করে হরিশ্চন্দ্রপুর এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকাজুড়ে তার প্রাদুর্ভাবটা একটু বেশি। এই সমস্ত কারণে এখানকার চাষিরা শুধুমাত্র ধান চাষের উপর নির্ভরশীল না থেকে বিকল্প ফসল হিসেবে মাখনাকে বেছে নিয়েছেন। বর্তমান সময়ে এই মাখনা চাষের জনপ্রিয়তা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মাখনা আসলে কী?

মাখনা পদ্মের মতো জলজ উদ্ভিদ, এর বিজ্ঞান সম্মত নাম ইউরিয়েল ফেরক্স যা জলজ পদ্মের গোত্রে অন্তর্ভুক্ত। এটি ফক্সনাট নামেও পরিচিত। বিশালাকার গোলাকৃতি ভাসমান সবুজ পাতার উভয়পৃষ্ঠ কাঁটাযুক্ত, পাতার নীচের দিক গাঢ় বেগুনি বর্ণের। গোলাপি বর্ণের ফুল এবং কাঁটাযুক্ত বলের মতো সবুজ ফল হয়। প্রতিটা ফলে ১০০ থেকে ২০০ টা বীজ থাকে। বীজ শক্ত কালো খোসাযুক্ত হয়। বীজের মধ্যে থাকা পেরিস্পারম বা শাঁস খাদ্য হিসেবে গৃহীত হয় যা দেখতে সাদা এবং স্টার্চ প্রকৃতির।

মাখনার ব্যবহার

মাখনা এক উন্নত মানের ড্রাই ফল হিসেবে বিশেষভাবে পরিচিত। বলা হয়ে থাকে শিশু থেকে বৃদ্ধ সবায় অনায়াসে মাখনা খেতে পারেন। মাখনার শাঁসে ৯.৭ শতাংশ প্রোটিন, ০.১ শতাংশ ফ্যাট, ০.৫ শতাংশ খনিজ পদার্থ এবং ৭৬.৯শতাংশ শর্করা থাকে। এছাড়াও এর মধ্যে আয়রন, ক্যারোটিন এবং অন্যান্য খনিজ পদার্থ থাকে। মাখনার খই বিভিন্ন মিষ্টান্ন তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। ক্ষীর, সিমাই, হালুয়া ইত্যাদি তৈরিতেও মাখনার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। মাখনা রায়তা, ডাল মাখানির অন্যতম উপাদান হল মাখনা। ঘিয়ে ভাজা মাখনা স্নাক্স হিসেবে খাওয়া যায়। বিভিন্ন রোগের ওষুধ যেমন ডায়েরিয়া, কিডনি জনিত সমস্যা, বাতের সমস্যা প্রভৃতি তৈরিতেও মাখনার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। বস্ত্রশিল্পের স্টার্চ তৈরিতে মাখনা কাজে লাগে। মাখনার উপজাত পদার্থগুলি গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগির উন্নতমানের খাবার হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

গতানুগতিক পদ্ধতি অনুযায়ী মাখনা ৪-৫ ফুট গভীরতার জলাশয়ে চাষ হয়। তবে মালদহ জেলার বিভিন্ন অংশে নীচু ধানের জমিতে ১ ফুট গভীরতায় মাখনা চাষ করা হয়। জমি হালকা খনন করে ও জল জমিয়ে মাখনা চাষ হয়।

চারা তৈরি

এক একর মাখনা চাষের জন্য সাধারণত ২০০ বর্গ মিটার জায়গায় চারা তৈরি করা হয়। চারা তৈরির জন্য ২-৩ বার গভীর চাষ দেওয়া হয়। জমি তৈরির সময় একর প্রতি ৮০-৯০ কেজি ইউরিয়া, ১৪০-১৫০ কেজি সুপার ফসফেট এবং ২৫-৩০ কেজি পটাশ প্রয়োগ করা হয়। অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে ৮ কেজি বীজ ছড়িয়ে দেওয়া হয় এবং জমিতে ১ ফুট মতো জল দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। তবে সাধারণত জমিতে আগের বছরের ঝরে পরে থাকা বীজ থেকে চারা তৈরি হয়ে যায়।

চারা রোপণ

রোগমুক্ত স্বাস্থ্যবান চারা ফাল্গুন-চৈত্র মাসে ১মি অ ১মি বা ১.২৫মি. অ ১.২৫মি. দূরত্বে মূল জমিতে রোপণ করা হয়। মূল জমি তৈরির জন্য ২-৩ বার গভীর চাষ দিয়ে মই দিয়ে জমি লেভেল করা হয়। সার হিসেবে একর প্রতি ৭০-৮০ কেজি ইউরিয়া, ৫০-৬০ কেজি ডিএপি এবং ২৫-৩০ কেজি পটাশ প্রয়োগ করা হয়। সঙ্গে ৫-৬ টোন গোবর সারও দেওয়া হয়। জলজ পোকা এবং অন্যান্য ক্ষতিকারক পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য ফিউরাডন ৮-১০ কেজি বা ক্লোরপাইরিফস ১০ শতাংশ ও ৪-৫ কেজি একরে দেওয়া হয়। এছাড়াও বিভিন্ন অনুখাদ্য, সামুদ্রিক আগাছা নির্যাস ইত্যাদি প্রয়োগ করা হয়।

ফলন

বৈশাখ-জৈষ্ঠ্য মাসে গাছে গোলাপি বর্ণের ফুল দেখা যায়। ফুল আসার ৩০-৩৫ দিন পরে ফল পরিপক্ক হয়। পরিপক্ক হওয়ার পর ফল ফেটে যায় এবং বীজগুলি জলে ভাসতে থাকে। ২-৩ দিন এভাবে থাকার পর সেগুলি জলের নীচে ডুবে যায়। ভাদ্র- আশ্বিন মাসে জলের তলায় অনেকগুলি বীজকে কাদাসহ বেশ কয়েক জায়গায় একত্রিত করা হয় এবং গঞ্জা নামক বাঁশের তৈরি যন্ত্রের সাহায্য সেগুলি জল থেকে তোলা হয়। এরপর ওই শিঙের মতো যন্ত্রের মধ্যে বীজগুলিকে ভালভাবে ঘষে পরিস্কার করা হয়। ফলন হিসেবে একর প্রতি ৯০০-১২০০ কেজি বীজ পাওয়া যায়। খই তৈরি বীজগুলিকে প্রথমে রোদে শোকানো হয়। তারপর সেগুলি মাটির পাত্র বা লোহার কড়াইয়ে ২৫০- ৩০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ভাজা হয়। ৫-৬ মিনিট অনবরত নাড়তে থাকতে হয় এবং মাখনার জলীয় অংশের পরিমাণ ২০ শতাংশে আনা হয়। এরপর বীজগুলিকে ২-৩ দিনের জন্য ঘড়ের তাপমাত্রায় রাখা হয়। ২০০-২৫০ গ্রাম বীজ লোহার কড়াইয়ে ২৯০-৩৪০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় আবার ভাজা হয়। এইভাবে ২-৩ টি কড়াইয়ে একটির পর আর একটিতে স্থানান্তরিত করা হয়। শেষ কড়াইয়ে ভাজার সময় ফটাস ফটাস শব্দ হলে ওই গরম বীজ তুলে নিয়ে কাঠের হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করলে শক্ত বীজের খোসা ফেটে খই বেরিয়ে আসে। ১০০ কেজি মাখনা বীজ থেকে ৪০- ৪৫ কেজি খই পাওয়া যায়।

আনুমানিক মুনাফা বর্তমান মাখনা বীজের বাজার মূল্য ১৮ হাজার থেকে ২০ হাজার টাকা প্রতি কুইন্টাল। এক একরে আয়গু ১৮০০০০- ২০০০০০ টাকা (গড় ফলন ১০ কুইন্টাল ধরা হল)। এক একরে খরচগু ৩০০০০- ৫০০০০ টাকাএক একরে লাভগু ১২০০০০- ১৫০০০০ টাকা। বীজ থেকে খই করে বিক্রি করলে লাভের পরিমাণ আরও কিছু বেশি হয়। মাখনা চাষে সমস্যা চাষের শুরু থেকে শেষ অবধি জমিতে জল জমিয়ে রাখতে হয়। মাখনা পরিপক্ক হতে প্রায় ৮-৯ মাস সময় লাগে এবং সারাবছর জলে ডুবে থাকায় মাটির গঠনের বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটে। তাই সেই জমিতে অন্য কোনও ফসল চাষ প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। পাতা খেকো লেদা জাতীয় পোকার খুব সমস্যা দেখা যায়। জমি থেকে মাখনা বীজ তোলাটা খুব জটিল প্রক্রিয়া এবং প্রচুর সুদক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। বীজ থেকে খই বার করতে প্রচুর সময় লাগে এবং সেটা খুব কষ্টকর প্রক্রিয়া। এসব বিভিন্ন সমস্যা থাকা সত্ত্বেও লাভের পরিমাণটা অন্যান্য ফসলের তুলনায় বেশি থাকায় এর চাষ দিন দিন বেড়েই চলেছে।

ক্রনিক রোগের ঝুঁকি এড়াতে ভরসা রাখতে পারেন কালোজিরের উপর

পাতলা মুসুর ডাল হোক বা আলুর চচ্চড়ি, কালোজিরে ফোড়ন দিলে রান্না সুস্বাদু হয়। বাঙালি হেঁশেলে কালোজিরের জনপ্রিয়তা আকাশছোঁয়া। নিরামিষ রান্নার পাশাপাশি বেশ কিছু আমিষ পদেও কালোজিরে অন্যতম উপকরণ। তবে কালোজিরে যে শুধু রান্নায় ব্যবহৃত হয়, তা কিন্তু নয়। স্বাস্থ্যগুণের দিক থেকেও কালোজিরের গুরুত্ব যথেষ্ট।

১) কালোজিরে ভেজানো জল উচ্চ রক্তচাপের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে। উচ্চ রক্তচাপের রোগীরা নিঃসন্দেহে ভরসা রাখতে পারেন কালোজিরের উপর। এক কাপ জলে আধ চামচ মতো কালোজিরে ভিজিয়ে রেখে দিন। পরের দিন সকালে উঠে জল ছেঁকে খেয়ে নিন। সপ্তাহে তিন-চার দিন খেলে রক্তচাপের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

২) ওজন ঝরাতে হিমশিম খাচ্ছেন? কালোজিরের গুণেই ঝরবে মেদ। অনেকেই ওজন ঝরাতে চিয়াবীজ দিয়ে ডিটক্স পানীয় বানিয়ে খান। চিয়া বীজের মতো না হলেও কালোজিরে কম কার্যকরী নয়। শরীরের বাড়তি মেদ ঝরিয়ে ভিতর থেকে চনমনে রাখে কালোজিরে।

৩) ঘরোয়া টোটকায় কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে কালোজিরে ভরসা হতে পারে। একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে, রজোনিবৃত্তির পর কালোজিরের গুঁড়ো খেলে এলডিএল কোলেস্টেরল দু-তিন মাসের মধ্যে ২৭ শতাংশ কমে যেতে পারে।

৪) শিশুর দৈহিক এবং মানসিক বৃদ্ধিতেও কালোজিরে বেশ উপকারী। নিয়মিত কালোজিরে, মধু খাওয়ালে শিশুর শারীরিক এবং মানসিক বিকাশ দ্রুত হয়।

৫) এ ছাড়াও স্মৃতিশক্তি উন্নত করতে, হৃদ্রোগজনিত সমস্যা কমাতে, আথ্রাইটিসের ব্যথা কমাতেও কালোজিরে তেল বেশ উপকারী। কালোজিরেতে থাকা অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট পেশির নমনীয়তা বজায় রাখে। ত্বক ভাল রাখতেও কালোজিরে বেশ উপকারী।

শীতে গা গরম রাখতে পাঁচ রকম চা

পাহাড়ের ঢালে ছোট্ট ঝুলন্ত বারান্দা। পড়ন্ত বিকেল কিংবা সন্ধ্যার সময়ে সেই বারান্দায় বসে চায়ের কাপে চুমুক দেওয়ার আমেজই আলাদা। তবে পাহাড়ের ঢালে বসে বা নিজের বাড়ির বারান্দা যেখানে বসেই কাপে চুমুক দিন না কেন, চায়ের মাহাত্ম্য সব জায়গাতেই এক। শীতে ঠান্ডার দাপট থেকে বাঁচতে সকালে-বিকেলে এক পেয়ালা চায়ে চুমুক না দিলেই নয়। তবে চা তো শুধু মনের তৃষ্ণা মেটায় না। শরীর গরম রাখতেও সাহায্য করে এই পানীয়। কিন্তু কী ধরনের চা খেলে ঠান্ডা আবহাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবেন, তা জানেন কি?

১) মশলা চা

চা-প্রেমীদের কাছে এই চায়ের কদর সবচেয়ে বেশি। দুধ, চিনি দেওয়া গাঢ় চা যতই অস্বাস্থ্যকর হোক না কেন, ঠান্ডার সময়ে গা গরম রাখতে তা-ই যেন অমৃত। ফুল ক্রিম দুধের মধ্যে ছোট এলাচ, গোলমরিচ, দারচিনি, লবঙ্গ, আদা এবং চা পাতা দিয়ে ফুটিয়ে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে এই মশলা চা।

২) লেবু, গোলমরিচের চা

ঠান্ডায় সর্দিকাশি বা ফ্লুয়ের হাত থেকে বাঁচতে, এই চায়ের জুড়ি মেলা ভার। লেবুতে থাকা ভিটামিন সি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং গোলমরিচে মধ্যে থাকা ক্যাপসাইসিন শরীরের তাপমাত্রা বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে। তবে এই চায়ে দুধ, চিনি না মেশানোই ভাল।

৩) আদা, পুদিনার চা

গলা খুসখুস এবং সর্দিকাশিতে আরাম দেয় আদা, পুদিনার চা। সারা দিনের ক্লান্তি কাটাতেও দারুণ কাজ করে এই চা। অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি উপাদানে ভরপুর এই চা গলার ক্ষত সারাতেও সাহায্য করে।

৪) দারচিনি, ছোট এলাচের চা

শুধু ঠান্ডা লাগা বা ঠান্ডায় গা গরম রাখাই নয়, বিপাকহার উন্নত করতেও সাহায্য করে দারচিনি এবং ছোট এলাচ মিশ্রিত বিশেষ এই চা। এই পানীয়ের মধ্যে থাকা অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট রক্ত সঞ্চালনও ভাল রাখে।

৫) দারচিনি, ক্যামোমাইল চা

সারা দিনের কাজের চাপ, উদ্বেগ, ক্লান্তি কাটিয়ে দিতে অব্যর্থ এই চা। উত্তেজিত স্নায়ু শিথিল করতে এবং অনিদ্রাজনিত সমস্যা নিরাময়ে দারুণ কাজ করে ক্যামোমাইল। রোগ প্রতিরোধের জন্য ক্যামোমাইলের সঙ্গে মেশাতে পারেন দারচিনির গুঁড়ো। মন তরতাজা হয়ে উঠবে, আবার শরীরও গরম থাকবে।

বিয়ার খেয়ে ২৮ দিন বেহুঁশ যুবক

মদের গ্লাসে চুমুক দেবেন আর হ্যাংওভার হবে না, তেমন আশা করা অনুচিত। কিন্তু তাই বলে ২৮ দিন! মদ্যপানের ২৮ দিন পরেও হুঁশ ফেরেনি ৩৪ বছর বয়সি এক যুবকের। হ্যাংওভার-এর নিরিখে রেকর্ড গড়লেন তিনি।

২৮ দিন আগে ওই যুবক প্রায় ৩৪ লিটার বিয়ার খেয়েছিলেন। অত বিয়ার খাওয়ার ফলে স্বাভাবিক ভাবেই জ্ঞান ছিল না তাঁর।

সেই সঙ্গে সারা শরীরে ব্যথা, মাথা ঘোরা, ঝিম লাগা, চোখে ঝাপসা দেখার মতো উপসর্গগুলিও ছিল। প্রথম দু'দিন আক্ষরিক অর্থেই তিনি বেহুঁশ ছিলেন। তার পর হুঁশ এলেও বাকি সমস্যাগুলি ছিল। চলাফেরার শক্তিও হারিয়েছিলেন। যুবক ভেবেছিলেন, একটু সময় দিলেই ঠিক হয়ে যাবেন। কিন্তু ২০ দিন পরেও শারীরিক অবস্থার পরিবর্তন না হওয়ায় চিকিতকের কাছে যান। চিকিতক সিটি স্ক্যান করেন। কোনও অস্বাভাবিকতা ধরা না পড়ায় দ্বিতীয় বার সিটি স্ক্যান করানো হয়। দ্বিতীয় বারের সিটি স্ক্যানের রিপোর্টে ধরা পড়ে মাথায় জমাট বেঁধে আছে রক্ত।

অ্যান্টিবডি শরীরের বিভিন্ন কোষে আক্রমণ করতে শুরু করেছে। ফলে শারীরিক দুর্বলতা রয়েছে। স্নায়ুগুলির মধ্যে রক্তক্ষরণ চলছে বলে দৃষ্টিশক্তিও ঝাপসা। আপাতত ওই যুবক চিকিৎসাধীন রয়েছেন। একসঙ্গে অত্যধিক পরিমাণে মদ্যপান নানা শারীরিক সমস্যা ডেকে আনতে পারে বলে জানাচ্ছেন চিকিৎসাকেরা। নিয়মিত মদ্যপান করলেও এত সমস্যা হয় না, যতটা একসঙ্গে অনেকটা পরিমাণ খেয়ে নিলে হয়। অনেক সময় মৃত্যুর ঝুঁকিও থেকে যায়। তাই একবারে বেশি মদ খেতে কঠোর ভাবে নিষেধ করছেন চিকিতকেরা। কারও যদি অন্য কোনও রোগ থেকে থাকে, সে ক্ষেত্রে আরও বাড়াবাড়ি কিছু হতে পারে।

কোন খাবার বেশি খেলে ওজন বাড়বে না, উল্টে কমে যাবে

শরীরের কাজকর্ম সুষ্ঠু ভাবে চালানোর জন্য শক্তির প্রয়োজন হয়। সেই শক্তি আসে খাবার থেকে। শরীর চালানোর জন্য এই শক্তি বাবদ যতটা ক্যালোরি দরকার, খাবারে যদি তার চেয়ে বেশি ক্যালোরি থাকে, তা হলেই শরীরের আনাচ-কানাচে মেদ জমতে শুরু করে। আর কম ক্যালোরি থাকলে, জমা মেদ থেকে শরীর শক্তি তৈরি নেয়।

ফলে মেদ জমতে পারে না শরীরে। তাই সুস্থ থাকার জন্য অনেকেই ক্যালোরি-শূন্য খাবারের খোঁজ করেন। কিন্তু ক্যালোরি-শূন্য খাবার বলে কিছু হয় না। তবে যদি এমন খাবার খাওয়া যায়, যাতে ক্যালোরির পরিমাণ শরীরের চাহিদার চেয়ে অনেকটা কম, তা হলে মেদ কমবে। এমনই একটি খাবার হল টোম্যাটো। তাই ওজন ঝরানোর ডায়েটে স্যালাড হোক বা রান্নায়, টোম্যাটো রাখতে পারেন। টোম্যাটোর রস করে খাওয়াও কিন্তু বেশ উপকারী। জেনে নিন, টোম্যাটো কী ভাবে ওজন ঝরাতে সাহায্য করে।

১) টোম্যাটোতে ক্যালরির মাত্রা কম, জল থাকে বেশ ভাল পরিমাণে। তাই ওজন ঝরানোর ডায়েটে টোম্যাটো বেশি করে রাখাই যায়। টম্যাটো খেলে পেট অনেক ক্ষণ ভরা থাকে, খুব বেশি কোনও কিছুই খেতে ইচ্ছে করে না।

২) টোম্যাটোতে দ্রবণীয় ও অদ্রবণীয় ফাইবার থাকে। ফাইবার হজমশক্তি বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। পেট ভাল রাখতে, হজমের গোলমাল কমাতে এর জুড়ি মেলা ভার। কোষ্ঠকাঠিন্যের দাওয়াই হিসাবেও টোম্যাটো খেতে পারেন।

৩) টোম্যাটোতে ক্লোরোজেনিক অ্যাসিড থাকে। এই যৌগ খিদের প্রবণতা কমাতে সাহায্য করে। তাই উচ্চ ক্যালোরি যুক্ত কোনও কিছুই খেতে তেমন ইচ্ছে করে না।

৪) টোম্যাটোতে থাকা ক্যাপসাইকিন যৌগ বিপাক হার বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। এই যৌগ মেদ পুড়িয়ে শরীরে শক্তির জোগান দেয়।

৫) টোম্যাটোতে লাইকোপেনে নামক একটি অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট থাকে। এই অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট ওজন কমাতে বেশ উপকারী। এই অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট মেদ ঝরাতে ও শরীরে ইনসুলিনের ভারসাম্য ঠিক রাখতে সাহায্য করে। এই দুই মিলিয়ে ওজনও বাগে রাখা সম্ভব হয়।

দিল্লি বায়ু দূষণবিরোধী প্রতিবাদে হিদমা পোস্টার, পিপার স্প্রে নিয়ে উত্তেজনা

নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বর : রবিবার সন্ধ্যায় দিল্লি গেটের কাছে বায়ু দূষণ বিরোধী প্রতিবাদে উত্তেজনা দেখা দেয়। প্রতিবাদকারীরা পুলিশের ওপর পিপার স্প্রে ছড়ানোর অভিযোগ আনে, যার ফলে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে এবং মাদভি হিদমা সম্পর্কিত পোস্টারগুলো কিভাবে এই প্রতিবাদে উপস্থিত হলো তা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে।

প্রতিবাদকারীরা দিল্লির বিষাক্ত বায়ু সংকটের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে এসে ভারতের প্রধান শহরগুলির একটি প্রধান স্থানে, দিল্লি গেটের কাছে যান। সেখানে তারা বিক্ষোভের সময় মাওবাদী নেতা মাদভি হিদমার ছবি ধারণ করা পোস্টার প্রদর্শন করেন। হিদমা, যিনি গত ১৮ নভেম্বর অন্ধ্রপ্রদেশ পুলিশ কর্তৃক নিহত হন, তার স্মরণে এই পোস্টারগুলো তোলা হয়। প্রতিবাদকারীরা 'কিতনে হিদমা মারোগে', 'হার ঘর সে নিকলেগা হিদমা', 'অমর রহে হিদমা' স্লোগান দেন। প্রতিবাদকারীরা যখন যানবাহন চলাচল অবরোধ করার চেষ্টা করেন, পুলিশ তাদের বিতাড়িত করতে আসে। পুলিশ সদস্যদের ওপর পিপার স্প্রে ছড়ানোর অভিযোগ ওঠে, এর পরই এফআইআর দায়ের করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে যে, তারা তাদের নির্ধারিত অবস্থানে আসতে বললে প্রতিবাদকারীরা রাজি না হওয়ায় তাদের একে একে বিতাড়িত করা হয়। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দিল্লি গেটের পরিবর্তে ভারতে প্রতিবাদ প্রদর্শনের জন্য নির্ধারিত স্থান হচ্ছে জানতর মন্তর, যা ভারতের সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুসারে। প্রতিবাদে ২৩ জনকে আটক করা হয়েছে এবং প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে, ওই প্রতিবাদকারীদের কাছ থেকে তিনটি পিপার স্প্রের ক্যান উদ্ধার করা হয়েছে।

এদিকে, দিল্লি উন্নয়ন মন্ত্রী কপিল মিশ্র প্রতিবাদকারীদের বিরুদ্ধে পুলিশের পদক্ষেপকে সমর্থন জানিয়ে বলেন, "এটা এমন একটি প্রতিক্রিয়া যা এই ধরনের মতাদর্শের বিরুদ্ধে প্রযোজ্য।" তিনি টুইট করে বলেন, "গতকাল দিল্লির প্রতিবাদ: বায়ু দূষণের অজুহাতে পোস্টার হাতে, লাল সালাম স্লোগান মুখে। নতুন মুখ জিহাদিদের এবং নকশালদের যারা সামাজিক কর্মীদের রূপে আত্মপ্রকাশ করছে।" এই প্রতিবাদটি 'দিল্লি কোঅর্ডিনেশন কমিটি ফর ক্লিন এয়ার' দ্বারা আয়োজিত হয়েছিল। তারা দাবি করেছে যে, দিল্লি সরকারের পদক্ষেপগুলো যেমন জল স্প্রিঙ্কলার এবং মেঘ বৃষ্টি প্রযুক্তি, সেগুলো 'কসমেটিক' ব্যবস্থা ছাড়া কিছুই নয়, যা বায়ু দূষণ সমস্যার সমাধান করতে পারছে না। তারা আরো দাবি করেছে যে, বর্তমান উন্নয়ন মডেল, যেমন খনন প্রকল্প, বন পরিষ্কার এবং ত্বরিত অবকাঠামো বিস্তার, দূষণ বাড়াচ্ছে এবং কমিউনিটিকে বাস্তুচ্যুত করছে। এই প্রতিবাদটি ছিল বায়ু দূষণবিরোধী দ্বিতীয় প্রতিবাদ যা এই মাসে আয়োজিত হয়েছে। এর আগে, ৮ নভেম্বর দিল্লির বায়ু মান সূচক ৪০০ পার করায় এ ধরনের একটি প্রতিবাদ আয়োজিত হয়েছিল। দিল্লির বায়ু মান সূচক সোমবার আবারও বিপজ্জনক মাত্রায় পৌঁছেছে, যেখানে দিল্লি শহরের ৩৯টি মনিটরিং স্টেশনগুলির মধ্যে ২০টি মারাত্মক দূষণের এর মাত্রায় পৌঁছেছে।

ভারত-কানাডা এফটিএ আলোচনার পুনঃসূচনা, ২০৩০ সালের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ৫০ বিলিয়ন করার লক্ষ্য

নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বর : ভারত এবং কানাডা ২০৩০ সালের মধ্যে তাদের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ৫০ বিলিয়ন বৃদ্ধির লক্ষ্য নিয়ে একটি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি বা সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি নিয়ে আলোচনা পুনরায় শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ ব্যাপারে বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পিয়ূষ গোয়েল সোমবার এক অনুষ্ঠানে বলেন, 'এটি দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের শক্তিশালী বিশ্বাস এবং কৌশলগত সহযোগিতার প্রমাণ।'

মন্ত্রীর মতে, এই চুক্তি বিনিয়োগকারীদের এবং ব্যবসায়ীদের জন্য আস্থা তৈরি করবে। 'আমরা একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী সিইপিএ আলোচনার শুরু করতে সম্মত হয়েছি এবং ২০৩০ সালের মধ্যে আমাদের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে কাজ করব,' তিনি বলেন। তিনি আরও যোগ করেন, ভারত এবং কানাডা স্বাভাবিক মিত্র দেশ, এবং এই দুই দেশের মধ্যে প্রতিযোগিতা নেই। ভারত এবং কানাডার শক্তিগুলিকে একসঙ্গে একত্রিত করলে এটি ব্যবসা এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হতে পারে, মন্তব্য করেন গোয়েল। তিনি কানাডার সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ, খনিজ প্রক্রিয়াকরণ প্রযুক্তি এবং পারমাণবিক শক্তির ক্ষেত্রে সহযোগিতার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেন।

বিশেষ করে, ইউরেনিয়াম সরবরাহ নিয়ে কানাডার সঙ্গে ভারতের সংলাপের সম্ভাবনা উল্লিখিত হয়। ২০২৩ সালে, কানাডা ভারত সঙ্গে এফটিএ আলোচনা স্থগিত করেছিল। ২০২৩ সালে কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো হারদীপ সিং নিঝারের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে ভারতের কোনও সম্পর্ক থাকার অভিযোগ তোলেন, যা ভারত 'অযৌক্তিক' বলে অভিহিত করে। যদিও দুই দেশের সম্পর্কের উত্তেজনা সত্ত্বেও, ২০২২ সালের মার্চে ইন্টারিম চুক্তি, যাকে 'আর্লি প্রোগ্রেস ট্রেড অ্যাগ্রিমেন্ট' বলা হয়, এর জন্য আলোচনা পুনরায় শুরু হয়েছিল।

এখন পর্যন্ত এফটিএ চুক্তি নিয়ে প্রায় সাতটি রাউন্ড আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সাধারণত, একটি বাণিজ্য চুক্তিতে দুটি দেশ তাদের মধ্যে অধিকাংশ পণ্য বাণিজ্যের উপর শুল্ক কমিয়ে বা বাদ দিয়ে, পরিষেবা বাণিজ্য এবং বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য নিয়ম-কানুন শিথিল করে।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে কানাডায় ভারতের রপ্তানি ৯.৮ু বেড়ে ৪.২২ বিলিয়নে পৌঁছেছে, যা ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ছিল ৩.৮৪ বিলিয়ন। তবে, আমদানি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ৪.৫৫ বিলিয়ন থেকে ২.৩ু কমে ৪.৪৪ বিলিয়নে দাঁড়িয়েছে।

কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নির সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জুনে কানাডার কানানাস্কিসে অনুষ্ঠিত ও৭ সম্মেলনে আলোচনা পুনরুদ্ধারের পর দুই দেশের সম্পর্ক আরও গতিশীল হয়েছে।

২০২৩ সালে ভারত-কানাডার মধ্যে পণ্য ও সেবার বাণিজ্য মোট ১৮.৩৮ বিলিয়ন ছিল।

কানাডায় প্রায় ২.৯ মিলিয়ন ভারতীয় বংশোদ্ভূত মানুষ বসবাস করেন এবং সেখানে ভারতীয় ছাত্রদের সংখ্যা ৪,২৭,০০০ ছাড়িয়ে গেছে।

তামিলনাড়ুতে দুই প্রাইভেট বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ, ৬ নিহত, ৩২ আহত

মাদুরাই, ২৪ নভেম্বর : তামিলনাড়ুর তেনকাসি জেলায় ইদাইক্কাল এলাকায় দুই প্রাইভেট বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে ছয় জন নিহত এবং ৩২ জন আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে সবাইকে তেনকাসির একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, সংঘর্ষের ফলে এক বাসের সামনের অংশ সম্পূর্ণভাবে ভেঙে যায় এবং যাত্রীদের মধ্যে অনেকেই গুরুতর আহত হন।

দুর্ঘটনাস্থলে বিপুল পরিমাণ কাচ ছড়িয়ে পড়ে এবং ট্রাফিক থমকে যায়। স্থানীয়রা ও জরুরি উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর পর এক্সকাভেটর ব্যবহার করে ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কার করা হয়।

পুলিশ জানায়, একটি বাস মাদুরাই থেকে তেনকাসি যাচ্ছিল এবং অন্যটি কড়াইয়ানাল্লুর দিকে যাচ্ছিল। সংঘর্ষের ফলে পাঁচ নারী ও এক পুরুষ ঘটনাস্থলে মারা যান। এখন পর্যন্ত দুর্ঘটনার কারণ জানার জন্য তদন্ত চলমান রয়েছে।

এ মাসের শুরুতে, তেলঙ্গানার রাঙ্গারেড্ডি জেলায় টিএসআরটিসি বাসের সঙ্গে একটি দ্রুতগামী ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে ২০ জন নিহত এবং ২০ জন আহত হয়েছিলেন। ওই বাসে ৭০ জনের বেশি যাত্রী ছিল।

এ দুর্ঘটনায়, অনেক যাত্রী ঘটনাস্থলেই মারা যান, এবং উভয় যানবাহনের ভেঙে যাওয়া অংশ সড়কের উপর ছড়িয়ে পড়ে। নিহতদের মধ্যে ১০ নারী, ৮ পুরুষ এবং একটি ৩ মাসের শিশুও ছিল।

এডিজি মাহেশ ভাগওয়ত জানান, দুর্ঘটনাটি ঘটে যখন বিকারাবাদ ডিপো থেকে হায়দ্রাবাদ যাচ্ছিল একটি বাস এবং বিপরীত দিক থেকে আসা একটি টিপার ট্রাক দ্রুতগতিতে বাসটিকে আঘাত করে।

কংগ্রেস সাংসদ জয়রাম রামেশকে "চিয়ারলিডার" মন্তব্যের জেরে রাজ্যসভা প্যানেলে ডাক

নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বর : ২০২৩ সালে কংগ্রেস নেতা জয়রাম রামেশ রাজ্যসভা চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখরের বিরুদ্ধে "চিয়ারলিডার" মন্তব্য করেছিলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে, বিজেপি সাংসদ সুধাংশু ত্রিবেদী এপ্রিল ২০২৩ সালে একটি অধিকার লঙ্ঘন অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে সোমবার রাজ্যসভা অধিকার কমিটি একটি সভা করে, যাতে রামেশকে এই বিষয়ে ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য ডাকা হয়।

কমিটিতে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি চেয়ারম্যান হারিভংশ, সুধাংশু ত্রিবেদী, দীপক প্রকাশ, কার্তিকেয় শর্মা, সুরেন্দ্র সিং নাগর ও জি কে ভাসান। সভায় বিষয়টিকে গুরুতর হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে এবং রামেশকে আবার ডেকে আরও স্পষ্টকরণ চাওয়া হতে পারে বলে জানা গেছে।

রামেশ কমিটিতে তার প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন, 'আমার উদ্দেশ্য কখনোই চেয়ারম্যানের অসম্মান করা ছিল না। আমি চেয়ারম্যানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করি।'

এই বিতর্কটি ২০২৩ সালের মার্চ মাসে শুরু হয়, যখন রামেশ রাজ্যসভা চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখরের সমালোচনা করে বলেছিলেন যে, তিনি সরকারের পক্ষ নিয়ে কাজ করছেন। রামেশ এক অনুষ্ঠানে বলেন, 'চেয়ারম্যান হলেন একজন অফিশিয়াল অম্পায়ার, রেফারি, বন্ধু, দার্শনিক ও গাইড সকলের জন্য। তিনি শাসক দলের জন্য চিয়ারলিডার হতে পারেন না। ইতিহাস নেতাদের শুধু তাদের দলের পক্ষে অতিরিক্ত উতাহী সুরক্ষার জন্য মূল্যায়ন করে না, বরং তাদের দায়িত্ব পালন করার মহিমা মাপা হয়।'

রামেশের এই মন্তব্যের পর কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী ২০২৩ সালের লন্ডনে একটি অনুষ্ঠানে ভারতের সংসদে বিরোধী দলের সদস্যদের মাইক্রোফোন বন্ধ থাকার অভিযোগ তুলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'আমাদের মাইক বন্ধ থাকে না, তবে তবুও তা চালু করা হয় না। এটা বহুবার আমার সঙ্গেও হয়েছে।'

'সংখ্যা ছাড়া আদর্শ প্রচার করা সম্ভব নয়': দেভেন্দ্র ফডনবিসের মন্তব্য, উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরলেন পি কে

নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বর : বিজেপি নেতা দেভেন্দ্র ফডনবিস সোমবার প্রশান্ত কিশোরের (পি কে) দল জন সুরাজকে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতি পাঠ দেন। তিনি বললেন, 'রাজনীতিতে আদর্শের চাইতে সংখ্যা সবসময় গুরুত্বপূর্ন।' বিহার নির্বাচনে তার দলের বিপুল পরাজয়ের পর এই মন্তব্য করেন তিনি।

ফডনবিস বলেন, 'একটি গণতন্ত্র চালানোর দুটি উপায় রয়েছে... একে আদর্শের মাধ্যমে অথবা সংখ্যার মাধ্যমে। তবে, আপনি সংখ্যার কাছে পৌঁছাতে না পারলে আদর্শ প্রচার করতে পারবেন না।' মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী, যিনি বিজেপি, একনাথ শিন্ডের শিবসেনা এবং অজিত পওয়ারের নেতৃত্বাধীন এনসিপির তিন দলীয় জোটের নেতৃত্ব দিচ্ছেন, একটি জনসমাবেশে এসব মন্তব্য করেন।

তিনি আরও বলেন, 'প্রশান্ত কিশোর আদর্শের কথা বলছিলেন, কিন্তু কোনো আসন জিততে পারেননি। রাজনীতিতে বাস্তবতা হলো, প্রাসঙ্গিকতা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আর তার জন্য প্রয়োজন সংখ্যার,' ফডনবিস বলেন।

ফডনবিসের এই মন্তব্য মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রেক্ষিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গত দুই সরকারের সময়ে রাজ্যে তিনটি দলীয় জোটের শাসন ছিল — বিজেপি নেতৃত্বাধীন মহাযুক্তি এবং উদ্ধব ঠাকরের নেতৃত্বাধীন মহা বিকাশ আঘাতি, যেখানে কংগ্রেস এবং শারদ পওয়ারের এনসিপি ছিল অংশীদার।

এছাড়া, মুম্বাই পৌরসভা নির্বাচন সামনে রেখে বিজেপি এবং তার জোটসঙ্গীদের মধ্যে রাজনৈতিক কৌশল নিয়ে আলোচনা চলছে। ইতিমধ্যেই, ফডনবিস এবং একনাথ শিন্ডে মধ্যে কিছু অফিস-বৈধতা নিয়ে মতবিরোধের গুঞ্জন রয়েছে, এবং অজিত পওয়ারের সঙ্গে জনসংযোগ নিয়ে আরও এক বিভেদ দেখা দিয়েছে।

ফডনবিস বলেন, 'আমাদের আদর্শ হয়তো মেলে না... কিন্তু আমরা একটি সাধারণ সর্বনিম্ন কর্মসূচির ভিত্তিতে সরকার চালাতে পারি।' তিনি ১৯৯০-এর দশককে উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেন, যখন ভারতে একাধিক প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। 'তখনকার তুলনায় আমরা এখন অনেক পরিপক্ব হয়ে উঠেছি,' তিনি বলেন, যা বিজেপির নির্বাচনী ফলাফল থেকেও স্পষ্ট।

রাজনৈতিক কৌশলবিদ প্রশান্ত কিশোরের দল জন সুরাজ বিহার নির্বাচনে ২৩৮টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেও কোনো আসন জিততে পারেনি। কিশোর আগেই ঘোষণা করেছিলেন যে, তার দল নির্বাচন পূর্ব কিংবা পরেও কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জোট গঠন করবে না। তিনি একে 'জঙ্গল রাজ' হিসেবে উল্লেখ করে জানিয়েছিলেন যে, তার দল মুসলিম ও যাদবদের বাইরে ভোটে তেমন প্রভাব ফেলতে পারবে না। যদিও কিশোরের পূর্বাভাস সঠিক প্রমাণিত হয়, আরজেডির (রাষ্ট্রীয় জনতা দল) ফলাফল আরও খারাপ হয়, যেখানে ২০১৫ সালের নির্বাচনে তারা ৫০টি আসন বেশি পেয়ে ছিল। তবে, আরজেডি এখনও তৃতীয় বৃহত্তম দল হিসেবে উঠে এসেছে, এবং ২৩ শতাংশ ভোট পেয়ে ২৫টি আসন লাভ করেছে।

অন্যদিকে, জন সুরাজ কোনো আসন পায়নি এবং ৩.৫ শতাংশের কম ভোট পায়। কিশোর বলেছিলেন, 'জন সুরাজ একটি বিকল্প হিসেবে জনগণের কাছে দেখা যায়, তাই আমাদের ফলাফল হতে পারে ১০ আসনেরও কম অথবা ১৫০টিরও বেশি আসন।'

তবে তিনি স্বীকার করেন যে, ভোটারদের কাছ থেকে প্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়া পাওয়ার জন্য একটি "বিশ্বাসের লাফ" প্রয়োজন, যা তার মতে, বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে একটি কঠিন কাজ।

কেরালায় বিএলও'র আত্মহত্যার হুমকি: এসআইআর দায়িত্বের চাপের অভিযোগ, মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ

কোট্টায়ম, ২৪ নভেম্বর : কেরালার কোট্টায়ম জেলার একটি বুথ লেভেল অফিসার আত্মহত্যার হুমকি দিয়েছেন, এসআইআর দায়িত্বের কারণে মানসিক চাপ ও নির্যাতনের অভিযোগ তুলে। তিনি বলেছেন, অতিরিক্ত কাজের চাপ তাকে আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দিয়েছে এবং এই পরিস্থিতি সহ্য করা তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।

অ্যান্টনি নামের ওই বিএলও, যিনি পুঞ্জার নির্বাচনী এলাকার বুথ ১১০-এ দায়িত্ব পালন করেন, একটি অডিও মেসেজ শেয়ার করেন, যা কর্মকর্তাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে ছড়িয়ে পড়ে। অডিওতে তিনি জানান, তিনি 'মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন' এবং কাজের চাপের কারণে আর সহ্য করতে পারছেন না।

অ্যান্টনি অভিযোগ করেন, এসআইআর দায়িত্বের আওতায় ভোটারদের আপডেট তথ্য সংগ্রহ করা খুবই চাপের এবং বেশিরভাগ মানুষ ফর্মটি পূর্ণভাবে পূর্ণ না করেই ফেরত দিচ্ছেন। 'এক সপ্তাহ ধরে আমি বাড়ি বাড়ি গিয়েছিলাম এবং ফর্ম দিয়েছিলাম। অধিকাংশ মানুষ এক পাশও পূর্ণ করেনি। আমি তাদের ২০০২ সালের তথ্যও খুঁজে বের করতে হয়। এখানে এমন কোনো মৌলিক ইন্টারনেট সুবিধা নেই,' তিনি বলেন।

অডিওতে তিনি আরও বলেন, 'আপনারা আমাদের শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করছেন। আমি যদি কিছু না করতে পারি বা যদি আমি মরে যাই, তাহলে এর জন্য নির্বাচনী কমিশন এবং এসআইআর দায়ী হবে।' তিনি আরো বলেন, 'যদি আমাকে এসআইআর দায়িত্ব থেকে মুক্তি না দেওয়া হয়, তবে আমি গ্রাম অফিসের সামনে বিষ পান করে আত্মহত্যা করব।'

অ্যান্টনি তার বার্তায় অভিযোগ করেছেন, যে কর্মকর্তারা তাদের কক্ষে বসে এয়ার কন্ডিশনারে আরাম করে কাজ করছেন, তারা মাঠে কাজ করা বিএলওদের কষ্ট বুঝতে পারছেন না। তিনি বলেন, 'এই চাপ সহ্য করা আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়।'

এই ঘটনার পর, স্থানীয় প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশন বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে নিয়ে বিষয়টির তদন্ত শুরু করেছে। বিএলও কর্মীদের শর্ত ও কাজের চাপ কমানোর জন্য আরও পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা চলছে।

প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ নিলেন বিচারপতি সূর্য কান্ত

নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বর : নতুন নজির সৃষ্টি করে ২৪ নভেম্বর, ২০২৫, সোমবার ভারতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই তাঁর সরকারি মের্সিডিজ-বেঞ্জ গাড়িটি নিজের উত্তরসূরি বিচারপতি সূর্য্য কান্তের জন্য রাষ্ট্রপতি ভবনে রেখে যান। এই দিনই বিচারপতি সূর্য্য কান্ত ভারতের ৫৩তম প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বিচারপতি কান্তকে শপথ গ্রহণ করান, একদিন পরেই, যখন তিনি, ১৬তম রাষ্ট্রপতি রেফারেন্স বেঞ্চের সদস্য হিসেবে, রাষ্ট্রপতি মুর্মু এবং রাজ্যপালদের রাজ্য আইন বিষয়ে কেন্দ্রীয় আদালতের নির্ধারিত সময়সীমা সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি জানিয়েছিলেন যে, রাজ্য আইন বিষয়ে রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালরা সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিত সময়সীমার দ্বারা বাধ্য নন।

শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, আইনমন্ত্রী অরুণ রাম মেঘওয়াল, লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা, উপ-রাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণন, প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি বিএর গাভাই, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা হরদীপ সিং পুরি, এইচডি কুমারস্বামী, পীযূষ গয়াল, জেপি নাড্ডা, প্রাক্তন উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধঙ্কর সহ আরও অনেকে।

জন্ম ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৬২, হরিয়ানার হিষার জেলার পেটওয়ার গ্রামে। ১৯৮৪ সালে মহর্ষি দয়ানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়, রোহতক থেকে আইন বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন বিচারপতি সূর্য্য কান্ত। তার পরের বছরই হিষার জেলা আদালতে আইনজীবী হিসেবে প্র্যাকটিস শুরু করেন। ১৯৮৫ সালে তিনি পাঞ্জাব এবং হরিয়ানা হাইকোর্টে আইনজীবী হিসেবে কাজ শুরু করেন, যেখানে তিনি সাংবিধানিক, সেবা এবং দেওয়ানি বিষয়ক মামলায় বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠেন। ২০০০ সালে তিনি হরিয়ানা রাজ্যের সর্বকনিষ্ঠ অ্যাডভোকেট জেনারেল নিযুক্ত হন এবং ২০০৪ সালে পাঞ্জাব এবং হরিয়ানা হাইকোর্টে স্থায়ী বিচারপতি হিসেবে মনোনীত হন।

হায়দ্রাবাদে আসাদুদ্দিন ওয়াইসির মন্তব্য, দিল্লির লালকেল্লা বিস্ফোরণ নিয়ে তীব্র প্রতিবাদ

হায়দ্রাবাদ, ২৪ নভেম্বর: এআইএমআইএম দলের প্রধান আসাদুদ্দিন ওয়াইসি দিল্লির লালকেল্লার কাছে হওয়া বিস্ফোরণকে অত্যন্ত নিন্দনীয় বলে মন্তব্য করেছেন। গত শুক্রবারের হামলায় অন্তত ১৫ জন প্রাণ হারান। এই ঘটনায়, যারা দেশের ক্ষতি করতে চায়, তাদেরকে 'সব ভারতীয়ের শত্রু' আখ্যা দেন তিনি। একটি জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে, ওয়াইসি এই হামলার জন্য অভিযুক্তদের পাশাপাশি, যারা মুসলিম সম্প্রদায়কে হামলার পর দোষারোপ করে, তাদেরও তীব্র সমালোচনা করেছেন।

লালকেল্লা বিস্ফোরণের বিষয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে, আসাদুদ্দিন ওয়াইসি অভিযুক্তদের চরম নিন্দা করেছেন। অভিযুক্তদের মধ্যে চারজনই ফারিদাবাদের আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসক, যাদের মধ্যে প্রধান সন্দেহভাজন হলেন ডঃ উমর নবী, যিনি বিস্ফোরক ভর্তি গাড়িটি চালিয়েছিলেন।

ওয়াইসি বলেন, "আমি তাদের নিন্দা করছি, যারা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বসে বোমা তৈরির পরিকল্পনা করে। ১৪ জন, তাদের মধ্যে হিন্দু-মুসলিম, প্রাণ হারিয়েছেন। যারা দেশের শত্রু, তারা আমাদের শত্রু। যদি এই ধরনের ঘটনা উপেক্ষা করা হয়, তবে এই নৃশংস ব্যক্তিরা তাদের অপরাধ পুনরায় করতে সক্ষম হবে।'

তিনি আরও যোগ করেন, 'এই ধরনের সহিংসতা সকল সম্প্রদায়কেই সমানভাবে প্রভাবিত করে, এবং এটি রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব বা আপত্তি ছাড়াই মোকাবিলা করা উচিত।'

ওয়াইসি তাঁর বক্তব্যে মুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষ ও নিন্দার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, "যারা আমাদের দেশপ্রেম নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, আমরা অনেক কিছু সহ্য করেছি এবং হয়তো আরও অনেক কিছু সহ্য করবো, কিন্তু আমরা কখনো আমাদের দেশকে ঘৃণা করিনি।'

তিনি আরও বলেন, 'যদি শোষকরা মুসলিমদের দমন করে, তবে তারা ভারতকেই দুর্বল করবে। মুসলিমদের প্রতি ঘৃণা যদি বাড়ানো হয়, তবে ভারতকে উন্নত জাতি হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হবে না।'

এছাড়া, ওয়াইসি সম্প্রতি ঘটে যাওয়া এক ঘটনার কথা উল্লেখ করেন, যেখানে একজন আইনজীবী ভারতের প্রধান বিচারপতি বি আর গাভাইয়ের দিকে একটি জুতো ছুড়ে ফেলেছিলেন। তিনি বলেন, "অযোধ্যা মামলায় আমাদের পক্ষে রায় ছিল না, কিন্তু কোনও মুসলিম কি কখনও বিচারকের দিকে জুতো ছুঁড়েছে? অথচ সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে কিছু বলা হয় না, কারণ তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।'

লালকেল্লা বিস্ফোরণের পর, বিস্ফোরকগুলি ফারিদাবাদের দাউজ গ্রাম থেকে উদ্ধার করা হয়, এবং একটি ব্যাপক তদন্ত শুরু হয়। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বর্তমানে 'হোয়াইট কলার টেরর মডিউল'-এর অনুসন্ধান করছে। তদন্তকারীরা আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয় এবং এর ব্যবস্থাপনা নিয়ে তদন্ত চালাচ্ছেন, যেখানে অভিযুক্তদের মধ্যে বেশ কয়েকজন চিকিৎসক, বিশেষ করে ডঃ উমর নবী, সংশ্লিষ্ট।

এখনো পর্যন্ত, তদন্তকারীরা বিভিন্ন নেটওয়ার্ক, সম্পর্ক এবং হামলার পিছনে থাকা আইডিওলজিক্যাল প্রভাব অনুসন্ধান করছেন।

পুরুষ ব্যক্তির মৃতদেহের সনাক্তকরণ চাই

Ref. East Agartala PS UD case No. 2025EAG078 dated 20/11/2025 U/s 194 BNSS.

পাশের ছবিটি অজ্ঞাত পরিচয় পুরুষ ব্যক্তির মৃতদেহ, নাম- শৈলেন দাস, পিতা- মৃত দেবেন্দ্র চন্দ্র দাস, সাং- ধলেশ্বর, থানা- পূর্ব আগরতলা, বয়স- আনুমানিক ৫০ বছর, উচ্চতা- ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি, গায়ের রং- শ্যামলা, মুখমণ্ডল- ডিম্বাকৃতি, গত ৬/১১/২৫ ইং তারিখ সন্ধ্যা ৫ টা ১ মিনিটে পুরাতন মোটর স্ট্যান্ড থেকে শ্রী অভি দাস দুর্বলতা ও শ্বাসজনিত সমস্যা নিয়ে এ.জি.এম.সি ও জি.বি.পি হাসপাতালে তাকে ভর্তি করা হয়েছিল। ১৯/১১/২৫ ইং তারিখে চিকিৎসরত অবস্থায় তিনি মারা যান। বর্তমানে মৃতদেহটি আগরতলা জি.বি.পি হাসপাতালের মর্গে রাখা আছে সনাক্তকরণ করার জন্য। আজ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি বা আত্মীয়-স্বজন মৃতদেহের দাবী করেনি।

উপরে উল্লেখিত মৃতদেহ সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকলে বা আত্মীয়-স্বজন থাকলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল :

১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) ০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬
২) সি. টি. কন্ট্রোল ৬০৩৩২৩৭৫১৪/ ১০০
৩) পূর্ব আগরতলা থানা ০৩৮১-২৩২-৫৭৭৪

ICA/D-1403/25

পুলিশ সুপার, পশ্চিম ত্রিপুরা

মণিপুরে স্থানচ্যুত মানুষের নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ, বাধা দিতে টিয়ারগ্যাস ছোড়া

ইম্ফাল, ২৪ নভেম্বর : ইম্ফল পূর্ব জেলার পুকাও এবং ডোলাইথাবি ড্যামের কাছাকাছি সোমবার শতাধিক স্থানচ্যুত (আইডিপি) মানুষ নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। তারা তাদের বাড়ি ফেরার জন্য আন্দোলন শুরু করলে, নিরাপত্তা বাহিনী তাদের আটকাতে টিয়ারগ্যাস ছোঁড়ে। এখনও পর্যন্ত জানা গেছে, ইকৌ, ডোলাইথাবি এবং ইয়েংখুমান এলাকার স্থানচ্যুতরা, যারা আগে ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নেন, তাদের বাড়ি ফেরার জন্য রাস্তায় নামেন। নিরাপত্তা বাহিনী তাদের বাধা দিলে, উত্তেজিত জনতা তাদের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে, যা সংঘর্ষের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। একটি প্রতিবাদী, এস কুমারজিৎ মৈতৈ, সাংবাদিকদের বলেন, 'আমরা প্রধানত কৃষক। আমাদের জীবিকা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে গেছে, যখন আমাদের বাড়ি ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য করা হয়েছে। এখন সরকার বলছে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়েছে, তাই আমাদের বাড়ি ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেয়া উচিত। আমরা কতদিন ত্রাণ শিবিরে অবস্থান করব? কেন নিরাপত্তা বাহিনী সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে লড়াই করছে না, আমাদের কেন শিবিরে আটকে রাখা হচ্ছে?' প্রতিবাদকারীরা নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করতে করতে ইম্ফাল পূর্ব জেলার সবচেয়ে সেনসিটিভ এলাকাগুলোর দিকে এগিয়ে যেতে থাকলে, নিরাপত্তা বাহিনী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য টিয়ারগ্যাস ব্যবহার করে।

বাংলাদেশ ভারতের কাছে শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণের জন্য আবারও আবেদন করেছে

ঢাকা, ২৪ নভেম্বর : বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার ভারতের কাছে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য আবারও প্রত্যর্পণ আবেদন করেছে।

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার সম্প্রতি ভারতের কাছে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণের জন্য নতুন একটি আবেদন পাঠিয়েছে। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের রায়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত শেখ হাসিনা ২০২৪ সালের আগস্ট থেকে ভারতে আশ্রয় নিয়ে আছেন। ৭৮ বছর বয়সী শেখ হাসিনা 'জুলাই উত্থান' নামে পরিচিত ছাত্র নেতৃত্বাধীন বিক্ষোভের মাধ্যমে সরকার উৎখাত হওয়ার পর ভারতে চলে যান।

এ বিষয়ে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন রবিবার নিশ্চিত করেন যে, ঢাকা একটি নতুন আনুষ্ঠানিক বার্তা দিলেও ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। ঢাকা ট্রিবিউন এবং রাষ্ট্রায়ত্ত সংবাদ সংস্থা বিএসএস-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান ভারতীয় রাজধানী দিল্লি থেকে আঞ্চলিক নিরাপত্তা বৈঠক শেষে দেশে ফেরার পরই এই চিঠি পাঠানো হয়।

এটি শেখ হাসিনার ভারতে চলে যাওয়ার পর পাঠানো তৃতীয় প্রত্যর্পণ আবেদন। এর আগে ২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে এবং বিচারের পরও আরেকটি চিঠি পাঠানো হয়েছিল। ঢাকা ভারতের কাছে সাবেক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকে ফিরিয়ে আনার আবেদনও করেছে, যিনি একই মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত এবং ধারণা করা হচ্ছে, তিনি ভারতে আত্মগোপন করে আছেন। একই মামলায় সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য সাবেক পুলিশ প্রধান চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুন পাঁচ বছরের কারাদণ্ড পেয়েছেন।

সোমবারের রায়ের পর বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ভারতের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেছে যে, দুই দেশের মধ্যে বিদ্যমান প্রত্যর্পণ চুক্তি অনুযায়ী, ভারতকে দণ্ডিত ব্যক্তিদের ফেরত পাঠানোর বাধ্যবাধকতা রয়েছে। মন্ত্রণালয় আরও সতর্ক করে দেয় যে, দণ্ডিত যুদ্ধাপরাধীদের আশ্রয় দেওয়া 'দ্রুততম শত্রুতা ও অবিচারের চিত্র' হতে পারে।

ভারতের প্রতিক্রিয়া, তবে, ছিল অপেক্ষাকৃত মৃদু। তারা কেবল রায়ের বিষয়টি 'নোট' করেছে এবং বাংলাদেশের শান্তি, গণতন্ত্র ও স্থিতিশীলতার প্রতি তার সহায়তার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে। তবে, তারা প্রত্যর্পণ আবেদনের বিষয়ে কোনো সরাসরি মন্তব্য করেনি।

ঢাকার নিরাপত্তা বিষয়ক বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আন্তর্জাতিক বিধি ও দুই দেশের দ্বিপক্ষীয় চুক্তি অনুযায়ী, ভারতকে দণ্ডিত ব্যক্তিদের ফেরত পাঠাতে হবে যখন একটি আনুষ্ঠানিক আবেদন করা হয়। বাংলাদেশের শান্তি ও নিরাপত্তা গবেষণা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক এএনএম মুনিরুজ্জামান বলেন, শেখ হাসিনার অনুপস্থিতিতে হওয়া বিচার আন্তর্জাতিক আইনের মানদণ্ড পূর্ণ করেছে এবং তাই তার বিরুদ্ধে দেওয়া মৃত্যুদণ্ড বৈধ। শেখ হাসিনার উৎখাতের পর বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা চলছে। জাতিসংঘ জানায়, জুলাই-আগস্ট ২০২৪ সালের মধ্যে ১,৪০০ জন নিহত হয়েছে, যাদের মৃত্যুর ওপর ভিত্তি করে হাসিনার বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছিল। এই উত্থানপরবর্তী পরিস্থিতি নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকারের গঠনের দিকে নিয়ে যায়। শেখ হাসিনার শাসনামলে বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্ক ছিল স্নিগ্ধ, তবে হাসিনার উৎখাতের পর থেকে সম্পর্ক তিক্ত হয়ে উঠেছে। তবে, সম্প্রতি বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার ভারত সফরের পর কিছুটা সম্পর্কের তৎপরতা দেখা গেছে। রিপোর্টে বলা হচ্ছে, তিনি ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালকে ঢাকা সফরের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

ধলাইয়ের কচুছড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে অনিয়মের অভিযোগ, প্রতিবাদে স্কুলে তালা ঝুলালো এলাকাবাসী

আগরতলা, ২৪ নভেম্বর : ধলাই জেলার কচুছড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনার অভিযোগ ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। অভিযোগ, অঙ্গনওয়াড়ি হেল্পার বহুদিন ধরেই শিশুদের যথাযথ খাবার পরিবেশন করছেন না। কচিকাঁচাদের পুষ্টিকর খাবার না পাওয়া এবং কেন্দ্রের সার্বিক অব্যবস্থাপনা নিয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এলাকাবাসীর দাবি, খাবারের মান খারাপ হওয়ার পাশাপাশি উপস্থিতি খাতায় কারচুপি ও সরকারি সুবিধা বণ্টনে অনিয়ম বহুদিন ধরেই চলছিল। এসব অভিযোগের জেরে সোমবার সকালে উত্তেজিত জনতা সরাসরি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে তালা ঝুলিয়ে দেন।

ঘটনার খবর পেয়ে কচুছড়া থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশের হস্তক্ষেপে উত্তেজনা কিছুটা প্রশমিত হলেও, স্থানীয়দের দাবি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা আনতে ও শিশুদের উপযুক্ত খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে প্রশাসনকে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের এই ঘটনায় কচুছড়া ও আশেপাশের এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে।

কমলপুর বাইপাসে হোটেলে অগ্নিকাণ্ড, অল্পের জন্য রক্ষা পেল সম্পূর্ণ হোটেল

কমলপুর, ২৪ নভেম্বর: বড়সড় অগ্নিকাণ্ডের হাত থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পেল কমলপুর বাইপাস সড়কে অবস্থিত ধলাই হোটেল ও রেস্টুরেন্ট। রবিবার গভীর রাতে হোটেলের ভেতরের রান্নাঘরে আগুন লাগার ফলে আংশিক ক্ষয়ক্ষতি হয়, তবে অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের দ্রুত তৎপরতায় বড় দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে।

হোটেল মালিকের বক্তব্য অনুযায়ী, রাতে প্রায় এগারোটা নাগাদ হোটেল বন্ধ করে তিনি বাড়ি ফেরেন। এরপর রাত বারোটার দিকে স্থানীয়দের কাছ থেকে হোটেলে আগুন লাগার খবর পান। দ্রুত তিনি ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখেন, রান্নাঘরে আগুন লেগে ধোঁয়া বের হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে খবর দেওয়া হয়।

অগ্নিনির্বাপক কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, রান্নাঘরের ভেতরে বিদ্যুতের শর্ট সার্কিট থেকেই আগুনের সূত্রপাত হয়েছে।

সময়মতো আগুন নিয়ন্ত্রণে আসায় বড়সড় ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা পান হোটেল মালিক। না হলে পুরো হোটেলটি ভস্মীভূত হয়ে যেতে পারত বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন স্থানীয়রা।

মতিনগর বাজারের শেডঘরের বেহাল দশা, প্রশাসনের নীরবতা নিয়ে ক্ষোভ ব্যবসায়ীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২৪ নভেম্বর: সোনামুড়া-বক্সনগর সড়কের পশ্চিম পাশে অবস্থিত মতিনগর বাজারসোনামুড়া মহকুমার অন্যতম পুরোনো ও ঐতিহ্যবাহী বাজার। প্রতিদিনই এখানে ভিড় জমে ক্রেতা-বিক্রেতাদের। কিন্তু বাজারের শেডঘরগুলির নাজুক অবস্থার কারণে চরম সমস্যায় পড়ছেন কৃষক থেকে ব্যবসায়ীসকলেই।

বাজারে মোট তিনটি শেডঘর থাকলেও দু'টি পুরোপুরি অকেজো হয়ে পড়ে আছে। আরেকটি শেডঘর বহু আগেই ভেঙে পড়ে ধ্বংসস্তূপ হয়ে রয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, বাম আমলে শেডঘর সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। বর্তমানে কেবল একটিমাত্র শেডঘর দাঁড়িয়ে থাকলেও সেটির অবস্থাও অত্যন্ত বিপজ্জনকযে কোনো মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা।

ব্যবসায়ী দীপঙ্কর পাল ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, অল্প বৃষ্টি হলেই শেডের ভেতর জল পড়ে। যে কোনও সময় ভেঙে পড়তে পারে শেডঘর। ভয় আর আতঙ্ক নিয়েই ব্যবসা করতে বসতে হয়। অনেকদিন আগে প্রশাসনের লোক মাপজোখ করে গেছেন, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বিশ্ব অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল সচেতনতা সপ্তাহ নিয়ে আলোচনাচক্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ নভেম্বর: বিশ্ব অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল সচেতনতা সপ্তাহ গত ২১ নভেম্বর গোর্খাবস্তিস্থিত স্বাস্থ্য ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের মাইক্রোবায়োলজি ডিপার্টমেন্টের হেড অব দ্য ডিপার্টমেন্ট প্রফেসর (ডাঃ) তপন মজুমদার এ বিষয়ে সচেতনতামূলক বক্তব্য রাখেন। তাঁর বক্তব্যে মাত্রাতিরিক্ত ও অপ্রয়োজনে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের কুফল তিনি তুলে ধরেন। প্রতি বছর ১৮ থেকে ২৪ নভেম্বর পালিত হয় বিশ্ব অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল সচেতনতা সপ্তাহ। অ্যাক্ট নাউ: প্রটেক্ট আওয়ার প্রেজেন্টসিকিউর আওয়ার ফিউচার। তিনি বলেন চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়েই।

অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা উচিত। পরকৃতপক্ষে অ্যান্টিবায়োটিকগুলি স্বাস্থ্যের উপর পার্শ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে এবং তাদের অপ্রয়োজনীয় ও বারবার ব্যবহার স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব সৃষ্টি করে এবং পরিবেশকেও দূষিত করে। অ্যান্টিবায়োটিক অপ্রয়োজনে ব্যবহারের ফলে ভবিষ্যতে অ্যান্টিবায়োটিকে কার্যক্ষমতা কমে যেতে পারে। অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধের বিষয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তাকে অনুধাবন করে বিশ্ব অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল সচেতনতা সপ্তাহ উদযাপন করা হয়। এই আলোচনা চক্রে স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাঃ দেবাশ্রী দেববর্মাপরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক অধিকারের যুগ্ম অধিকর্তা ডাঃ নির্মল সরকার সহ অন্যান্য আধিকারিকগণ, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকবৃন্দ, বিভিন্ন জেলা হাসপাতালের মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট এবং মহকুমা হাসপাতালের সাব ডিভিশনাল মেডিকেল অফিসারগণ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা স্টেট ইজ কন্টোল সোসাইটির প্রজেক্ট ডাইরেক্টর, ত্রিপুরার রাজ্য রক্ত সঞ্চালন পর্যদের মেম্বার সেক্রেটারি সহ বিভিন্ন স্তরের অফিসাররা।

ফটিকরায় পাবলিক লাইব্রেরিতে বিধানসভার লাইব্রেরি কমিটির পরিদর্শন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ২৪ নভেম্বর: কুমারঘাট মহকুমার ফটিকরায় পাবলিক লাইব্রেরি পরিদর্শন করলেন ত্রিপুরা বিধানসভার লাইব্রেরি কমিটির প্রতিনিধি দল। মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত এই পরিদর্শনে লাইব্রেরির পরিকাঠামো, পরিষেবা ও নানা সমস্যার দিক খতিয়ে দেখেন কমিটির সদস্যরা।

লাইব্রেরিতে কর্মরত ১৫ জন স্কুল ও কলেজ পড়ুয়ার সঙ্গে মতবিনিময় করেন প্রতিনিধিরা। তাদের অভিজ্ঞতা, সমস্যাবলি এবং লাইব্রেরি পরিষেবা আরও উন্নত করার বিষয়ে আলোচনা হয়।

পরিদর্শন দলে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক তথা লাইব্রেরি কমিটির চেয়ারপার্সন স্বপ্না দেববর্মা, বিধায়ক রামু দাস, জিতেন্দ্র মজুমদার, নয়ন সরকারসহ অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিরা।

ফটিকরায় পরিদর্শন শেষে প্রতিনিধি দল উত্তর জেলার কাঞ্চনপুর ও পানিসাগর লাইব্রেরিগুলিও পরিদর্শনে রওনা দেন।

বন্যা অতীত, সরকারি সহযোগিতায় ছন্দে রতিয়ার কৃষি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২৪ নভেম্বর: ২০২৪ সালের আগস্ট মাস। রাজ্যের মানুষের কাছে এক ভয়ানক স্মৃতি। বিশেষ করে কৃষির সাথে যারা যুক্ত তাদের পরিপ্রেক্ষিতে এই স্মৃতিটা কালো অধ্যায়, কেননা বন্যার ভয়াবহতায় ত্রিপুরা রাজ্যের প্রায় গোটা কৃষি ব্যবস্থাটাই এক সময় দুমড়ে মুচড়ে গেছিল। এরকমই এক কৃষি প্রধান এলাকা কল্যাণপুর কৃষি মহকুমার অন্তর্গত দক্ষিণ দুর্গাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকা। রাজ্যের অন্যান্য স্থানের সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের বিশেষ করে এক নম্বর , দুই নম্বর এবং পাঁচ নম্বর ওয়ার্ড মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। সিংহভাগ কৃষি জমি কোথাওবা বালির নিচে আবার কোথাওবা পলির নিচে পড়ে গেছিল। স্বাভাবিকভাবেই আবার কিভাবে উর্বর এই কৃষি জমি গুলোকে শস্য শ্যামলা করে তোলা যায়! এই বিষয়ে গভীর চিন্তায় ছিল এলাকার কৃষকরা। তবে পাশে দাঁড়িয়েছে সরকার তথা কৃষি দপ্তর এবং স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত।

পরিকল্পনা করে বিশেষ করে রেগার কাজের সফল বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে সংশ্লিষ্ট জমি গুলোকে আবার শস্য শ্যামলা উর্বর জমিতে পরিণত করা হয়েছে। যেই জমি গুলি একসময় বালি আর কাঁদায় রীতিমতো ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল আজ সঠিক জমি সমতল বা পুন:নির্মাণের মধ্য দিয়ে কৃষকদের মুখে হাসি ফুটেছে। খুশি এলাকার কৃষকরা। কৃষি জমি গুলো বন্যার পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, আমার মত কৃষকদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছিল, তবে আমরা ঘাবড়ে যাইনি, বিশ্বাস ছিল সরকার পরিকল্পনা করে আমাদের পাশে থাকবে। সরকার স্থানীয় পঞ্চায়েতের মাধ্যমে রেগার শ্রম দিবস সৃষ্টি করে যেভাবে প্রায় ধ্বংস হয়ে যাওয়া জমিগুলোকে আবারো কৃষিবান্ধব জমিতে পরিণত করেছে, এটা নিশ্চিতভাবে আমাদের কাছে বড় প্রাপ্তি।

আজকের দিনে দাঁড়িয়ে এই এলাকার কৃষকরা ভয়াবহতার সেই কালো স্মৃতিকে অতিক্রম করে এক সুন্দর ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। অনেকটা এরকম ভাবেই বন্যা পরিস্থিতি মোকাবেলা করে বর্তমানে আবার কৃষিকে আঁকড়ে ধরা দক্ষিণ দুর্গাপুরের এক কৃষক রানু চন্দ্র পাল আমাদের সাথে কথা বলার সময় বলছিলেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, এই কৃষি জমিগুলোতে এখন ফুলকপি, বাঁধাকপি, ধনে পাতা, কাঁচা মরিচ , ধান থেকে শুরু করে রকমারি ফসল নজরে পড়ছে, যা সত্যি সত্যিই দাবি করে রেগা সহ সরকারি যে কোন প্রকল্পের সঠিক বাস্তবায়ন আমাদেরকে অনেকটাই বিকশিত করে।

ত্রিপুরায় ২০,০০০ এর অধিক চাকরি দেওয়া হয়েছে, আরও প্রক্রিয়া চলছে: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২৪ নভেম্বর: মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা আজ বলেছেন, দেশের একতা এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের কাজের অবদানকে স্মরণ করার জন্য দেশ জুড়ে একাধিক কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়েছে। আজ আগরতলার সার্কিট হাউজ সংলগ্ন গান্ধী মূর্তির পাদদেশ থেকে আয়োজিত সর্দার @১৫০ ইউনিটি মার্চ উদযাপনে অংশগ্রহণ করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে সাক্ষাতে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে প্রতিটি রাজ্যে তাঁকে স্মরণ করার জন্য, বিশেষ করে দেশের জন্য তাঁর অবদান ও দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টার কথা মনে রেখে বিভিন্ন কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল দেশের সমস্ত রাজ্যকে একত্রিত করার জন্যও কাজ করেছিলেন। ১৯৪৭ থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল দেশের ঐক্যের জন্য কাজ করেছিলেন। তাঁকে এবং দেশের জন্য তাঁর অবদানকে স্মরণ করার জন্য একগুচ্ছ কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়েছে। স্কুল এবং কলেজ স্তরে বিতর্ক প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়েছে। ডাঃ সাহা আরও জানান যে তিনি আগামীকাল গুজরাট যাবেন। সেখানে পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করবেন। গুজরাটে সমস্ত মুখ্যমন্ত্রীদের পদযাত্রায় যোগ দিতে বলা হয়েছে এবং বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হবে। অনেক যুব এখনও তাঁর সম্পর্কে তেমন অবগত নয় এবং যুবদের অবশ্যই দেশের জন্য তাঁর অবদান সম্পর্কে অবগত হতে হবে। আমাদের দেশের ঐক্যকে নষ্ট করার ষড়যন্ত্র চলছে এবং আমরা সেবিষয়ে কঠোর নজর রাখছি।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্য সরকার ত্রিপুরায় ২০,০০০ এরও অধিক চাকরি দিয়েছে এবং আগামীদিনে আরও চাকরির সুযোগ দেওয়া হবে। আর এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে।

এদিন এই কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক মন্ত্রী টিংকু রায়, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের দায়িত্বপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল, পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের পি কে চক্রবর্তী, পশ্চিম জেলার জেলাশাসক বিশাল কুমার, পুলিশ সুপার নমিত পাঠক এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

রাস্তার বালি ও মাটি ধানের জমিতে পড়ায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা, প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৪ নভেম্বর: অবৈজ্ঞানিক কাজের ফলে কৃষকদের মাথায় হাত। রাস্তার বালি ও মাটি ধানের জমিতে পড়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন কৃষকরা। এরই ফলে গ্রামবাসীদের সড়ক অবরোধ। ঘটনা উত্তর জেলার ধর্মনগর মহকুমার পশ্চিম ইছাইলালছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ এবং ৩ নং ওয়ার্ড এলাকায়।

উক্ত এলাকা দিয়ে নির্মীয়মান বিকল্প জাতীয় সড়ক ২০৮ এ—এর রাস্তার কাজের জন্য ফেলা অতিরিক্ত মাটির ফলে সড়কের দু'পাশের প্রায় ২০-২৫ খানি কৃষিজমি এখন জলমগ্ন হয়ে পুকুরে পরিণত হয়েছে। বর্ষার জলে জমা জলের কারণে জমিতে কোনো ধরনের চাষাবাদ করা যাচ্ছে না।স্থানীয়দের অভিযোগ, জমা জলের ফলে বহু পুকুরের মাছ ভেসে গেছে এবং মূল্যবান গাছপালা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এতে প্রায় কুড়িটি পরিবার ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছে। এমনকি বেশ কয়েকটি বাড়িতেও জল ঢুকে প্লাবিত হয়েছে।

জানা যায়, গত প্রায় তিন বছর ধরে এই বিকল্প জাতীয় সড়কের নির্মাণ কাজ চললেও গত এক বছর ধরে মাটি ফেলে কাজ শুরু হওয়ার পর থেকেই সমস্যার সূত্রপাত। ভুক্তভোগীরা বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার নির্মাণ সংস্থার সঙ্গে স্থানীয় পঞ্চায়েত ও জেলা শাসকের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। তাঁদের প্রধান দাবি, ওই এলাকায় একটি কালভার্ট নির্মাণ করা হোক অথবা জল নিষ্কাশনের স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

প্রায় ১৫ দিন আগে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী তাঁদের জলন্ত দাবি নিয়ে ২ এবং ৩ নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যবর্তী স্থানে বিকল্প জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। নির্মাণ সংস্থার প্রতিনিধিরা এসে এক সপ্তাহের মধ্যে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিলে তখন অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। কিন্তু নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেলেও কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না হওয়ায় রবিবার সকাল থেকে ফের অনির্দিষ্টকালের জন্য নির্মীয়মান বিকল্প জাতীয় সড়কে বাঁশ বেঁধে সড়ক অবরোধ শুরু করেন স্থানীয় মানুষজন।এদিন সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত অবরোধ চললেও নির্মাণ সংস্থা বা প্রশাসনের কোনো আধিকারিক ঘটনাস্থলে না আসায় ক্ষোভ আরও দ্বিগুণ হয়।স্থানীয়দের স্পষ্ট বক্তব্য, দ্রুত স্থায়ী সমাধান না হলে তাঁরা এই আন্দোলন অব্যাহত রাখবেন।এদিকে, অবরোধের জেরে বিকল্প জাতীয় সড়কে পথচারী ও নির্মীয়মান সংস্থার যানবাহন চালকদেরও ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে।

ধর্মনগরে দুই দিনব্যাপী সারা ভারত প্রকাশ্য কৃষক সভা: সুসজ্জিত মিছিলের মাধ্যমে সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৪ নভেম্বর : ধর্মনগরে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে সারা ভারত প্রকাশ্য কৃষক সভা। দুই দিনব্যাপী এই কর্মসূচিকে ঘিরে সোমবার ধর্মনগর নোয়াপাড়াস্থিত সিপিআইএম দলীয় কার্যালয় থেকে আয়োজন করা হয় এক সুসজ্জিত ও বিশাল মিছিল।

মিছিলটি শহরের বিভিন্ন প্রান্ত পরিক্রমা করে পুনরায় ফিরে আসে দলীয় কার্যালয়ে। সেখানেই আজ থেকে শুরু হচ্ছে সারা ভারত প্রকাশ্য কৃষক সভার মূল অনুষ্ঠান।

মিছিলের শুরুর সারিতেই উপস্থিত ছিলেন ধর্মনগরের প্রাক্তন বিধায়ক অমিতাভ দত্তসহ সিপিআইএম-এর অন্যান্য নেতৃত্বন্দ।

প্রয়াত শোলের বীরু

● প্রথম পাতার পর

তিনি ২০০৪ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত ভারতীয় জনতা পার্টির সদস্য হিসেবে রাজস্থানের বিকানের থেকে লোকসভা নির্বাচিত হন। তবে রাজনীতিতে তার কাজের তুলনায় সিনেমার ক্ষেত্রেই তিনি সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় ছিলেন।

ধর্মেন্দ্রর পারিবারিক জীবনও আলোচনা বিষয়। তিনি প্রথমে বিখ্যাত অভিনেত্রী হেমা মালিনীকে বিবাহ করেন, এবং তাদের দুটি সন্তান, এক কন্যা এসা দিওল ও এক কন্যা আহানা দিওল রয়েছে। তার প্রথম স্ত্রীর নাম ছিল প্রকাশ কৌর, এবং তাদের দুটি সন্তান, সানি দিওল ও ববি দিওল। সানি এবং ববি দু"জনই বলিউডের খ্যাতনামা অভিনেতা।

ধর্মেন্দ্র তার দীর্ঘ অভিনয় জীবনে অনেক চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন। তার শেষ ছবি ছিল 'ইক্কিস' , যার পোস্টার সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছিল। এছাড়াও, ২০২৪ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'রকি অর রানি কি প্রেম কাহানি' সিনেমায় তার অভিনয় সমালোচকদের কাছ থেকে প্রশংসিত হয়েছিল। ধর্মেন্দ্রর মৃত্যু ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে এক বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি করেছে। তিনি একাধারে একজন দুর্দান্ত অভিনেতা, একটি কাল্পনিক চরিত্র, এবং একজন মানবিক প্রতিভা ছিলেন। তার অবদান চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ভারতীয় সিনেমার প্রতি তার অবদান এবং তার অভিনয়ের মাধ্যমে তৈরি করা শক্তিশালী চরিত্রগুলি তাকে চিরকাল অমর করে রাখবে।

ধর্মেন্দ্রকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে তার পরিবার, বন্ধু, এবং চলচ্চিত্র জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা উপস্থিত রয়েছেন মুম্বাইয়ের পওয়ান হান্স শ্মশানে। তাদের জন্য একমাত্র প্রার্থনা ওম শান্তি।

তিন দিনের পুলিশ রিমান্ডে

● প্রথম পাতার পর

দশ বছর থেকে আগরতলায় চলে আসেন তিনি। এখানে আসার পর তার স্ত্রী ও নাম পরিবর্তন করে হয়ে যান আঁখি ভৌমিক। এমনকি বিধান ভৌমিক আধার কার্ডে প্রতিমা ভৌমিকের বাবার নাম নিজের বাবার নাম হিসেবে ব্যবহার করেছেন। সবকিছু উল্লেখ করে আঁখিদেবী রবিবার শহরের মহিলা থানায় এফআইআর দায়ের করেছেন।

স্ত্রীর অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে, রবিবার মহিলা থানায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতার বেশ কয়েকটি ধারায় মামলা হয়েছে বিধানের নামে। কেইস নং-২০২৫ ডব্লিউইএ ০৫৭। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৮৫, ১০৯, ১১৭ (২) এবং ৩৫১ ধারায় মামলা হয়েছে।

অভিযোগ, তিনি সেখানে বেআইনিভাবে বাংলাদেশ গিয়ে ধর্ম পরিবর্তন করে বিয়ে করেছিলেন। সেখানে জেল খেটেছেন। এপারে ফিরে এসে তিনি আবার হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করেন এবং স্ত্রীর অভিযোগ মোতাবেক, নিয়মিতভাবে পারিবারিক অশান্তি সহ বিবিধ অবৈধ কার্যকলাপে যুক্ত রয়েছেন। স্ত্রীকে বিধান ভৌমিক শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করে বলে অভিযোগ। পাশাপাশি স্ত্রী সন্তানের কোনো ভরণপোষণ ও প্রদান করেননা বলে অভিযোগ।

সুপ্রিমকোর্টের প্রধান

● প্রথম পাতার পর

জেলার পেটওয়ার গ্রামে। ১৯৮৪ সালে মহর্ষি দয়ানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়, রোহতক থেকে আইন বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন বিচারপতি সূর্য কান্ত। তার পরের বছরই হিষার জেলা আদালতে আইনজীবী হিসেবে প্র্যাকটিস শুরু করেন। ১৯৮৫ সালে তিনি পাঞ্জাব এবং হরিয়ানা হাইকোর্টে আইনজীবী হিসেবে কাজ শুরু করেন, যেখানে তিনি সাংবিধানিক, সেবা এবং দেওয়ানি বিষয়ক মামলায় বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠেন। ২০০০ সালে তিনি হরিয়ানা রাজ্যের সর্বকনিষ্ঠ অ্যাডভোকেট জেনারেল নিযুক্ত হন এবং ২০০৪ সালে পাঞ্জাব এবং হরিয়ানা হাইকোর্টে স্থায়ী বিচারপতি হিসেবে মনোনীত হন।

২০১৮ সালে তিনি হিমাচল প্রদেশ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন এবং ২০১৯ সালের ২৪ মে সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। ২০২৫ সালের ১৪ মে থেকে তিনি ন্যাশনাল লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটির নির্বাহী চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। গত ছয় বছরে সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি সূর্য কান্ত ৩০০টিরও বেশি রায় প্রদান করেছেন। তিনি সংবিধান সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ মামলায় অংশগ্রহণ করেছেন, যেমন- আর্টিকেল ৩৭০ বাতিলের পক্ষে রায়, নাগরিকত্ব আইন ৬এ ধারা সংক্রান্ত রায়, এবং দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের অন্তর্বর্তীকালীন জামিন প্রদান সংক্রান্ত রায়। সর্বশেষ, তিনি রাজ্য বিলসমূহের ওপর রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালের সম্মতির সময়সীমা নির্ধারণ সংক্রান্ত রেফারেন্সের বেঞ্চেও অংশগ্রহণ করেন।

ব্রজেন্দ্রনগর সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে আহত পাচারকারী

● প্রথম পাতার পর

অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল হলেও পেটের ভেতরে এখনও গুলি থাকতে পারেএ কারণে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে আগরতলার জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ালেও পরিস্থিতি বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। সীমান্তে অবৈধ পাচার চেষ্টা এবং বিএসএফের গুলি চালানোর ঘটনায় স্থানীয় থানার পাশাপাশি বিএসএফ কর্তৃপক্ষ পৃথকভাবে তদন্ত চালাচ্ছে।

বিজেপি সরকারকে

● প্রথম পাতার পর

ব্যর্থ হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। তিনি আরও অভিযোগ করেন, নির্বাচন কমিশনকে সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে এনে তাকে "পোষা টিয়া পাখি"তে পরিণত করা হয়েছে। নতুন 'এসআইআর' কর্মসূচিকে তিনি "ভোটচুরির নয়া ফন্দি" বলে আখ্যা দেন। তার দাবি, বিহারে মাত্র দেড়—দুই মাসের মধ্যে তড়িঘড়ি করা এসআইআর-এর ফলে বিরাট অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে।

শ্রী সাহার আরো অভিযোগ, বিহারের মোট ৭ কোটি ৪২ লক্ষ ভোটারের মধ্যে ৬৭ শতাংশ ভোট পড়ার কথা, অর্থাৎ ৪ কোটি ৯৭ লক্ষ। অথচ কমিশনের তথ্য অনুযায়ী গণনা হয়েছে ৭ কোটি ৪৫ লক্ষ ভোট। এই অতিরিক্ত ২ কোটি ৪৮ লক্ষ ভোট কোথা থেকে এলোএই প্রশ্ন তোলেন তিনি। এছাড়াও এসআইআর-এ ৬৫ লক্ষ ভোটারের ইপিক যাচাই এবং ২১ লক্ষ নতুন ভোটার সংযোজনের স্বচ্ছতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির অভিযোগ, দেশের সংকটপূর্ণ মুহূর্তে এই ২৭২ জন নাগরিক কখনও মুখ খোলেননি। তিনি উদাহরণ দেনরামমন্দির-বাবরি মামলা রায়ের বিচারকের বিতর্কিত মন্তব্য, পুলওয়ামা হামলায় নিরাপত্তা ব্যর্থতা, পেহেলগাম ও দিল্লিতে জঙ্গি হামলা, অপারেশন সিঁদুর বন্ধ হওয়ার প্রসঙ্গে ট্রাম্পের মন্তব্য, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির উপর আক্রমণ

এই ঘটনাগুলিতে তাদের নীরব অবস্থানকে তিনি প্রশ্নবিদ্ধ বলে উল্লেখ করেন। আশীষ সাহা বলেন, "মোদি-শাহ, নির্বাচন কমিশন এবং ২৭২ জন বিবৃতিকারীর প্রতি দেশের মানুষের ঘৃণা ও ধিক্কারই প্রাপ্য। দেশের জনগণ আর নীরব থাকবে না। গণতন্ত্র ও সংবিধান রক্ষার দায় জনগণই নিজেদের কাঁধে তুলে নেবেএটিই সময়ের দাবি।" তিনি আশা প্রকাশ করেন, দেশের মানুষ ভবিষ্যতে আর কোনও অনিয়ম, বিভ্রান্তিকর প্রচার বা গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের বিরুদ্ধে নীরব থাকবে না।

যোগ্য মানব

● প্রথম পাতার পর

থাকবে। মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগ প্রাপকদের উদ্দেশ্যে বলেন, ছাত্রছাত্রীদের কল্যাণে সব সময় নিজেদেরকে আপডেট রাখতে হবে। ক্লাসে ঢোকার পূর্বে নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে। আর নিজের মধ্যে এই বোধ জাগ্রত করতে হবে যে ক্লাসগুলি মন্দির। তবেই অনন্য উদাহরণ সৃষ্টিকারী শিক্ষক শিক্ষিকা হওয়া সম্ভব। এক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী নিজের সাথে তার শিক্ষাগুরুদের আজও যোগাযোগ রাখার কথা নিজের বক্তব্যে তুলে ধরে নিয়োগপ্রাপ্ত সকলদের উৎসাহিত করেন।

মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মার্গদর্শনেই দেশে জাতীয় শিক্ষানীতি চালু করা হয়েছে। যার প্রধান উদ্দেশ্য ভারতীয় সংস্কৃতিকে ভিত্তি করে দেশের ঐতিহ্যময় শিক্ষা ব্যবস্থার নবজাগরণ। তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত ৫ হাজার জনের বেশি কন্ট্রাকচ্যুয়াল ও আউটসোর্সিং চাকরি দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে নিপুণ ত্রিপুরা, সিএম, সাথ, মিশন মুকুল, সহর্ষ, ১২৫টি বিদ্যালয়কে বিদ্যাজ্যোতি ও ৮৪টি বিদ্যালয়কে পি.এম.-শ্রী স্কুলে রূপান্তরিত এবং সিএম, কন্যা আত্মনির্ভর যোজনা চালু করা হয়েছে। বর্তমানে উচ্চশিক্ষার জন্য রাজ্যে ৩টি এম.বি.বি.এস, নার্সিং কলেজ, এ.এন.এম. ও জি.এন.এম. কলেজ, এগ্রিকালচার, ফিসারি, ভেটেরিনারি কলেজ রয়েছে। তাছাড়া ট্রিপল আই.টি. ন্যাশনাল ল" ইউনিভার্সিটি, ন্যাশনাল ফরেন্সিক সায়েন্স ইউনিভার্সিটি, এন.আই.টি. সহ বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমানে রাজ্যে রয়েছে। সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলিতে অংশগ্রহণের জন্য লক্ষ্য প্রকল্পে ইতিমধ্যে ১০ জনকে সহায়তা করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, সম্প্রতি নতুন দিল্লিতে উত্তর পূর্বাঞ্চল বিজনেস সামিট অনুষ্ঠিত হয়েছিল। যেখানে এই অঞ্চলের ৮টি রাজ্যের সাথে বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকার মউ স্বাক্ষর হয়েছে। তারমধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যের সাথেই প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকার মউ স্বাক্ষরিত হয়। রাজ্যে আইনের শাসন রয়েছে বলেই তা সম্ভব হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে আলোচনায় রাজ্য সরকারের বিশেষ সচিব রাভেল হেমেন্দ্র কুমার বলেন, বর্তমান সময়ের শিক্ষক শিক্ষিকাদের শিক্ষার্থীদের মধ্যে দলগত ভাবনা তৈরির উপর বিশেষ জোর দেওয়া উচিত। রাজ্যের ১,২০০টি বিদ্যালয়ে প্রায় ৩,৫০০ জনের মতো দিব্যাঙ্গজন ছাত্রছাত্রী রয়েছে। তাদের কল্যাণেও রাজ্য সরকার যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা এন.সি. শর্মা বলেন, ফিজিক্যাল এডুকেশন টিচারদের রাজ্যের বিদ্যাজ্যোতি বিদ্যালয়গুলিতে পোস্টিং দেওয়া হবে, যেখানে শারীর শিক্ষাকে একটি বিষয় হিসেবে শিক্ষার্থীদের পড়ানো হবে। স্পেশাল এডুকেটররা দিব্যাঙ্গ ছাত্রছাত্রীদের প্রশিক্ষণ দেবেন। অনুষ্ঠান মঞ্চে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বুনিয়াদি শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা রাজীব দত্ত এবং এস.সি.ই.আর.টি.-এর অধিকর্তা এল, ডার্লং। অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের বিভিন্ন স্তরের আধিকারিকগণ সহ নিয়োগপত্র প্রাপকদের অভিভাবকগণও উপস্থিত ছিলেন।

গভীর রাতে

● প্রথম পাতার পর

পুলিশ নীরব দর্শকের ভুমিকা পালন করছিলো বলে জানায় গোলধারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান।

রবিবার গভীর রাতের ঘটনার ব্যাপারে বলতে গিয়ে গোলধারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কাপুররাজ সিনহা জানান যে, গভীর রাতে চার অপরিচিত যুবককে তিলকপুর গ্রামে দেখতে পেয়ে গ্রামবাসীদের সন্দেহ হলে গ্রামবাসীরা অপরিচিত যুবকদের সাথে কথা বলতে শুরু করে। যুবকদের কথায় অসংলগ্নতা পায় গ্রামবাসীরা। পরবর্তী সময়ে যুবকদের কাছ থেকে বন্দুক উদ্ধার করে গ্রামবাসীরা। সাথে সাথেই গ্রামবাসীরা অপরিচিত যুবকদের উত্তম মধ্যম দিয়ে বন্দুক কেড়ে নেয় এবং কৈলাসহরের অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে খবর দেয় এবং কৈলাসহর থানার পুলিশকেও জানায়। খবর পেয়ে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে চার অপরিচিত জখম যুবকদের উদ্ধার করে ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যায় এবং কৈলাসহর থানার পুলিশের হাতে বন্দুক তোলে দেয় গ্রামবাসীরা। প্রধান কাপুররাজ সিনহা এও জানায় যে, কৈলাসহর থানার পুলিশের পক্ষ থেকে প্রতিদিন নাইট পেট্রোলিং দেওয়া হচ্ছে না। যারফলে গ্রামে প্রতিদিন চুরি হচ্ছে। গ্রামবাসীরা খুব শীঘ্রই গ্রামে নিজেরা পাহাড়া দেওয়ার পরিকল্পনা নিচ্ছে বলেও জানান প্রধান কাপুররাজ সিনহা।

এই ঘটনার ব্যাপারে পুলিশ প্রকাশ্যে কিছু বলতে নারাজ। তবে, বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায় যে, ধৃত চার যুবকের নাম হলো জুয়েল আলী, রাশেদ আলী, আসুক আলী এবং বাবলু আলী। ধৃত বাবলু আলীর বাড়ি কৈলাসহরে ফুলবাড়িকান্দি গ্রামে এবং বাকী তিন জনের বাড়ি কৈলাসহরের হীরাছড়া এডিসি ভিলেজ এলাকায়। চার যুবকের কাছ থেকে যে বন্দুক গুলো পাওয়া গেছে সেগুলো পাখী মারার বন্দুক বলেও জানা গেছে। ধৃত চার যুবক একটি বাইকে করে তিলকপুর গ্রামে এসেছিলো। গ্রামবাসীরা চার যুবককে এতটাই মারধোর করেছে যে, চার যুবক গুরুতর জখম হয়ে বর্তমানে ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। পুলিশ বাইকটিকেও বাজেয়াপ্ত করে কৈলাসহর থানা রেখেছে। এই ঘটনায় গোটা কৈলাসহর মহকুমায় তীব্র আতংক বিরাজ করছে।

মঙ্গল

অনূর্ধ ২৩ মহিলা টি-২০ ক্রিকেটে তামিলনাড়ুতে হেরে শুরু ত্রিপুরার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। পরাজয় দিয়ে শুরু ত্রিপুরার। তাও প্রতিপক্ষ তামিলনাড়ুর কাছে হেরে। খেলা বিসিসিআই আয়োজিত মহিলাদের অনূর্ধ ২৩ টি-টোয়েন্টি ট্রফি এলিট সি গ্রুপের। আজ, সোমবার থেকে হরিয়ানার লাহলিতে এই গ্রুপের খেলা শুরু হয়েছে। সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে তামিলনাড়ু দলের দলনেত্রী রোশনি প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেলেও তা কাজে লাগাতে পারেনি। ত্রিপুরা দলের মহিলা ক্রিকেটাররা নির্ধারিত ২০ ওভারে নয় উইকেট হারিয়ে পঞ্চান্ন রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে দলনেত্রী অন্বেষা দাস একমাত্র দুই অঙ্কের তথা ১৮ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। তামিলনাড়ুর ঈশ্বরিয়া লক্ষ্মী একাই চারটি উইকেট তুলে নেয় নয় রানের বিনিময়ে। এছাড়া, অক্ষরা শ্রীনিবাসন দুটি উইকেট পেয়েছেন ১২ রানের বিনিময়ে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে তামিলনাড়ুর প্রারম্ভিক ব্যাটসম্যানরা ব্যাটিং ব্যর্থতার পরিচয় দিলেও উইকেট কীপার কমলিনি অনবদ্য ব্যাট চালিয়ে দলকে জয়ের কাছাকাছি পৌঁছে দেয়। ৭.৪ ওভার খেলে ৩ উইকেট হারিয়ে তামিলনাড়ু জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। মূলত লো স্কোরিং টার্গেট তামিলনাড়ুর পক্ষে তেমন কঠিন অনুভব হয়নি। ত্রিপুরা দলের অন্বেষা দাস, পারমিতা চক্রবর্তী ও সেবিকা দাস প্রত্যেক একটি করে উইকেট পেয়েছেন। উল্লেখ্য আগামীকাল ত্রিপুরা দল দ্বিতীয় ম্যাচে আসামের বিরুদ্ধে খেলবে। বলাবাহুল্য, আসাম টিমও আজ, সোমবার নিজেদের প্রথম খেলায় চন্ডিগড়ের কাছে ৬ উইকেটে হেরে পয়েন্ট খুইয়েছে।

কোচবিহার ট্রফি : মধ্যপ্রদেশের বিশাল স্কোর, ইনিংস পরাজয়ের প্রহর গুনছে ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। পাহাড় প্রমাণ রান গড়েছে মধ্যপ্রদেশ। শুধু নিশ্চিত পরাজয় নয়, ইনিংস সহ পরাজয়ের প্রহর গুনছে ত্রিপুরা দল। কোচবিহার ট্রফি এলিট এ গ্রুপের দ্বিতীয় রাউন্ডে ত্রিপুরা-মধ্যপ্রদেশের ম্যাচ চলছে মধ্যপ্রদেশের সাগরে। সেখানকার এমপিসিএ ক্রিকেট গ্রাউন্ডে রবিবার প্রথম দিনে ত্রিপুরার গড়া প্রথম ইনিংসের ১১১ রানের জবাবে মধ্যপ্রদেশ ১২৫ রান সংগ্রহ করেছিল। আজ, সোমবার দ্বিতীয় দিনে মধ্যপ্রদেশ ৮১.৩ ওভার খেলে আরও পাঁচ উইকেট হারিয়ে দলকে ৫১৯ রানে পৌঁছিয়ে ইনিংস ঘোষণা করে দেয়। দলের পক্ষে যশবর্ধন সিং চৌহানের ২২৩ রান যথেষ্ট উল্লেখের দাবি রাখে। ২১৫ বল খেলে ২৬ টি বাউন্ডারি ও চারটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে যশবর্ধন ২২৩ রান পায়। অধিনায়ক মোনাল চৌহানের ১৭৭ রানও বেশ উল্লেখ করার মতো। মোনাল ২৪৯ বল খেলে বারোটি বাউন্ডারি ও তিনটি ওভার বাউন্ডারি মেরে ১৭৭ রান সংগ্রহ করে। ত্রিপুরা দলের সিদ্ধার্থ দেবনাথ তিনটি উইকেট পেয়েছে রানের বিনিময়ে। ৪০৮ রানে পিছিয়ে থেকে ত্রিপুরা দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করে দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ৬ ওভার ব্যাটিং এর সুযোগ পায়। ইতোমধ্যে কোনও উইকেট না হারিয়ে দশ রান সংগ্রহ করেছে। ওপেনার দীপঙ্কর ভাটনগর ৬ রানে এবং জয় চক্রবর্তী চার রানে উইকেটে রয়েছে।

ফেডারেশনের হাতে সময় কম

এই মরশুমে আইএসএলের সাময়িক সমস্যা মেটানোর চেষ্টা হচ্ছে

আইএসএল সংক্রান্ত মামলার পরের শুনানি দুই সপ্তাহ পর। সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা গত শুনানির দিন কোর্টকে বলেছেন, আইএসএল নিশ্চিত করছে কেন্দ্র। এমন বার্তার পর মনে হতেই পারে এই দুই সপ্তাহের মধ্যে ফেডারেশনের সব সমস্যা মিটে যাবে, তা কিন্তু নয়।

এই দুই সপ্তাহের মধ্যে আইএসএল সমস্যার সবকিছু সমাধান হয়ে যাবে তার সম্ভাবনা খুব কম। আইএসএলের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে ফেডারেশনের অনেক বিষয় জড়িয়ে আছে। যেমন এই আইএসএল আয়োজন করার জন্য এফএসডিএল বার্ষিক পঞ্চাশ কোটি টাকা করে দিত ফেডারেশনকে। সেই অর্থ দিয়ে ফেডারেশনের চলত। ফেডারেশনের খরচ বলতে শুধুমাত্র কর্মীদের বেতন নয়। আই লিগ আয়োজন থেকে আরম্ভ করে জাতীয় দলের খরচ তো আছেই, এছাড়াও একাধিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হত এই টাকায়। ফেডারেশনের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক খাতে ব্যয় করা হত এই টাকা থেকেই। স্বাভাবিকভাবে এবারের আইএসএল কোনও ক্রমে শুরু হয়ে গেলেও ফেডারেশনের মূল সমস্যা কিন্তু অনেক গভীরে। শুধু আইএসএল আয়োজনই বড় কথা নয়, সেখান থেকে অর্জিত অর্থ থেকে ফেডারেশন চালানোটাও একটা বড় দিক। প্রফুল্ল প্যাটেলের সময় এফএসডিএল আসায় এই টাকার জোগানটা শুরু হয়েছিল।

পরিস্থিতি যে দিকে যাচ্ছে, তাতে করে হয়তো এবছর কোনও ক্রমে সম্ভবত আইএসএলটা শুরু করে দেওয়া হতে পারে। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি ছাড়া ফেডারেশন এগিয়ে নিয়ে যাওয়া খুব কঠিন কাজ। ভারতীয় ফুটবলের উন্নয়নও থমকে যাবে। এখন আরেকটি দিক হল, কেন্দ্র দায়িত্ব নিলেও আইনত কোনও একটা কোম্পানিকে আইএসএল আয়োজন করার জন্য দিয়ে দিতে পারে না ফেডারেশন। সেক্ষেত্রে আইন মোতাবেক ফের টেন্ডার ডাকতে হবে। সেই টেন্ডার থেকে যে কোম্পানি দায়িত্ব পাবে, তারাই আয়োজন করবে আইএসএল। কেন্দ্র আসায় বিভিন্ন কর্পোরেট কোম্পানিগুলো আগ্রহ দেখাবে। তাদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রক কথা বলে রাখতে পারে। ফলে আইএসএল আয়োজন করার ক্ষেত্রে সুবিধা হবে। সেক্ষেত্রে হয়তো এবারের লিগ আয়োজনের জন্য তারা আসতে পারে। তারপর আগস্টের পর যখন ফেডারেশনের নতুন কমিটি আসবে, তখন হয়তো সেই কোম্পানি তাদের চুক্তি বৃদ্ধি করতে পারে।

তবে ফেডারেশনের হাতে সময় খুবই কম। নভেম্বরের শেষ দিক হতে চলল। এখন যদি ফেডারেশন ফের দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির জন্য কর্পোরেট সংস্থাগুলোর সঙ্গে আলোচনা করতে বসে, তাহলে সেই আলোচনা করতে করতেই বছর ঘুরে যাবে। ফলে লিগ আয়োজন সম্ভব নয়। কিন্তু আগস্টের পর হাতে সময় পাবে ফেডারেশন। দুই সপ্তাহের পর যদি এই মামলার ফের শুনানি হয়, আশা করা যাচ্ছে সরকারি কর্তারা বিভিন্ন কর্পোরেট সংস্থার সঙ্গে আলোচনাই করে রাখবেন সমগ্র বিষয়টি। আগামী শুনানির পর যদি কোর্ট পরবর্তী প্রক্রিয়া চালাতে অনুমতি দেয়, তাহলে ফের টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। সেই প্রক্রিয়া শেষ হতে ন্যূনতম এক সপ্তাহ লাগবে। সেটাও দেখতে দেখতে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ কেটে যাবে। তারপর ক্রিসমাসের ছুটি আছে। কোর্ট ছুটি পড়ে যাবে। হাতে সময় খুব বেশি নেই। তাই আশা করা যাচ্ছে, যেভাবে হোক লিগটা শুরু করতে হবে। যদি ফেডারেশন এখনও দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির দিকে তাকিয়ে থাকে, তাহলে এবারের লিগও চালু করা খুবই কঠিন। আর আইএসএল যদি না বিক্রি করতে পারে, তাহলে ফেডারেশনে অর্থ আসবে কীভাবে? এফএসডিএল তাদের চুক্তি মতো ডিসেম্বর পর্যন্ত অর্থ দিয়ে রেখেছে। তাই ফেডারেশনের আর্থিক সমস্যা নেই এই মুহূর্তে। যদি এফএসডিএল বা তাদের মতো কোনও কর্পোরেট কোম্পানি আসে এ মরশুমের লিগটা আয়োজন করতে, তাহলে হয়তো স্পেশাল কেস হিসাবে এই সমস্যাটা উদ্ধার হবে। তবে ফেডারেশনের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি না হলে সমস্যা মিটবে না কোনও মতেই।

অলিম্পিক পদক থেকে এবার শুটিং ফেডারেশনের কর্তা, নতুন অধ্যায় শুরুর পথে গগন নারাং

তিনি অলিম্পিকে পদকজয়ী। পোডিয়ামে উঠেছেন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে। কমওয়েলথ গেমস আর কমনওয়েলথ চ্যাম্পিয়নশিপে সাফল্য পেয়েছেন মুড়িমুড়কির মতো। এশিয়ান গেমস এবং এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপেও পেয়েছেন বেশ কয়েকটা সোনা-রুপো-ব্রোঞ্জ। হয়েছেন অলিম্পিকে ভারতের 'শেফ-দ্য-মিশন'। শুটার হিসাবে গগন নারাংয়ের কেরিয়ারটা আক্ষরিক অর্থেই তারকাখচিত। এবার সরকারিভাবে তিনি পা রাখতে চলেছেন ভারতীয় শুটিং ফেডারেশনে (এনআরএআই), কর্তা হিসাবে।

আগামী ৪ ডিসেম্বর ফেডারেশনের নির্বাচন হওয়ার কথা। সেই নির্বাচন উপলক্ষে জমা হওয়া মনোনয়নে রয়েছে লন্ডন অলিম্পিকে ব্রোঞ্জজয়ীর নাম। একটা নয়, দু'টো পদে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন তিনি। সভাপতি এবং সহ সভাপতি। প্রথম পদে গগন ছাড়াও লড়াইয়ে রয়েছেন বর্তমান সভাপতি কালীকেশ নারায়ণ সিংহদেও। তবে যা খবর, এনআরএআই সভাপতি পদে নির্বাচনের কোনও সম্ভাবনাই নেই। গগন ও কালীকেশের মধ্যে শেষ পর্যন্ত কোনও একজন সরে দাঁড়াবেন। তবে যেহেতু একইসঙ্গে সহ সভাপতি পদে গগন মনোনয়ন জমা দিয়েছেন, মনে করা হচ্ছে ওই পদেই দেখা যাবে তাঁকে। এমনিতে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের 'স্নেহধন্য'। পাশাপাশি, এনআরএআই নির্বাচনে গগন মনোনয়ন জমা করেছেন গুজরাটের প্রতিনিধি হিসাবে। মনে করা হচ্ছে, ২০৩৬ অলিম্পিক আয়োজনের লক্ষ্যে বিভিন্ন জাতীয় ক্রীড়া সংস্থায় নিজেদের প্রভাব বাড়াতে চাইছে কেন্দ্রীয় শাসক দল। তারই অঙ্গ হিসাবে গগনকে এনআরএআই-তে নিয়ে আসা হচ্ছে।

সোমবার এনআরএআই নির্বাচনের মনোনয়ন পরীক্ষার কথা। তারপর তিনদিন সময় থাকবে মনোনয়ন প্রত্যাহারের। অর্থাৎ ২৮ নভেম্বরের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে যাবে, ফেডারেশনের বিভিন্ন পদে আদৌ নির্বাচন হবে কি না। তবে পবন সিং যে ফেডারেশন সেক্রেটারি জেনারেল হচ্ছেন, তা হয়তো ঠিক হয়ে যাবে সোমবারই। কারণ অন্যান্য পদে একাধিক মনোনয়ন জমা পড়লেও সচিবের ক্ষেত্রে নেই কোনও দ্বিতীয় নাম। জাতীয় স্তরে পদকজয়ী শুটার পবন দীর্ঘদিন কোচ হিসাবে কাজ করছেন। তাছাড়া বর্তমানে তিনি ফেডারেশনের যুগ্ম-সচিব পদে রয়েছেন। সেখান থেকে এবার সচিব হচ্ছেন তিনি।

গগন নারাংয়ের ফেডারেশনে কর্তা হিসাবে যোগ দেওয়াকে স্বাগত জানিয়েছেন সচিব পদে প্রায় চূড়ান্ত হয়ে যাওয়া পবন। তাঁর কথায়, "গগনের পরিচয় নতুন করে দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। অলিম্পিকে পদকজয়ী ভারতের সংক্ষিপ্ত তালিকায় ওঁর নাম রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে গগন আমাদের ফেডারেশনকে সাহায্য করেছে। নানা কাজে ওঁকে ডাকা হয়েছে। গগন কর্তা হলে সেটা ফেডারেশনের জন্যই মঙ্গলের।" গগনের সঙ্গে পবনের জুটি অবশ্য বেশ পুরনো। ১৪ বছর আগে দু'জনের হাত ধরে চালু হওয়া 'গানস ফর গ্লোরি' এখন দেশের অন্যতম সেরা শুটিং অ্যাকাডেমি। এবার ভারতীয় শুটিং কে আরও 'গ্লোরি' এনে দেওয়ার দায়িত্ব পাবে এই জুটি? অপেক্ষা আর কয়েকটা দিনের।

অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেট কর্ণেলকে হারিয়ে সেমিফাইনালে দশমীঘাট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। নকআউট কর্নেল ক্রিকেট কোচিং সেন্টারের। দুর্দান্ত জয় ছিনিয়ে দশমীঘাট প্লে সেন্টার সেমিফাইনালে পৌঁছলো। টিসিএ আয়োজিত সদর অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটের লড়াই থেকে কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে বিদায় নিতে হয়েছে কর্নেল ক্রিকেট কোচিং সেন্টার কে। তালতলা স্কুল গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে কর্নেল ক্রিকেট কোচিং সেন্টার প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পায়। ৪১.৪ ওভার খেলে ১৪৭ রানে ইনিংস শেষ করে। দলের পক্ষে রুদ্র প্রতাপ শর্মা ৩২ রান পায়। দশমীঘাট প্লে সেন্টারের রিটম্যান দাস ২৩ রানে তিনটি এবং জয়দীপ দাস বাইশ রানে দুটি উইকেট পেয়েছিল। জবাবে ব্যাট করতে নেমে দশমীঘাট প্লে সেন্টার ৪৬ ওভার খেলে ছয় উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায়। রাহুল মিয়ার পাশাপাশি জয়দীপ দাসের অনবদ্য ব্যাটিং দলকে জয় এনে দেয়। রাহুল ১১২ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৬৮ রান সংগ্রহ করে। জয়দীপ পেয়েছিল ৩৫ রান ৫৪টি বল খেলে ছয়টি বাউন্ডারি মেরে। কর্নেল ক্রিকেট কোচিং সেন্টারের রুদ্র প্রতাপ শর্মা দুটি উইকেট পেয়েছিল একুশ রানের বিনিময়ে। দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ের স্বীকৃতি হিসেবে রাহুল মিয়া পেয়েছে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব।

দুদিন ব্যাপী আন্তঃ মহাবিদ্যালয় ভলিবল প্রতিযোগিতা শুরু আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস বোর্ড এর পরিচালনায় আগামীকাল (মঙ্গলবার) ২৫ থেকে দুদিন ব্যাপী দিবা রাত্রি আন্তঃ কলেজ ভলিবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে। এখন পর্যন্ত ১২ টি কলেজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার জন্য এন্ট্রি পাঠিয়েছে। আগামীকাল বিকাল ২ টায় প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে বিশ্ববিদ্যালয় কমপ্লেক্স ভলিবল কোর্টে। অর্গানাইজিং কমিটির কনভেনর মধু মানিক লোধ এই খবর জানিয়েছেন।

সদর অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন চাম্পামুড়া, রানার্স ব্লাডমাউথ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে চাম্পামুড়া প্লে সেন্টার। টিসিএ আয়োজিত সদর অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটে। গ্রুপ লিগ পর্যায়ের খেলার মতো মূলপর্বেও চাম্পামুড়া অপরাজেয় থেকে চ্যাম্পিয়ন শিরোপা অর্জন করেছে। আজ, সোমবার টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচে প্রতিপক্ষ ব্লাড মাউথ ক্লাবকে পাঁচ উইকেটের ব্যবধানে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন খেতাব পেয়েছে। নরসিংগড়ের পঞ্চায়েত গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে ব্লাড মাউথ প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পায়। তবে তেমন একটা ব্যাটিং নৈপুণ্য দেখাতে পারেনি। নির্ধারিত ৪০ ওভারে সাত উইকেট হারিয়ে ৯৮ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। দলের পক্ষে সৌমজিৎ মজুমদার সর্বাধিক ২৯ রান পায়। চাম্পামুড়া প্লে সেন্টারের ঋদ্ধিমান চক্রবর্তী একাই চারটি উইকেট তুলে নেয় ১৪ রানের বিনিময়ে। এছাড়া, দীপাঞ্জন দত্ত পায় দুটি উইকেট ১৮ রান দিয়ে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে চাম্পামুড়া প্লে সেন্টার ৩০.৫ ওভার খেলে পাঁচ উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়।

অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটে আরসিসি-কে বিদায় জানিয়ে প্রগতি সেমিফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ছিটকে গেল এনএসআরসিসি। কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে হেরে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা পরিচালিত অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটে সেমিফাইনালে পৌঁছে গেলো প্রগতি প্লে সেন্টার। সোমবার টিআইটি গ্রাউন্ডে প্রগতি শিবির মুখোমুখি হয় এনএসআরসিসি-র। এই ম্যাচে প্রগতি প্লে সেন্টার ৭২ রানের ব্যবধানে হারিয়ে দিল আরসিসি-কে। টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করে প্রগতি শিবির। নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে প্রগতির স্কোর দাঁড়ায় ২০৭ রানে।

ব্যাট হাতে দলের পক্ষে সর্বাধিক রান করে শ্রেষ্ঠাংশু দেব ৬৭। এছাড়া, বিবেক দেবের ৩৩ রান এবং দ্বীপ জ্যোতি বণিকের ৩২ রান কিছুটা উল্লেখ করার মতো। বল হাতে এম এস আর সি সি-র পক্ষে অংশ ভাটনগর ৩৮ রানে ৩টি উইকেট পায়। এছাড়া, যুবরাজ রাঠোর ও কৌশিক সূত্রধর দুটি করে উইকেট পেয়েছে। পাল্টা ব্যাট করতে নামলে এনএসআরসিসি ৪৫ ওভার খেলে ১৩৫ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। দলের পক্ষে সায়ন্তন কর সর্বাধিক ৩৬ রান পায়। এছাড়া, তনুজিৎ সাহা ৩৪ রান সংগ্রহ করেছিল। প্রগতি প্লে সেন্টারের দ্বীপজ্যোতি বণিক একাই ৪টি উইকেট তুলে নেয় ২৩ রানের বিনিময়ে। এছাড়া, সৌম্যদীপ দে ৩০ রানে তিনটি এবং দেবপ্রিয় দে ১৮ রানে দুটি উইকেট পেয়েছে। দুর্দান্ত অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সৌজন্যে প্রগতির দ্বীপজ্যোতি বণিক পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজে শুভমনকে খেলানোর চেষ্টা, ভারতীয় ব্যাটারের জন্য বিশেষ রুটিন তৈরি চিকিৎসকদের

কবে আবার মাঠে ফিরতে পারবেন শুভমন গিল? এখনই কোনও নির্দিষ্ট দিন জানানো হয়নি ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের তরফে। তবে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজের আগে শুভমনকে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা চলছে। ঘাড়ের ব্যথার কারণে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্ট ও এক দিনের সিরিজ থেকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে শুভমনকে। টি-টোয়েন্টি সিরিজের আগে শুভমনের জন্য বিশেষ রুটিন তৈরি করা হয়েছে।

'টাইমস অফ ইন্ডিয়া' একটি রিপোর্টে জানিয়েছে, মেরুদণ্ড বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অভয় নেনে ও ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের মেডিক্যাল দল শুভমনের জন্য একটি রুটিন তৈরি করেছেন। সেই রুটিন মানতে হবে শুভমনকে। আপাতত বিশ্রামেই থাকবেন তিনি। কয়েক দিন পর তাঁকে বেঙ্গালুরুতে বোর্ডের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে পাঠানো হবে। সেখানেই রিহ্যাব শুরু হবে শুভমনের।

জানা গিয়েছে, এই সপ্তাহ মুম্বইয়েই থাকবেন শুভমন। বেঙ্গালুরু যাওয়ার আগে চণ্ডীগড়ে যেতে পারেন তিনি। সেখান থেকে সরাসরি বেঙ্গালুরু যাওয়ার কথা ভারতের টেস্ট ও এক দিনের দলের অধিনায়কের। ভারতের টি-টোয়েন্টি দলের সহ-অধিনায়ক শুভমন। তাই তাঁকে খেলানোর সব রকম চেষ্টা চলছে।

কলকাতা টেস্টের সময় ঘাড়ে সমস্যা শুরু হয় শুভমনের। ম্যাচের দ্বিতীয় দিন সকালে তাঁর ঘাড় শক্ত হয়ে যায়। সে দিন ব্যাট করতে নামলেও ৩ বল খেলেই উঠে যেতে হয় শুভমনকে। ইডেন গার্ডেন্স থেকে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় কলকাতার এক হাসপাতালে। পরের দিনই অবশ্য শুভমনকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয় তাঁকে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্ট খেলতে দলের সঙ্গে গুয়াহাটিতেও যান শুভমন। কিন্তু তাঁর খেলার সম্ভাবনা না থাকায় ম্যাচ শুরুর আগের দিনই তাঁকে ছেড়ে দেন কোচ গৌতম গম্ভীর। গুয়াহাটি থেকে সরাসরি তিনি মুম্বই চলে যান চিকিৎসার জন্য।

বোর্ড চেষ্টা করলেও টি-টোয়েন্টি সিরিজেও শুভমনের খেলার সম্ভাবনা কম। কিছু পরীক্ষা করানো হয়েছে শুভমনের। প্রাথমিক ভাবে মনে করা হয়েছিল, পেশি সংক্রান্ত কোনও সমস্যা হয়েছে তাঁর। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সূত্রকে উদ্ধৃত করে সর্বভারতীয় একটি সংবাদমাধ্যম জানাচ্ছে, শুভমনের সমস্যা স্নায়ুর। ব্যথা কমানোর ইঞ্জেকশন দিতে হয়েছে ২৬ বছরের ব্যাটারকে। আরও কিছু দিন চিকিৎসা চলতে পারে তাঁর। তার পর শুরু হবে রিহ্যাব। সম্ভবত আগামী জানুয়ারিতে নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে আবার খেলতে পারবেন শুভমন। বিসিসিআইয়ের এক কর্তা সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে বলেছেন, "শুভমনকে ইঞ্জেকশন দিতে হচ্ছে। বেশ কিছু পরীক্ষা করানো হয়েছে। চিকিৎসা শেষ হওয়ার পর কিছু দিন বিশ্রাম নিতে হবে শুভমনকে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজেও ওর খেলার সম্ভাবনা কম।" এখন দেখার, বিশেষ রুটিনে শুভমন দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠেন কি না।

উঠতিদের এশিয়া কাপে চ্যাম্পিয়ন পাকিস্তান, সুপার ওভারে ভারতকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠা বাংলাদেশ হারল সুপার ওভারেই

যে সুপার ওভারে ভারতকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিল বাংলাদেশ, সেই সুপার ওভারেই হারতে হল তাদের। উঠতিদের এশিয়া কাপ ক্রিকেটে অপরাজিত থেকে চ্যাম্পিয়ন হল পাকিস্তান।

সুপার ওভারে বাংলাদেশ প্রথমে ব্যাট করে ৬ রান তোলে। মাত্র ৩ বলেই শেষ হয়ে যায় তাদের ইনিংস। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বলে আউট হয়ে যান আব্দুল গফর সাকলাইন (০) এবং জিশান আলম (০)। পাকিস্তান রিপন মণ্ডলের সুপার ওভারে ৪ বলে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায়।

এর আগে পাকিস্তান ২০ ওভারে ১২৫ রানে অল আউট হয়ে যায়। রান তাড়া করতে নেমে বাংলাদেশ ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১২৫ রান তোলে। কোনও দলের ক্ষেত্রেই মনে হয়েনি তারা ১২৫ রান করতে পারবে।

পাকিস্তানের ৭৫ রানে ৬ উইকেট পড়ে যায়। এর পর সাদ মাসুদ ২৬ বলে ৩৮ রানের ইনিংস খেলেন। তাঁর ইনিংসে ৩টি করে চার ও ছক্কা রয়েছে। তিনি ছাড়া পাকিস্তানের মাজ সাদাকাত (২৩) এবং আরাফাত মিনহাস (২৫) দু'অঙ্কের রান পান। বাংলাদেশের বোলারদের মধ্যে রিপন ৩টি এবং রাকিবুল হাসান ২টি উইকেট নেন।

রান তাড়া করতে নেমে ৯৬ রানে ৯ উইকেট পড়ে যায় বাংলাদেশের। সেখান থেকে অবিচ্ছিন্ন দশম উইকেটে সাকলাইন (১৬) এবং রিপন (১১) ২৯ রান যোগ করেন। ম্যাচ টাই হয়ে যায়। সুপার ওভারে জেতে পাকিস্তান।

হল না স্বপ্নপূরণ! নাসাফের কাছে হেরে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ থেকে বিদায় ইস্টবেঙ্গলের?

হল না স্বপ্নপূরণ। এএফসি উইমেন্স চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠতে গেলে প্রতিপক্ষ উজবেকিস্তানের পিএফসি নাসাফকে হারাতে পারলেই ভারতের প্রথম কোনও ক্লাব এই প্রতিযোগিতার শেষ আটে উঠত ইস্টবেঙ্গল। কিন্তু লিগ টেবিলের শেষে থাকা দলের কাছে ০-৩ গোলে হার স্বীকার করতে হল মশাল গার্লসদের। নাসাফ গ্রুপ পর্বের প্রথম ম্যাচে শক্তিশালী উইহান জিয়াংদার সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করলেও পরের ম্যাচে বাম খাতুনের কাছে ০-১ গোলে হেরে গিয়েছিল। কিন্তু ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে তেড়ে ফুঁড়ে উঠল উজবেকিস্তানের ক্লাব। ১৭ মিনিটে এগিয়ে যায় নাসাফ। ডান দিক থেকে একটি নিচু পাস পেয়ে ইস্টবেঙ্গলের রক্ষণ ভেদ করে বক্সে ঢুকে পড়েন দিয়োরাখন খাবিবুল্লায়েভা। গোল করতে ভুল করেননি তিনি। যদিও লাল-হলুদের ফুটবলাররা অফসাইডের আবেদন করেছিলেন। রেফারি 'ভার'-এর সাহায্য নেন। কিছুক্ষণ পর গোল নিশ্চিত করেন তিনি।

এরপর দুই পক্ষই বেশ কিছু সুযোগ পেলেও গোল করতে পারেনি। ৩২ মিনিটে নাসাফের আক্রমণ থেকে গোল হয়নি। ৩৮ মিনিটে লম্বা ফ্রিকিক থেকে সমতা ফেরাতে ব্যর্থ হয় লাল-হলুদের মেয়েরা। ৮ মিনিট অতিরিক্ত সময় দিয়েছিলেন রেফারি। তাতেও সমতায় ফিরতে পারেনি ইস্টবেঙ্গল। বিরতিতে যাওয়ার আগে স্কোর লাইন থাকে উজবেকিস্তানের ক্লাবের পক্ষে ১-০।

দ্বিতীয়ার্ধেও ইস্টবেঙ্গলের পরিস্থিতি বদলায়নি। বরং এই অর্ধে আরও দু'টো গোল হজম করতে হয়েছে লাল-হলুদকে। ৫২ মিনিটে জাবিনা নরবোয়েভার গোলে ব্যবধান বাড়ায় উজবেকিস্তানের ঘরোয়া মহিলা লিগে ১৬ বার চ্যাম্পিয়ন দল নাসাফ। ম্যাচের একেবারে অন্তিমে (৯০+৭) মিনিটে খাবিবুল্লায়েভার গোলে ব্যবধান তিন গুণ করে। এই প্রতিযোগিতাকে মাথায় রেখেই এবার ইস্টবেঙ্গল শক্তিশালী দল গঠন করেছিল। শিলকি দেবীদের পাশাপাশি রেসি নার্জারিদের মতো বিদেশিদের সই করানো হয়েছে। যদিও তাঁরা রবিবারের ম্যাচে নিষ্প্রভ থাকলেন। মূলপর্বে দারুণ শুরু করেও টানা দুই ম্যাচ হেরে গেলেন মশাল গার্লসরা। তবে এখনও কোয়ার্টার ফাইনালে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে ইস্টবেঙ্গলের। গ্রুপ পর্বের দু'টি সেরা তৃতীয় দল শেষ চারে যাবে। দুই দলের একটি ইস্টবেঙ্গল হলে নকআউট পর্বে যাওয়ার স্বপ্নপূরণ হবে তাদের। যদিও রবিবার ৩ গোলে হারায়, সেই সম্ভাবনা বেশ কম। গ্রুপের শেষ ম্যাচে বাম খাতুনকে অন্তত ৩ গোলে হারতে হবে উইহান জিয়াংদার কাছে।

একাধিক প্রকল্পের ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ নভেম্বর।। রাজ্য সরকার স্বাস্থ্য, শিক্ষা, যোগাযোগ সহ প্রতিটি ক্ষেত্রের উন্নয়নে স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করছে। রাজ্যের উন্নয়নের মূল ভিত্তি হল গ্রামাঞ্চলের মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়ন। গ্রামীণ এলাকার মানুষের উন্নয়ন ঘটিয়ে ঐ অংশের মানুষের মর‍্যাদা বাড়াতে রাজ্য সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। আজ প্রজ্ঞাভবনে মুখ্যমন্ত্রী গ্রাম সম্পর্ক যোজনা, মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা গ্রাম সমৃদ্ধি যোজনা ২০ এবং ১৫ হাজার পরিবারে মেগা গৃহ প্রবেশের ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা একথা বলেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ১৫ হাজার পরিবারের একই সঙ্গে পাকা গৃহে প্রবেশ রাজ্যের জন্য একটি ঐতিহাসিক দিন। মুখ্যমন্ত্রী গ্রাম সম্পর্ক যোজনা ও মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা গ্রাম সমৃদ্ধ যোজনাগুলির সুফল দ্রুত গ্রামাঞ্চলের মানুষের কাছে পৌঁছাতে হবে। ফলে গ্রামীণ এলাকার মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে গ্রামের মানুষের আর্থসামাজিক বিকাশ ঘটিয়ে তাদের সঠিক ভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের প্রায় ৭৫ শতাংশ মানুষ গ্রামে বাস করেন। তাদের আরও উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী গ্রাম সমৃদ্ধি যোজনার সূচনা করা হয়েছে। এই যোজনাটি গ্রামের মানুষের উন্নয়নকে আরও ত্বরান্বিত করবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিগত কয়েক বছরে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় রাজ্যের ৩ লক্ষ ৭০ হাজার পরিবারকে পাকা ঘর তৈরী করে দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয় গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে প্রতিটি গ্রামাঞ্চলে রাস্তা, বিদ্যুৎ, পানীয় জল সহ নানা সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ভাল কাজের জন্য সারা দেশের মধ্যে রাজ্য প্রথম পুরস্কার পেয়েছে। এছাড়াও নানা প্রকল্প রূপায়ণে ভাল কাজের জন্য ৭টি পুরস্কার পেয়েছে। তাতে আত্মতুষ্টিরও কোন অবকাশ নেই। সুশাসন ও উন্নত ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে আরও এগিয়ে যেতে হবে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যসচিব জে কে সিনহা বলেন, বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্প রূপায়ণে রাজ্য সারা দেশে এক প্রশংসনীয় স্থানে রয়েছে। রাজ্যের উন্নয়নের প্রশ্নে প্রশাসন নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করছে। ব্লক স্তরে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ভাল কাজের জন্য রইস্যাবাড়ি ব্লক, করবুক ব্লক, তেলিয়ামুড়া ব্লক, কলাছড়া ব্লক, মোহনভোগ ব্লক, জোলাইবাড়ি ব্লক, চন্ডীপুর ব্লক ও লেফুঙ্গা ব্লককে পুরস্কৃত করা হয়। সংশ্লিষ্ট ব্লকের বিডিওদের হাতে শংসাপত্র ও ট্রফি তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী। জেলায় প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ভাল কাজের জন্য প্রথম স্থান অর্জন করায় উত্তর ত্রিপুরা জেলাকে পুরস্কৃত করা হয়।

এছাড়াও দ্বিতীয় স্থান অর্জনের জন্য ঊনকোটি জেলা ও তৃতীয় স্থান অর্জনের জন্য পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাকে পুরস্কৃত করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট জেলার জেলাশাসকদের হাতে শংসাপত্র ও ট্রফি তুলে দেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং, অতিরিক্ত সচিব কুন্তল দাস প্রমুখ। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী গ্রাম সম্পর্ক যোজনার উপর একটি পুস্তকের এবং গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের নানা প্রকল্পের সাফল্যের তথ্যসম্বলিত পুস্তকের আবরণ উন্মোচন করেন। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা সহ গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের নানা প্রকল্পের তথ্য সম্বলিত একটি ফটো গ্যালারিরও উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী।

৪৪তম ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ফেয়ারে ত্রিপুরা দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ নভেম্বর: নয়াদিল্লির ভারত মন্ডপমে অনুষ্ঠিত ৪৪তম ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ফেয়ারের মঞ্চে আজ ত্রিপুরা দিবস পালন করা হয়। শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী বৃষকেতু দেববর্মা ত্রিপুরা দিবসের উদ্বোধন করেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জয়েন্ট রেসিডেন্স কমিশনার রঞ্জিত দাস।

ত্রিপুরা দিবস উপলক্ষ্যে রাজ্যের শিল্পীগণ হজাগিরি, ধামাইল, মামিতা সহ অন্যান্য লোকনৃত্য ও লোকসংগীত পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠান শেষে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী বৃষকেতু দেববর্মা সহ অন্যান্য অতিথিগণ ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ফেয়ারে প্রদর্শিত ত্রিপুরার স্টলগুলি পরিদর্শন করেন।

বাইক-অটো সংঘর্ষে গুরুতর আহত তিন

আগরতলা, ২৪ নভেম্বর : রঘুনাথপুর রেল ব্রিজ সংলগ্ন সড়কে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। ওই ঘটনায় তিনজন গুরুতর আহত হয়েছেন। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, আজ সকালে যাত্রীবাহী অটোর সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি মোটরবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। ওই ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন তিনজন। স্থানীয়রা জানান, দুর্ঘটনার শব্দ শুনে তারা ছুটে গিয়েছেন এবং সাথে সাথে বিশালগড় দমকলবাহিনীকে খবর দিয়েছেন। দমকলকর্মীরা আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান।

স্থানীয়দের অভিযোগ, ওই সড়কে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের অভাব ও অটোচালকদের বেপরোয়া গতির কারণে প্রায়ই ছোট-বড় দুর্ঘটনা ঘটে। দ্রুত নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি উঠেছে এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে।

জাতীয় সড়কে মর্মান্তিক বাইক দুর্ঘটনা, নিহত এক, গুরুতর আহত এক

আগরতলা, ২৪ নভেম্বর : শান্তির বাজার মহকুমা শাসকের কার্য্যালয় সংলগ্ন জাতীয় সড়কে ভয়াবহ বাইক দুর্ঘটনায় এক ব্যক্তি নিহত ও আরেক যুবক গুরুতর আহত হয়েছেন। খবর পেয়ে দমকলবাহিনী দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত দুইজনকে উদ্ধার করে শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়।

হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, কর্তব্যরত চিকিৎসক আর কে গঞ্জের বাসিন্দা গৌরাঙ্গ দেবনাথ (৪০)-কে মৃত ঘোষণা করেন। অপর আহত যুবক, বেতাগার বাসিন্দা অদ্বীত ভৌমিক (২০)-এর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। দমকলকর্মী, শান্তির বাজার থানার পুলিশ এবং নিকটবর্তী দোকানের সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনা করে জানা গেছে, দুই বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষের ফলেই এ দুর্ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষে টি আর ০৮ ৬১৬২ নম্বরের বাইক এবং টি আর ০১ এ ই ৮৪৪০ নম্বরের বাইক মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ধারণা করা হচ্ছে, সংঘর্ষের তীব্রতায় স্পেন্ডার বাইক চালক গৌরাঙ্গ দেবনাথ ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান। পরে শান্তির বাজার থানার পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাইকদুটি জব্দ করে থানায় নিয়ে আসে এবং ঘটনাটি নিয়ে একটি মামলা রুজু করেছে। পুলিশ জানায়, ময়নাতদন্ত শেষে গৌরাঙ্গ দেবনাথের মৃতদেহ তার পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

ছাঁটাইয়ের নোটিশ হাতে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে চাকরি হারানোরা

আগরতলা, ২৪ নভেম্বর: রাজ্য সরকারের নতুন নোটিফিকেশন জারির পর চাকরি হারানো তিন কমিউনিটি হেলথ গাইড সোমবার সকালে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে কান্নায় ভেঙে পড়েন। "মুখ্যমন্ত্রী আমাদের বাঁচান"এই আকুতি জানিয়ে তাঁরা ছাঁটাইয়ের নোটিশ হাতে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হওয়ার চেষ্টা করেন।

জানা গেছে, দীর্ঘ বছর ধরে ওই তিন প্রবীণা মহিলা কমিউনিটি হেলথ গাইড হিসেবে রাজ্যের বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রকল্পে কাজ করে আসছিলেন। সম্প্রতি সরকার নোটিফিকেশন জারি করে জানিয়েছে, ১ নভেম্বর থেকে ৬০ বছর উত্তীর্ণ সকল কমিউনিটি হেলথ গাইডকে ছাঁটাই করা হবে। সেই নির্দেশেই চাকরি হারিয়েছেন এই তিনজন। হঠাৎ কর্মহীন হয়ে পড়ে তাঁদের জীবিকা অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দিয়েছে। তাঁদের প্রশ্ন " এই বয়সে আজ অসুস্থ হলে যে ওষুধের প্রয়োজন হয়, সেই টাকার জোগান আমরা পাব কোথায়? সংসার চালানো, দায়িত্ব সামলানো তো দূরের কথাএখন বেঁচে থাকাটাই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।" মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করেও তাঁরা সফল হননি। হতাশা ও অসহায়তা থেকে তারা বলে উঠেন, এখন আমাদের সামনে মৃত্যু ছাড়া কোনো পথ নেই।

এদিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে পূর্ব আগরতলা থানার ওসি সুব্রত দেবনাথ তাঁদের আশ্বস্ত করেন যে বিষয়টি সরকারের নজরে আনা হবে। পাশাপাশি তিনি নিজ উদ্যোগে তিন প্রবীণা মহিলাকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

নতুন শ্রম কোড কার্যকরের বিরোধীতায় সিআইটিইউ

আগরতলা, ২৪ নভেম্বর : দেশজুড়ে ধর্মীয় মেরুকরণ নিয়ে উত্তেজনা যখন তুঙ্গে, ঠিক সেই সময়েই কেন্দ্রীয় সরকার নীরবে কার্য্যকর করল নতুন শ্রম কোড। জনগণকে বিভ্রান্তির মধ্যে ব্যস্ত রেখে শ্রমজীবী মানুষের অধিকারে আঘাত হানা হলো। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই অভিযোগ তুলেছেন সিটু্য নেতা তথা প্রাক্তন মন্ত্রী মানিক দে। তিনি বলেন, সরকারি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, নতুন শ্রম কোড কার্য্যকর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেশের শ্রম আইন কাঠামোয় কয়েকটি বড় পরিবর্তন ঘটেছে। তিনি আরও বলেন, নতুন কোড অনুযায়ী, মালিকপক্ষ এখন থেকে কারখানা বন্ধ করতে বা বিপুল সংখ্যক শ্রমিক ছাঁটাই করতে সরকারের অনুমতি নেবে না। শ্রমিক সংগঠনগুলির দাবি, এর ফলে ছাঁটাই আরও সহজ হয়ে যাবে এবং কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তা চরমে পৌঁছবে।

তাছাড়া, এখন থেকে ধর্মঘটের ১৪ দিন আগে নোটিশ দিতে হবে। হঠাৎ কোনো অন্যায় বা দুর্ঘটনা ঘটলে তাৎক্ষণিক ধর্মঘট ডাকা অবৈধ গণ্য হবে।একসঙ্গে শ্রমিকেরা ছুটি নিলেও তা "অবৈধ ধর্মঘট" হিসেবে শাস্তিযোগ্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। শ্রমিক সংগঠনগুলির মতে, এটি সরাসরি শ্রমিকদের প্রতিবাদের অধিকার সীমিত করে। নতুন শ্রম কোডে দৈনিক ১২ ঘণ্টা কাজকে বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে যা পূর্ববর্তী ৮ ঘণ্টা কাজের নিয়মের থেকে বড় পরিবর্তন। শ্রমিক সমাজের দাবি, এটি শ্রমিকদের উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করবে এবং কর্মপরিবেশ আরও অমানবিক হয়ে উঠবে।

মহিলা শ্রমিকেরা এখন থেকে রাত ১০টা থেকে ভোর ৬টার মধ্যে কাজ করতে পারবেন। তিনি বলেন, সরকার জানিয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে। তবে সমাজকর্মী ও শ্রমিক সংগঠনগুলির অভিযোগ, দেশে দিনের আলোতেও যেখানে মহিলাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায় না, সেখানে রাতের কাজকে 'নিরাপদ' বলা শুধুই কাগুজে আশ্বাস। এমনকি, উবার, ওলা চালক, সুইগি-জোম্যাটো ডেলিভারি কর্মী এবং খুচরো দোকানের চুক্তিভিত্তিক শ্রমিকদের জন্য 'সামাজিক সুরক্ষা'র কথা বলা হলেও নিয়োগকারী কোম্পানিগুলির উপর কার‍্যত কোনো বিধিনিষেধ নেই। তাঁর অভিযোগ, কোম্পানিগুলি যেমন খুশি কাজ করাতে পারবে, ছাঁটাই করতে পারবে, এমনকি শ্রমিকরা প্রতিবাদে নামলে সেটিও "অবৈধ" ঘোষিত হতে পারে।

তাঁর কথায়, নতুন শ্রম কোডের মাধ্যমে ভারতবর্ষের শ্রমজীবী জনগণকে কর্পোরেট স্বার্থে উৎসর্গ করা হয়েছে। মানিক দে-র দাবি, এটি শ্রমিকদের ক্রীতদাসে পরিণত করার প্রক্রিয়ার শুরু। কেন্দ্রীয় সরকার শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। নতুন শ্রম কোড কার্য্যকর হওয়ার পর থেকেই বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন, মানবাধিকার সংগঠনসহ বহু মহল প্রতিবাদের ডাক দিয়েছে। তাঁর বক্তব্য এই জনবিরোধী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সর্বত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

সীমান্তে ফের গবাদি পশু চুরি চাঞ্চল্য ছড়াল সাব্রুমে

আগরতলা, ২৪ নভেম্বর: সীমান্তবর্তী এলাকায় ফের গবাদি পশু চুরির ঘটনা। এবার চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল সাব্রুমের সমরেন্দ্রগঞ্জের ঘোষটিলা এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, রবিবার গভীর রাতে এলাকার একটি খামারঘর থেকে গবাদি পশু রহস্যজনকভাবে উধাও হয়ে যায়। খামারের মালিক সকালে গবাদি পশু দেখতে গিয়ে চুরির বিষয়টি টের পান। এরপরই তিনি সাব্রুম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই সীমান্ত ঘেঁষা এই এলাকায় গবাদি পশু চুরির ঘটনা বেড়েই চলেছে, কিন্তু দুষ্কৃতীদের আটক করতে এখনও পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কোনো পদক্ষেপ দেখা যায়নি। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়েছে এবং সীমান্ত এলাকায় সক্রিয় চোরচক্রের সন্ধানে তদন্ত শুরু হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। স্থানীয়দের দাবি, রাতের টহল আরও জোরদার করা হোক এবং সীমান্তবর্তী অঞ্চলে নজরদারি বাড়ানো হোক।

অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় পলাতক অভিযুক্ত সাদেক মিয়া গ্রেফতার

আগরতলা, ২৪ নভেম্বর: অবশেষে গ্রেফতার হলেন অস্ত্র কারবারের অভিযোগে পলাতক অভিযুক্ত সাদেক মিয়া (৩৮)। সোনামুড়া থানার পুলিশ রবিবার রাতে তাকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে। ধৃতের বাড়ি মেলাঘর থানার অন্তর্গত শিবনগর তকসাপাড়া এলাকায়। তার পিতা অজিত মিয়া।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত ২৮ অক্টোবর মধুবন যাওয়ার রাস্তায় একটি পিস্তল, ধারালো ছুরি এবং একটি মোটরবাইক উদ্ধার করেছিল সোনামুড়া থানার পুলিশ। সেই মামলার সূত্রেই মূল অভিযুক্ত হিসেবে সাদেক মিয়ার নাম সামনে আসে। ঘটনার পর থেকেই তিনি পলাতক ছিলেন। তার বাড়িতে বহুবার তল্লাশি চালিয়েও তাকে আটক করা সম্ভব হয়নি।

রাজ্য মন্ত্রীসভায়

এডহক প্রমোশন পলিসিকে নিয়মিত করার সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ নভেম্বর: রাজ্য সরকারের ২০২১ সালে সরকারি কর্মচারিদের এডহক প্রমোশন পলিসিকে এখন থেকে নিয়মিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

আজ সচিবালয়ে রাজ্য মন্ত্রিসভার এই সিদ্ধান্তের কথা জানান পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

সন্ধ্যায় সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রী চৌধুরী জানান, সুপ্রিমকোর্টে এই সংক্রান্ত মামলা বিচারাধীন থাকার ফলে রাজ্য সরকার সরকারি কর্মচারিদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে এডহক পলিসি গ্রহণ করে।

সেই অনুযায়ী গত ২০২৫ সালের জুন মাস পর্যন্ত ১৩ হাজার ৮২ জনের অধিক রাজ্য সরকারের সরকারি কর্মচারি এডহক ভিত্তিতে পদোন্নতি পেয়েছেন। কিন্তু তারা অবসর গ্রহণের পর আর্থিক দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিলেন।

রাজ্য সরকার সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে কর্মচারিদের স্বার্থে অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারি সহ সকল অংশের কর্মচারিদের নিয়মিতকরণের সুবিধার আওতায় আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শ্রী চৌধুরী জানান, সুপ্রিমকোর্টে মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি সাপেক্ষে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সোনামুড়া চৌমুহনীতে অটোরিকশা চুরি, উদ্ধার টেপানিয়ায়, পুলিশের টহল ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন

আগরতলা, ২৪ নভেম্বর : উদয়পুর সোনামুড়া চৌমুহনী এলাকায় অটোরিকশা চুরি এবং পরে টেপানিয়ায় তা উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। জানা গিয়েছে, অটোর মালিক মুখফুস আলি খাদিম রবিবার রাতে প্রতিদিনের মতো অটোরিকশাটি রাস্তার পাশে রেখে বাড়িতে ফিরে যান। কিন্তু সোমবার ভোরে বাইরে এসে তিনি দেখেন অটোরিকশাটি আর সেখানে নেই।

অনেক খোঁজাখুঁজির পরও অটো না পাওয়ায় তিনি রাধাকিশোরপুর থানায় গিয়ে বিষয়টি পুলিশকে জানান। অভিযোগ দায়েরের কিছুক্ষণ পরই খবর আসে যে অটোরিকশাটি টেপানিয়ায় পড়ে রয়েছে। পরে মালিক সেখানে গিয়ে নিজের অটোরিকশা শনাক্ত করেন।

অটোরিকশাটি ফিরে পেয়ে মুখফুস আলি খাদিম স্বস্তি পেলেও, পুলিশের কার্য্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন তিনি এবং এলাকার বহু বাসিন্দা। তাদের অভিযোগ রাতে টহল থাকা সত্ত্বেও কীভাবে অটো চুরি হয়ে গেল? এলাকায় চুরি-ডাকাতির ঘটনা রুখতে পুলিশের তৎপরতার ঘাটতি রয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয়দের দাবি, চুরি ঠেকাতে রাতের পাহারা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করা দরকার। পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে এবং কারা এই চুরির সঙ্গে জড়িত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বল্লভভাই প্যাটেল ছিলেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য স্তম্ভ: অর্থমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ নভেম্বর: সর্দার ভল্লভভাই প্যাটেলের ১৫০তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে আজ উদয়পুরে ইউনিটি মার্চ অনুষ্ঠিত হয়। গোমতী জেলা প্রশাসন এবং গোমতী জেলা যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া কার্য্যালয়ের উদ্যোগে ইউনিটি মার্চ উদয়পুর স্পোর্টস গ্রাউন্ড প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে নিউ টাউন রোড ব্রহ্মাবাড়ি হয়ে মাতাবাড়িতে গিয়ে শেষ হয়। আজকের এই ইউনিটি মার্চের উদ্বোধন করে অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় বলেন, ভারতের লৌহমানব সর্দার ভল্লভভাই প্যাটেলের জন্মজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে এবং তারই আদর্শকে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে এই ইউনিটি মার্চের আয়োজন করা হয়েছে। এটি শুধু একটি অনুষ্ঠান নয়- এটি একতা, শৃঙ্খলা, দেশপ্রেম এবং জাতীয় অখণ্ডতার প্রতি আমাদের দৃঢ় অঙ্গীকারের প্রতীক। সর্দার প্যাটেল ছিলেন ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের এক অবিচ্ছেদ্য স্তম্ভ। স্বাধীনতার পর শতাধিক দেশীয় রাজ্যকে একত্রিত করে ভারতকে তিনি সুসংহত রূপে গড়ে তুলেছিলেন, তা ইতিহাসে এক বিরল অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। তাঁর দূরদর্শিতা, কঠোর সিদ্ধান্তগ্রহণ ক্ষমতা ও অটল দেশপ্রেম ছাড়া এক ঐক্যবদ্ধ ভারত কল্পনাই করা যেত না।

তিনি বলেন, আজকের এই ইউনিটি মার্চ আমাদের মনে করিয়ে দেয়- জাতীয় ঐক্য কোনও ভাষা, জাতি, ধর্ম বা অঞ্চলের বিভাজন মানে না। ঐক্য মানে একসূত্রে আবদ্ধ এক অবিচ্ছেদ্য ভারত। সর্দার প্যাটেল বিশ্বাস করতেন, যদি দেশের মানুষ পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ্য, সম্মান ও দায়িত্ববোধ বজায় রাখে, তাহলে ভারত উন্নয়নের শিখরে পৌঁছাতে বাধ্য। আজকের বিশ্বায়নের যুগে ঐক্যের এই মূল্যবোধ আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

অনুষ্ঠানে বিধায়ক অভিষেক দেবরায় বলেন, বর্তমানে নবীনরাই আগামী দিনে ভারত গড়বে। সর্দার প্যাটেলের আদর্শ থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা সকলেই যদি দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে কাজ করি, তবেই তার স্বপ্নের এক ভারত, শক্তিশালী ভারত বাস্তবে রূপ পাবে। এই র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন গোমতী জিলা পরিষদের সভাধিপতি দেবল দেবরায়, বিধায়ক অভিষেক দেবরায়, গোমতী জেলার জেলাশাসক রিঙ্কু লাথের, গোমতী জেলার পুলিশ সুপার ডা. কিরণ কুমার কে, সমাজসেবিকা সবিতা নাগ সহ বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধি এবং স্বেচ্ছাসেবকগণ।

জলের সংকটে চাষে বিপর্যয়, সোনামুড়া মেলাঘর সড়ক অবরোধ কৃষকদের

আগরতলা, ২৪ নভেম্বর : ধলিয়াই অঞ্চলে জলের তীব্র অভাব ও সেচ—সংকটের ফলে কৃষকদের করুণ অবস্থার প্রতিবাদে সোমবার সকালে সোনামুড়া---মেলাঘর সড়ক অবরোধ করে ক্ষুব্ধ চাষিরা। দীর্ঘক্ষণ সড়ক অবরোধ চলায় এলাকায় যান চলাচল ব্যাহত হয় এবং চাঞ্চল্য ছড়ায়। কৃষকদের অভিযোগ, ১০০ কানি জমিতে সেচের জলের অভাবে ফসল চাষ করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। ২০২৪ সালের বিধ্বংসী বন্যায় এলআই প্রকল্পের পানীয় জলের মেশিন নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর বহুবার প্রশাসন ও রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা এলাকা পরিদর্শনে এলেও সমস্যার সমাধান হয়নি। সর্বদলীয় বিধায়কের প্রতিনিধিদলও এলাকাটি ঘুরে দেখেছিল, কিন্তু বাস্তবে কৃষকদের দুর্দশা কমেনি বলেই অভিযোগ।

স্থানীয় কৃষকদের বক্তব্য, বহু মাস ধরে তারা কাঁধে করে দূরদূরান্ত থেকে পানি এনে চাষবাস চালাচ্ছেন। রাজ্য সরকার কৃষকদের জন্য নানা প্রকল্প ঘোষণা করলেও মাঠে নেমে তার সুফল মিলছে না। অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতের ভাইস চেয়ারম্যান শাহজাহান মিয়া। তিনি আশ্বাস দিয়ে বলেনকৃষকদের সমস্যার কথা আমরা আগেই জানি। নতুন মেশিনের জন্য ইতিমধ্যে টেন্ডার হয়েছে। কাল থেকেই কাজ শুরু হবে। পূর্বে জায়গা সংক্রান্ত কিছু জটিলতা থাকলেও এখন তা সমাধান হয়েছে। তবে কৃষকদের অভিযোগ আরও গুরুতর। তাদের দাবি, সোনামুড়া মণ্ডল অফিসে পাহারা দেওয়া বিজেপির এক কর্মীর স্ত্রীকে নতুন মেশিন চালানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অথচ তিনি মেশিন সম্পর্কে কোনো জ্ঞানই রাখেন না। রাজনৈতিক লাভের জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলেই কৃষকরা অভিযোগ তুলেছেন, যার কারণে বছরের পর বছর ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন তারা। পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলেও কৃষকদের হতাশা ও ক্ষোভ এখনও বজায় রয়েছে। তারা জানিয়েছেন জলের সরবরাহ বাস্তবে শুরু না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া হবে।

রাজ্যে ডেঙ্গু প্রতিরোধে উৎস সনাক্তকরণ জনসচেতনতা ও সমন্বিত কার্যক্রম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ নভেম্বর: ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে সারা রাজ্যে বিভিন্ন জনস্বাস্থ্য কার্য্যক্রম নিয়মিতভাবে সম্পাদিত করা হচ্ছে। রাজ্যের বিভিন্ন ব্লক, স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয়ের মাধ্যমে যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্য্যক্রমগুলো পরিচালিত হচ্ছে এগুলো হল বাড়ি বাড়ি পরিদর্শন ও আইইসি কার্য্যক্রম, আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয় সভা, জনসচেতনতা কার্য্যক্রম, রাসায়নিক ও জৈবিক ব্যবস্থাপনা এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের সম্পৃক্ততা ইত্যাদি। এরমধ্যে ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে স্বাস্থ্যকর্মীরা উৎস সনাক্তকরণ ও উৎস বিনাশ সংক্রান্ত তথ্য প্রচারের জন্য বাড়ি বাড়ি পরিদর্শন কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। গ্রাম ও সাব-সেন্টার পর্যায়ে জ্বরের উপসর্গ থাকলে রক্তের স্ক্রিনিং করা হচ্ছে। কমিউনিটিকে সচেতন করতে বাড়ি বাড়ি মশার ব্রিডিং সোর্স রিডাকশন কার্য্যক্রম সম্পাদিত করা হচ্ছে। এছাড়া ব্লক পর্যায়ে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ সংস্থা বা বেসরকারি সংস্থার উপস্থিতিতে ইন্টার-সেক্টোরাল কনভার্জেন্স সভা অনুষ্ঠিত করা হচ্ছে, যেখানে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিভিন্ন এলাকায় মাইকিংয়ের মাধ্যমে সতর্কবার্তা ও সচেতনতা প্রচার করা হচ্ছে। এরমধ্যে আইইসি প্রচার গাড়ির মাধ্যমে জনগণের মধ্যে ডেঙ্গু প্রতিরোধ বিষয়ক বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এদিকে বিভিন্ন সংক্রমণ প্রবণ এলাকায় টেমেফস ও বিটিআই স্প্রে করা হচ্ছে। বিভিন্ন সংক্রমণ প্রবণ এলাকা চিহ্নিত করে টেমেফস স্প্রে ও ড্রাই ডে পালন করা হচ্ছে, যেখানে স্বাস্থ্যকর্মীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছেন। কমিউনিটি হেল অফিসার ও এমপিডব্লিউ-দের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি গিয়ে উৎস ধ্বংস ও কমিউনিটি সেনসিটাইজেশন পরিচালন করা হচ্ছে। তাতে সক্রিয় ডেঙ্গু রোগীর বাড়িতে ফগিং কার্য্যক্রম সম্পন্ন করা হচ্ছে। বিশেষভাবে জেলা পর্যায়ের নিয়োজিত টিম নিয়মিত মনিটরিং করেছে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আশা ভরসা দিবসে আশা কর্মীদের ডেঙ্গু প্রতিরোধ বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 25-11-2025, 01:25